বিপন্ন-ব্যারিষ্টার

(ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।)

(বর্দ্ধমান, গৌরডাঙ্গা-নিবাসী)

শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ প্রণীত।

কলিকাতা,

৫৭।১ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট হইতে

এন, কে, শীল এণ্ড এস, কে, শীল দ্বারা প্রকাশিত

শীল-প্রেস।

৩৩৩ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার শীল দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১২ সাল।

মূল্য ৸০ বার আনা।

বিপন্ন-ব্যারিষ্টার।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গ্রেপ্তার।

"ব্যারিষ্টার সাহেব আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করিলাম।"

"আমাকে!" বলিয়া, ব্যারিষ্টার দত্ত সাহেব চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং পুরোবর্ত্তী ইন্‌স্পেক্টর বাবুর মুখের দিকে একটা ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন।

"হাঁ আপনাকে!—"বলিয়া, ইন্‌স্পেক্টর বাবু তাঁহার দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া ধরিলেন।

ঘৃণা এবং ক্রোধে দত্ত সাহেবের সুন্দর মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। তাঁহার চক্ষু হইতে অনৈসর্গিক দীপ্তি প্রতিভাত হইতে লাগিল। বহুকষ্টে আত্মদমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি অপরাধে?"

ইন্। হত্যাপরাধে।

দত্ত সাহেবের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, "কাহার হত্যাপরাধে ?"

ইন্। মিস্ জ্ঞানদার।

দত্ত। কে আমার বিরুদ্ধে এ গুরুতর অভিযোগ আনিতে সাহস করিল ?

ইন্। মৃত কুমারীর পিতা।

দত্ত। কুমারী জ্ঞানদা যে মরিয়াছে এবং খুন হইয়াছে কে বলিল ?

ইন্। জ্ঞানদা যে মরিয়াছে এবং খুন হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। তাহার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। দেহের চারিস্থানে চারিটী অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন। ডাক্তারী পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে—উহার একটীই প্রাণবিয়োগের পক্ষে যথেষ্ট।

ব্যারিষ্টার সাহেব টুপিটী তুলিয়া লইয়া কহিলেন, "কি ভয়ঙ্কর! কি রহস্যপূর্ণ মৃত্যু!"

ইন্স্পেক্টর পকেট হইতে একজোড়া হাতকড়া বাহির করিয়া কহিলেন, "ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার বা ভয়ঙ্কর দেখিবার কিছুই নাই! যেখানে খুন—যেখানে গুপ্ত হত্যাকাণ্ড, সেই খানেই রহস্যের আবরণ!"

দত্ত সাহেবের দৃষ্টি, ইন্স্পেক্টরের হস্তস্থিত সেই অয়স্কঙ্কনের উপর পড়িবামাত্র, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। সুন্দর মুখে মৃত ব্যক্তির মুখের মত একটা কালিমা পড়িল। ভগ্নস্বরে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসিলেন, "ওটার আর আবশ্যক কি ?"

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ইন্। আছে বৈ কি! হত্যাপরাধের মত গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্যই ইহার সৃষ্টি।

দত্ত। আমি ধীর, শান্তভাবে আপনার সহিত যাইতে প্রস্তুত রহিয়াছি। আমার হাতে হাতকড়া লাগাইয়া, লোকের চক্ষে কেন আর আমাকে অধিকতর হীন এবং ঘৃণিত করিতে যাইতেছেন?

ইন্। সাহেব! আমি আপনার স্বভাব চরিত্র খুব ভাল রকমই জানি। আমি আইনের চাকর—বে-আইনি করিতে পারিব না। আপনার হাতে হাতকড়া লাগাইতে আমার মর্ম্মান্তিক কষ্ট হইতেছে কিন্তু কি করিব? আপনিই ভাবিয়া দেখুন, এরূপ গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শুধু লইয়া যাইবার হুকুম নাই।

দত্ত। কোন একটা ভুল-ভ্রান্তি বশতই হউক অথবা অন্য যে কারণেই হউক, আপাততঃ আমি হত্যাভিযোগে অভিযুক্ত, অবসর পাইলেই আমি সকলকে বুঝাইয়া দিব যে, জ্ঞানদা যদিই প্রকৃত পক্ষে খুন হইয়া থাকে,—আমি তাহার হত্যাকারী নই—আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। বিনোদ বাবু! আপনি যদি আমার হাতে হাতকড়া পরাইয়া, প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া, টানিয়া লইয়া যান,—ভবিষ্যতে আমি আমার নিরপরাধিতা সপ্রমাণ করিতে পারিলেও অদ্যকার এ অপমান কিছুতেই নিরাকৃত করিতে পারিব না।

ইন্‌স্পেক্টর বাবুর নাম বিনোদবিহারী মল্লিক। বিনোদ বাবু মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "দত্ত সাহেব! আপনি জ্ঞানদার মৃত্যু সম্বন্ধে এখনও কৃতবিশ্বাস হইতে পারেন নাই। আমি

স্বচক্ষে তাহার ক্ষত বিক্ষত লাস দেখিয়া আসিতেছি। কেন যে আপনি অবিশ্বাস করিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছি না। পুলিস-লাইনে কার্য্য করিয়া, অনেক সময়ে আমাদিগকে কষ্টকর কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়। আমার অপরাধ লই-বেন না।"

দত্ত সাহেব বিমর্ষভাবে উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া দিয়া, মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "আমার আর অধিক বলিবার নাই। আমি আপনার বন্দী—আপনার কর্ত্তব্য পালন করুন।"

দয়ার্দ্রচিত্ত প্রবীণ ইন্‌স্পেক্টর ক্ষিপ্রহস্তে চক্ষু মুছিয়া, তাঁহার কঠোর কর্ত্তব্য পালন করিয়া কহিলেন, "আসুন!"

বিনা বাক্যব্যয়ে সুশিক্ষিত লোকপ্রিয় তরুণ ব্যারিষ্টার এন্, কে, দত্ত হত্যাভিযোগে ফৌজদারীর আসামীরূপে পুলিস-কর্ম্মচারীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। দ্বারে গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল, উভয়ে তাহাতে আরোহণ করিলেন। গাড়ী সদর থানার অভিমুখে চলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

একটু পরিচয়।

যে জেলার, যে স্থানে পূর্ব্বোক্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল, মনে করুন তাহার নাম ধরমপুর। নানা কারণে আমরা জেলা প্রভৃতি স্থানগুলির প্রকৃত নাম গোপন করিতে বাধ্য হইলাম

প্রিয় পাঠক পাঠিকা! ইহাতে বোধ হয়, আপনাদের কোন আপত্তি নাই?

ধরমপুর প্রকাণ্ড সহর। মাণিকগঞ্জ উহার উপনগর বা উপপল্লী। সহর হইতে উহার দূরত্ব তিন মাইল মাত্র। উহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, সহরের অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তিই বৎসরের অধিকাংশ সময় এখানে আসিয়া, তাঁহাদের পল্লী-আবাসে বাস করিয়া যান।

এখানকার দত্তপরিবার খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহারা পাঁচ ছয় পুরুষে খৃষ্টান। দত্তবংশের অপরাপর সকলে কালধর্ম্মে লোকান্তরিত হইয়াছেন। এক্ষণে কেবল একমাত্র এন্, কে দত্তই জীবিত আছেন। তাঁহার পুরা নাম নরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত। তিনি পুরা নামের পরিবর্ত্তে সংক্ষিপ্ত নামেরই ব্যবহার করেন, আমরাও আমাদের বর্ত্তমান আখ্যায়িকায় উহাকে আরও সংক্ষিপ্ত করিয়া, দত্ত সাহেব নামে অভিহিত করিব। এ যে, সংক্ষেপেরই যুগ পড়িয়াছে।

দত্তবংশ বিদ্যৎবংশ বলিয়া, বহুদিন হইতে এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান আখ্যায়িকার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্তের পিতা, পিতামহ প্রভৃতি সকলেই সুশিক্ষিত ছিলেন এবং রাজসংসারে বড় বড় চাকুরি করিয়া, খ্যাতি ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমান দত্ত সাহেবের পিতা এস্, কে, দত্ত পরিণত বয়সে এক রূপসী কামিনীর পাণিগ্রহণ করেন। সে বিবাহের ফলে নরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্তের জন্ম হয়। নরেন্দ্রের বয়ঃক্রম যখন দশ-বৎসর, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। নরেন্দ্র-জননী স্বামীর

শোকে অচিরকাল মধ্যেই, দেহত্যাগ করেন। নরেন্দ্রের বিষয় সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হস্তে যায়। অপরের হস্তে তাঁহার লালন-পালন এবং শিক্ষার ভার পতিত হয়।

নরেন্দ্র বাল্যকাল হইতেই বড় শান্তপ্রকৃতি এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি। তিনি এখানকার স্কুল কলেজে উত্তমরূপে শিক্ষিত হইয়া, বিলাত গমন করেন। সেখানে তিন বৎসর অতিবাহিত করিয়া, ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হস্ত হইতে আপনার বিষয় সম্পত্তি বুঝিয়া লয়েন।

তিনি এক্ষণে বিপুল বিভবের অধিকারী। অপরাপর ধনী-সন্তানের মত বিলাসতরঙ্গে অঙ্গ ভাসাইয়া, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কোলে অনায়াসে জীবন অতিবাহিত করিয়া যাইতে পারিতেন কিন্তু তাহা না করিয়া, ধরমপুর কোর্টে ব্যারিষ্টারি করিতে আরম্ভ করেন এবং অতি অল্পকালের মধ্যে একজন বিচক্ষণ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। সহসা একটা দুর্ঘটনায় কিছুদিনের জন্য তাঁহার উন্নতি-স্রোত রুদ্ধ, তাঁহার যশের পথ কণ্টকাকীর্ণ এবং জীবন বিপন্ন হইয়া পড়ে।

তাঁহার স্বভাব চরিত্র অতি কোমল। বিপুল ধনসম্পত্তির অধিকারী হইলেও, তাঁহার অন্তরে অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই। তাঁহার সুন্দর স্বভাবগুণে সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসে এবং ভক্তি শ্রদ্ধা করে। মিষ্টার হাণ্টারের একমাত্র কন্যা এমিলার সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে।

হাণ্টার সাহেবের অবস্থা তত ভাল না হইলেও, লক্ষপতি

দত্ত সাহেব, তাঁহারই কন্যা এমিলাকে জীবনসহচরী এবং বিপুল বিভবের ভাবী উত্তরাধিকারিণী করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

এমিলার বয়স এখন অষ্টাদশ এবং দত্ত সাহেবের বয়স চতুর্ব্বিংশ বৎসর। কোন বন্ধুগৃহে নিমন্ত্রণে গিয়া, উভয়ের মধ্যে প্রথম আলাপ পরিচয় হয়। সে আজ এক বৎসরের কথা। তাহার পর হইতে অবসর পাইলেই, দত্ত সাহেব হণ্টারের বাড়ী যাইয়া, এমিলার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন। ক্রমে ক্রমে যুবক যুবতীর মধ্যে প্রণয় সঞ্চার হইল। দত্ত সাহেব যুবতীর পিতাকে তাঁহার মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন। হাণ্টার সাহেব যে, সানন্দে এবং সহজেই সম্মতি দিলেন, তাহা না বলিলেও চলে।

দত্ত সাহেবের ইচ্ছা বিবাহটা শীঘ্রই হইয়া যায় কিন্তু কন্যার পিতা মাতার সে সম্বন্ধে অমত হওয়ায়, বিবাহটা আপাততঃ কিছু দিনের জন্য স্থগিত থাকিলেও, যুবক যুবতীর মধে সাক্ষাৎ, প্রণয়-সম্ভাষণাদি যথারীতি চলিতে লাগিল। বিবাহের পূর্ব্বে বিবাহপণে আবদ্ধা যুবক যুবতীর মধ্যে এরূপ ভাবে বিরলে বিশ্রম্ভালাপ তাঁহাদের সমাজে দূষ্য নয়। সুতরাং বিবাহ না হইলেও পরস্পর প্রেমালাপে, সুখময় ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া, নব প্রণয়ীযুগলের সময় বড় সুখেই অতিবাহিত হইতে লাগিল। এই সময়ে উভয়ের কেহ কিছু জানিল না—কেহ কিছু সন্দেহও করিল না—অথচ এমন একটী ঘটনা ঘটিয়া গেল,—যাহার পরিণতি বা ভবিষ্যফলের সহিত তাঁহাদের উভয়েরই ভাগ্যসূত্র বিজড়িত হইয়া, জীবনস্রোতকে বিভিন্ন পথে সঞ্চালিত করিয়া দিল।

যে তারিখে ব্যারিষ্টার দত্ত সাহেব নরহত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়া, হাজতে গমন করেন, তাহার পাঁচ মাস কিংবা ছয় মাস পূর্ব্বে মাণিকগঞ্জে এক ঘর নূতন-লোক আসিয়া বাটী ভাড়া করেন। তাঁহারাও খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী, শীঘ্রই তাঁহাদের অপরিমিত ধনৈশ্বর্য্যের সংবাদ পল্লীতে পল্লীতে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

নবাগত পরিবারের গৃহস্বামীর নাম বি, কে, রায় বা রায় সাহেব। কুমারী জ্ঞানদা তাঁহার একমাত্র কন্যা।

রায় সাহেব মাণিকগঞ্জে আসিবার এক মাস পরেই, তাঁহার নূতন আবাসে স্বসম্প্রদায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিমাত্রকেই নিমন্ত্রণ করিয়া, এক বিরাট ভোজের আয়োজন করিলেন। সে নিমন্ত্রণে দেশী বিদেশী বিস্তর সাহেব বিবি আসিলেন। আমাদের দত্ত সাহেবও নিমন্ত্রণপত্র পাইয়াছিলেন—সুতরাং তিনিও যথাসময়ে অসন্দিগ্ধচিত্তে রায় সাহেবের আবাসে উপস্থিত হইলেন।

মিস জ্ঞানদা বিংশবর্ষীয়া যুবতী। তাহার হাবভাব, বিলাসপূর্ণ যৌবন-শ্রী দর্শকমাত্রকেই মুহূর্ত্তে মুগ্ধ করিতে সমর্থ। তাহার রূপে এমনি একটা মাদকতা ছিল, তাহার দৃষ্টিতে এমনি একটা আকৃষ্ট করিবার ক্ষমতা, এবং হাস্য-লহরীতে এমনি একটা মোহিনী শক্তি ছিল যে, তাহার রূপের মোহে না মজিয়াছে, তাহার দৃষ্টিতে আকৃষ্ট না হইয়াছে, তাহার হাস্য-তরঙ্গে পড়িয়া, ক্ষণকালের জন্যও হাবুডুবু না খাইয়াছে, এমন যুবক খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়।

নিমন্ত্রিত নরনারীগণ সকলে সমবেত হইলে, পরস্পরের

মধ্যে আলাপ পরিচয় হইবার পর, বল নাচ আরম্ভ হইল। যুবক যুবতী পরস্পর হস্ত ধরাধরি করিয়া, অঙ্গভঙ্গী সহকারে তালে তালে নাচিতে লাগিল। যাহার সহিত যাহার নাচিতে ইচ্ছা হইল, যাহাকে যাহার পছন্দ হইল, সে তাহাকে তাহার নৃত্যসহচর করিয়া লইল। সুন্দরী জ্ঞানদা অন্য সকলকে উপেক্ষা করিয়া, আর কাহারও দিকে না চাহিয়া, নবীন ব্যারিষ্টার দত্ত সাহেবের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। দত্ত সাহেব অবশ্য ইহাতে আপনাকে ভাগ্যবান মনে করিলেন, এবং মুহূর্ত্তের জন্য সুন্দরীর মোহময় রূপের আবর্ত্তে পড়িয়া, বিভ্রান্ত হইয়া গেলেন।

মুগ্ধ ব্যারিষ্টার মুহূর্ত্তের জন্যও সন্দেহ করিলেন না যে, এ নিমন্ত্রণাভিনয় কেবল তাঁহাকে রূপসীর আকর্ষিণী শক্তির পরিধির মধ্যে আনিবার জন্য। লোকের সহিত সৌজন্য সহকারে আলাপ পরিচয় করিবার জন্য যে, এ ভোজ বা বলনাচের আয়োজন হয় নাই, দত্ত সাহেব তখন তাহা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রতি কার্য্য, তাঁহার সমস্ত অবস্থা, এমিলার সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ যে, সম্পূর্ণভাবে রায় পরিবারে সংশ্লিষ্ট কতকগুলি লোক লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে—তাহাও তিনি ঘুণাক্ষরে বুঝিতে পারেন নাই।

অভ্যাগত ব্যক্তিগণ পানভোজনে পরিতুষ্ট হইয়া এবং রায় পরিবারের শিষ্টাচার ও সদালাপে সন্তুষ্ট হইয়া, সকলে যে যাহার আবাসে প্রস্থান করিল।

উক্ত ঘটনার কয়েক দিন পরে, একদিন দত্ত সাহেব সন্ধ্যার সময় অশ্বারোহণে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে

কুমারী জ্ঞানদার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনিও অশ্বারূঢ়া,—সান্ধ্য-সমীরণ-সেবনে বহির্গতা। উভয়ে নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতে করিতে, প্রান্তরাভিমুখে মৃদুকদমে অশ্বারোহণে চলিলেন। চতুরার অশ্ব সহসা সম্মুখে যেন কি একটা কি দেখিয়া লাফাইয়া উঠিল, অমনি সুন্দরী কৌশলে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হইলেন এবং যেন কতই গুরুতর আঘাত পাইয়াছেন, এইরূপ ছলনা করিয়া, রাস্তার উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

সরলপ্রকৃতি দত্ত সাহেব চটুলা কুমারীর এ কৌশল বুঝিতে পারিলেন না। সভয়ে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে সত্বর অবতরণ পূর্ব্বক, মূর্চ্ছিতা সুন্দরীকে, স্বকীয় বাহুবেষ্টনের মধ্যে তুলিয়া লইয়া, তাহার চৈতন্য সঞ্চারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে অধিকক্ষণ উৎকণ্ঠা ভোগ করিতে হইল না—অনতিবিলম্বেই সুলোচনা চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন এবং বিষণ্ণবদনে মৃদু হাসিয়া, অস্ফুটস্বরে দত্ত সাহেবকে তাঁহার এই সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। কুমারীর চৈতন্য সঞ্চার হওয়াতে, দত্ত সাহেব আনন্দিত হইলেন - তাঁহার সে আনন্দপ্রবাহ—তাঁহার চোখে, মুখে, গণ্ডে ফুটিয়া বাহির হইল।

মুহূর্ত্তের জন্য দত্তসাহেবের হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল—মুহূর্ত্তের জন্য তিনি মোহিনীর মোহজালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। জ্ঞানসঞ্চারের পরও কুমারী তাঁহার আলিঙ্গনপাশে বেশ সুস্থিরভাবে রহিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে, নির্জ্জন প্রান্তরে, তাঁহার মত যুবকের কোলে পড়িয়া থাকিতেও যখন কুমারীর কোন প্রকার হৃদয়বিকার বা লজ্জা

সরম হইল না, তখন দত্ত সাহেব বুঝিলেন, অশ্ব হইতে পতন প্রভৃতি তাঁহার ছলনা মাত্র—এ সমস্তই কূটকৌশলময়ী রমণীর মোহময় বিস্তৃত বাগুড়া।

এইরূপ আরও দুই তিনটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় তাঁহার সন্দেহ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইল। তাহার প্রতি তাঁহার যে ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল,—তাহার স্থানে ঘৃণা বিদ্বেষ আসিয়া দাঁড়াইল। ইহার পর হইতে যখনই জ্ঞানদার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইত, তিনি শিষ্টাচারের বশীভূত হইয়া, কথা কহিতেন বটে—কিন্তু সে কথাবার্ত্তা বড়ই সংক্ষিপ্ত—সে আলাপ বড়ই প্রাণশূন্য!

জ্ঞানদাও শীঘ্রই তাঁহার এ ভাবান্তর লক্ষ্য করিল। সেই ঘটনার পর ছয়মাস অতীত হইয়াছে, ইহার মধ্যে সুন্দরী নানা কৌশলে, ব্যারিষ্টার সাহেবের বিশ্বাসভাগিনী হইতে প্রয়াস পাইয়াছে—নানা উপায়ে তাঁহার চিত্তরঞ্জন করিয়া, তাঁহাকে তাহার রূপের আবর্ত্তে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু প্রতি পদক্ষেপেই বিফলমনোরথ হওয়াতে, অবশেষ এক অতি ভয়ঙ্কর, অতি সাহসী ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছে,—তাহার বিষম পরিণাম আমরা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ সমূহে বর্ণন করিতে চেষ্টা করিব

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

করোনারের বিচার।

করোনার সাহেবের বিচার-কক্ষ আজি লোকে লোকারণ্য। উৎকণ্ঠাকুল নরনারীতে আজি বিচারগৃহ পরিপূর্ণ।

আজি কয়েক দিন হইতে লোকে শুনিতেছিল, রায় সাহেবের কন্যা সহসা কোথায় নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে। চারি দিনের পর প্রাতঃকালে সকলে শুনিল, নিরুদ্দিষ্টা কুমারীর মৃতদেহ নদী-পুলিনে পাওয়া গিয়াছে। তাহার শরীরের চারিস্থানে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন। কেহ তাহাকে খুন করিয়া, নদীগর্ভে ফেলিয়া দিয়াছিল। উক্ত সংবাদ সহরময় রাষ্ট্র হইবার অব্যবহিত পরেই, পুনরায় সকলে শুনিল, হত্যাকারী ধরা পড়িয়াছে। যখন সকলে জ্ঞাত হইল, সেই হত্যাকারী প্রতিভাশালী নবীন ব্যারিষ্টার দত্ত সাহেব,—তখন আর সকলের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। দত্ত সাহেবের মত সুশিক্ষিত ধনী সন্তান নরহত্যা করিয়াছে? আশ্চর্য্যঘটনা—সকলে দলে দলে হত্যারহস্যের নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য আদালত-গৃহে সমবেত হইল।

যথাসময়ে করোনার সাহেব এবং ছয়জন জুরি আসিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার সম্মুখে অদূরে একটী টেবিলের উপর শুভ্র বসনাচ্ছাদিত সুন্দরী যুবতীর শবদেহ শায়িত। করোনার সাহেব সে দিকে একবার দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া কহিলেন, "আসামীকে আদালতে হাজির কর।"

পার্শ্ববর্ত্তী দ্বারমুক্ত হইল। রক্ষিপরিবৃত দত্ত সাহেব বিচার-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে হাতকড়া! তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া, অনেক রমণীর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল—অনেকে ফুঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

জজ সাহেব আসামীকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। তাহার পর বি, কে, রায়ের ডাক পড়িল। রায় সাহেব আদালত কক্ষেই উপস্থিত ছিলেন। অভিবাদন পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া, কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান হইলেন। আদালতের আদেশে বাইবেল গ্রহণ করিয়া, তিনি যথারীতি শপথ করিলেন। তাহার পর জজ কহিলেন, "মিষ্টার রায়! এই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে তোমার যাহা জানা আছে, জুরিদিগের সম্মুখে বর্ণন কর।"

মিষ্টার রায় মৃত যুবতীর পিতা। তিনি রুমালে চক্ষু মুছিয়া বিষণ্ণকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "ঐ মৃতদেহই আমার কন্যা জ্ঞানদার। আমি ১৬ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার সময় তাহাকে শেষ জীবিত দেখিয়াছি। আমি হলে দাঁড়াইয়া ছিলাম। কুমারী শুভ্র বসন পরিয়া, আমার সম্মুখ দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, আমি তাহাকে সে সময়ে একাকী বাটীর বাহির হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তরে জ্ঞানদা কহিল, 'সন্ধ্যার পর পুলের উপর দত্ত সাহেবের সহিত আমার সাক্ষাৎ করিবার কথা আছে—তাই যাইতেছি।' আমি আর কোন আপত্তি করিলাম না। কারণ প্রণয়ীযুগলের এরূপ সান্ধ্যমিলন অসম্ভাবিত বা নূতন ঘটনা নয়। সেই আমার সহিত তাহার শেষ সাক্ষাৎ,—সেই আমার সহিত তাহার শেষ কথা।"

জজ কহিলেন, "মৃতদেহ দেখিয়া জুরিদিগকে বল, ঐ তোমার কুমারীর মৃতদেহ কি না?"

মৃতদেহের মুখাবরণ উন্মুক্ত হইল। দত্ত সাহেব এতক্ষণ স্থির শান্তভাবে উপবিষ্ট ছিলেন। এইবার গাত্রোত্থান করিয়া, মৃতদেহের নিকটবর্ত্তী হইয়া, একদৃষ্টে তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার মুখভাব উদ্বেগপূর্ণ হইয়া উঠিল। সহসা তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল হইল এবং অধরোষ্ঠ মৃদু হাস্যে রঞ্জিত হইল। তিনি ধীরে ধীরে নিজের আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন।

মিষ্টার রায় মৃতদেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, শপথ পূর্ব্বক বলিলেন, "হাঁ, এই আমার কুমারী জ্ঞানদার মৃতদেহ। এই স্থলে আমি একটী গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আদালত অনুমতি দিলে, আমি বাধিত হইব!"

জজ। যদি উপস্থিত হত্যাকাণ্ডের সহিত তাহার কোন সংশ্রব থাকে, আদালত শুনিতে পারে।

রায়। খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। অভিযুক্ত নরেন্দ্র কৃষ্ণ দত্তের পিতা সুরেন্দ্র কৃষ্ণ দত্ত যে, পিতৃমাতৃহীনা এক সুন্দরী কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, এ ঘটনা বোধ হয়, ধরমপুরের খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিমাত্রেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবে। সকলেই জানিত, উক্ত কামিনীর সংসারে আর কোন আত্মীয় বন্ধু নাই। সে কথা কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য নহে। তাহার এক উচ্ছৃঙ্খল মদ্যপ সহোদর ছিল। সে সময়ে তাহার স্বভাব চরিত্র নানা কারণে নিন্দিত থাকায়, কামিনী

তাহাকে লোকের নিকট সহোদর বলিয়া পরিচয় দিতেও ঘৃণা বোধ করিতেন। বিবাহের পরে কিন্তু তিনি সে বিষয় স্বামীর নিকট প্রকাশ করেন। সুরেন্দ্র কৃষ্ণ সেই মদ্যপ শ্যালককে সংসারে গ্রহণ করিলেও এবং অনেক সময়ে অনেক বিষয়ে তাহার সাহায্য করিলেও, তাহাকে পত্নীর সহোদর বলিয়া লোকের নিকট পরিচিত করিতেন না। তিনি বলিতেন, এত দিন যখন ও সম্বন্ধটা লোকে জানে না, তখন এখন আর প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা নাই। সে আজ অনেক দিনের কথা—তাহার পর সেই সহোদরের জীবনে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। পিতা মাতার মৃত্যুর পর নরেন্দ্রও অনেক কাগজ পত্রে মাতুলের পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে আত্মীয় বলিয়া স্বীকার করিলেও, লোকসমাজে তাঁহার সহিত উক্ত আত্মীয়-তার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন। তিনিও তাঁহার পিতার ন্যায় সম্বন্ধটা গোপনে গোপনে রাখিতে পরামর্শ দেন। আমিই সুরেন্দ্র কৃষ্ণ দত্তের পত্নীর সেই উচ্ছৃঙ্খল সহোদর, নরেন্দ্র কৃষ্ণ দত্তের মাতুল। নরেন্দ্র জ্ঞানদা মামাত পিসিতত ভাই ভগ্নী।”

নরেন্দ্র আর নীরবে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বদ্ধহস্ত আকাশ পানে তুলিয়া উচ্চ্যকণ্ঠে কহিলেন, “যাঁহারা যাঁহারা আমার কথা শুনিতে পাইবেন, শুনুন—আমি ঈশ্বরকে সাক্ষ্য করিয়া, মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, রায় সাহেবের গল্পের একটী বর্ণও সত্য নহে—উহা ভয়ঙ্কর মিথ্যা!”

জজ সাহেব কহিলেন, “যখন উপস্থিত মোকদ্দমার সহিত

উক্ত ঘটনার কোন সংশ্রব নাই—তখন তাঁহার উদ্বিগ্ন হইবার কারণ দেখি না।”

তাহার পর দুইজন ডাক্তারের ডাক হইল। মৃত্যুর কারণ, কত ঘণ্টা পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছে প্রভৃতি বিষয় বিবৃত করিয়া, তাঁহারা প্রস্থান করিলেন। তাহার পর আদালতের আহ্বানে মিষ্টার হেক্টর সাহেব সাক্ষীর কাঠগড়ায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। এ সাহেবটী প্রায় সকল লোকেরই অপরিচিত—ধরমপুরে পূর্ব্বে কেহ কখনও তাঁহাকে দেখিয়াছে বলিয়া স্মরণ করিতে পারিল না। তিনি যথাবিধি শপথ গ্রহণ করিয়া কহিলেন, “১৬ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার পর আসামীর সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। আমি পুল পার হইয়া আসিতেছিলাম, তিনি পুলের উপর দাঁড়াইয়া, একটী যুবতীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। সেই যুবতীর এবং এই মৃতদেহের পরিধানে যে পরিচ্ছদ রহিয়াছে, তাহা একই বলিয়া আমার ধারণা।”

একজন জুরি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তখন রাত্রি কত?”

হেক্টর। আটটা বাজিতে ছয় মিনিট বিলম্ব ছিল।

জুরি। আসামী এবং যুবতী যখন পুলের উপর তখন তুমি কোথায়?

হেক্টর। আমিও পুলের উপর—তাহাদের পাশ দিয়া সহরের মধ্যে আসিতেছিলাম।

জুরি। যুবতীর সহিত যে লোকটী কথা কহিতেছিল, সেই যে, এই অভিযুক্ত ব্যক্তি কেমন করিয়া চিনিলে?

হেক্টর। পরিষ্কার চাঁদনি রাত—আমি তাহাদের একরূপ

গা ঘেঁসিয়াই আসিয়াছিলাম, সুতরাং আমার ভ্রম হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

জুরি। তখন যে রাত্রি আটটা বাজিতে ছয় মিনিট, কি প্রকারে জানিলে?

হেক্টর। সাড়ে আটটার সময় একটী লোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ করিবার কথা, উক্ত সময়ের মধ্যে তাহার নিকট উপস্থিত হইতে পারিব কি না দেখিবার জন্য, আমি পুলের উপর আসিয়াই আমার ঘড়ি খুলিয়া দেখিয়াছিলাম। সেই জন্য সময়টা কত বলিতে পারিলাম।

জুরি। আচ্ছা—তাহার পর বলিয়া যাও।

হেক্টর। যতক্ষণ আমি পুল বা সাঁকোর উপর ছিলাম, ততক্ষণ কাহারও কথা শুনিতে পাই নাই। সম্ভবতঃ আমাকে আসিতে দেখিয়া তাহারা নীরব হইয়াছিল। আমি তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া, কয়েকপদ অগ্রসর হইবার পর, যুবতীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। যুবতী বলিল, 'এ যাবৎ বরাবর তুমি আমার সহিত বিশ্বাসহীনতার সহিত ব্যবহার করিয়া আসিতেছ—এতদিনের পর এখন আমার সহিত বিবাহ-প্রস্তাব ভাঙ্গিয়া দিয়া, আমাকে ভাসাইয়া দিতে চাহিতেছ।' পুরুষ চীৎকার করিয়া উত্তেজিতস্বরে কহিল, 'আমি তোমাকে আমাদের বিবাহ—সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিতে বাধ্য করিব। আজিই এ বিষয়ের একটা মীমাংসা হওয়া দরকার!' প্রত্যুত্তরে যুবতী কহিল, "কেমন করিয়া বাধ্য করিবে? বাধ্য করিলেই কি হইল?" এই কথা শুনিয়া, আমি একটা বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইলাম। বিশেষ যে আমার

কোন কৌতূহল ছিল, তাহা নহে। এরূপ ক্ষেত্রে বিবাদ উপস্থিত হইলে, যদি কোনরূপে সেই নির্জ্জন স্থানে অরক্ষিতা যুবতীকে রক্ষা করিতে পারি, এই ভাবিয়া আমি দাঁড়াইয়া গেলাম। সে স্থান হইতে আমি তাহাদের সব কথা স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম না কিন্তু চন্দ্রালোকে যুবককে হস্ত উত্তোলন করিতে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। যুবক চীৎকার করিয়া বলিল, 'দুষ্টা আমি তোকে নদী জলে নিক্ষেপ করিবে—তদ্ভিন্ন আমার আর উপয়ান্তর নাই দেখিতেছি।' সঙ্গে সঙ্গে যুবকের হাত কয়েক বার ঊর্দ্ধে উঠিল এবং নিম্নে পড়িল। যুবকের হস্তে কোন অস্ত্র ছিল কি না আমি ঠিক বলিতে পারি না। যুবতীকে তাহার পদতলে পড়িতে দেখিয়া, আমি বৃক্ষের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া, তাহাদিগের নিকট ছুটিয়া যাইব ভাবিতেছি, এমন সময়ে দেখি না যুবক রমণীকে দুই হস্তে উত্তোলন করিয়া, নদীগর্ভে ফেলিয়া দিবার জন্য পুলের ধারে যাইবা মাত্র, রেলিং ভাঙ্গিয়া উভয়েই সশব্দে নদীগর্ভে পড়িয়া গেল। আমি সেই স্থানে ছুটিয়া যাইলাম কিন্তু উভয়ের কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। ভাবিলাম নদীর খরস্রোতে ভাসিয়া গিয়া থাকিবে। আমার বিশেষ প্রয়োজন থাকাতে, আমি আর তথায় অধিকক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া, আমার গন্তব্য স্থানে চলিয়া গিয়াছিলাম।

হেক্টর সাহেবের এজাহার শুনিয়া, দত্ত সাহেবের হিতৈষী বন্ধুবান্ধবের অনেকেরই মুখ শুকাইয়া গেল। অনেকেই তাঁহার মুখের দিকে সন্দেহপূর্ণনেত্রে চাহিল। তিনি কিন্তু সেই স্থির শান্ত সেইএকই ভাবে উপবিষ্ট।

তাহার পর আরও কয়েক জন সাক্ষীর তলপ হইল। তাহাদের মধ্যে একজন আদালত কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিল, "আমি রাত্রি নয়টার পর সাঁকোর উপর দিয়া যাইবার সময়, উহার এক ধারের রেলিং ভাঙ্গা দেখিয়াছিলাম, সাঁকোর উপর কোন রক্তের দাগ ছিল কি না, আমি লক্ষ্য করি নাই।"

সাক্ষীগণের এজাহার শুনিয়া, জজসাহেব আসামীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "মিষ্টার দত্ত! আপনার অনুকূলে কিছু বলিবার আছে কি?"

দত্ত সাহেব ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া, শান্তস্বরে কহিলেন, "উপস্থিত আমার বলিবার কিছু নাই। তবে এই মাত্র বলিতেছি,—সম্মুখে ঐ যাঁহার মৃতদেহ পতিত রহিয়াছে, উনি যিনিই হউন--আমার হস্তে তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। ঈশ্বরকে সাক্ষ্য করিয়া, আমি সর্ব্বসমক্ষে বলিতেছি, আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ। এক্ষণে আমি আর অধিক বলিব না।"

আসামীর কথা শুনিয়া অনেকেরই হৃদয় আশ্বাসিত হইল। বিচারক মহাশয় জুরিগণকে মোকদ্দমার বিষয় বুঝাইয়া দিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে আদালত—কক্ষে জনতার মধ্যে একটা কোলাহল এবং ভয়ঙ্কর ঠেলাঠেলি আরম্ভ হইল। সকলে ব্যাপার জানিবার জন্য সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, একটা ভবঘুরে নামজাদা মাতাল উভয় হস্তে লোক—তরঙ্গ ঠেলিতে, ঠেলিতে বিচারকের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

মাতালটার নাম কি, কেহ জানিত না। তাহার উপাধি

পালিত। সকলে তাহাকে মিষ্টার পালিত বা পালিত সাহেব বলিয়া ডাকিত। ধরমপুরে তাহাকে সকলেই চিনিত।

মাতালটা আদালতে উপস্থিত হইলে, করোনার সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিষ্টার পালিত, তুমি এখানে কেন?"

পালিত সাহেব অভিবাদন করিয়া, একবার চতুর্দ্দিকের জনসঙ্ঘের দিকে চাহিয়া কহিল, "হুজুর! এখানে এত লোক কেন? হইয়াছে কি?"

প্রহরীরা অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা করিয়া, তাহাকে বহির্ভূত করিতে উদ্যত হইল, বিচারক তাহাদিগকে বাধা দিয়া কহিলেন, "উহাকে তাড়াইও না। সম্ভবতঃ উহার কিছু বলিবার আছে।" তাহার পর, ব্যাপারখানা কি, বিবৃত করিয়া মাতালটাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ সম্বন্ধে কিছু জান কি?"

মদ্যপ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিল, "ধর্ম্মাবতার আপনি বলিতেছেন দত্ত সাহেব ১৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে এই কুমারী জ্ঞানদাকে হত্যা করিয়াছেন। তাহা হইলে, সে আজ চার দিন হইল?"

জজ। হাঁ, তাহা হইল বৈ কি!

পালিত। উক্ত তারিখের পরে যে, তিনি জ্ঞানদাকে হত্যা করেন নাই, তাহার প্রমাণ আপনি বেশ পাইয়াছেন?

জজ এবং জুরিগণ বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। জজ সাহেব তাহাকে বাহির করিয়া দিবার জন্য হুকুম দিতে যাইতেছিলেন, পালিত তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল, "ধর্ম্মাবতার! এত ব্যস্ত হইবেন না। আমার প্রশ্নের উত্তর দিন, তাহার পর যাহা শুনিবেন, তাহাতে আপনার মাথা ঘুরিয়া যাইবে।"

জজ। ভাল, তোমার কি বলিবার আছে বল? যদি মিষ্টার দত্ত সেই তারিখে জ্ঞানদাকে হত্যা করিয়া না থাকে, তাঁহার দ্বারা উক্ত হত্যা-কার্য্য আদৌ সম্পাদিত হয় নাই।

পালিত। আমাকে যথারীতি শপথ গ্রহণ করিতে দিন। আমি আদালতে শপথ করিয়া, যাহা জানি বলিব।

কর্ম্মচারী পালিত সাহেবকে যথানিয়মে শপথ পাঠ করাইলেন। তখন মদ্যপ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "যে তারিখে জ্ঞানদা খুন হইয়াছে, সে তাহা হইলে ১৬ই সেপ্টেম্বর?"

জজ। নিশ্চয়।

পালিত। ধর্ম্মাবতার! আমি ঈশ্বর সাক্ষ্য করিয়া, সর্ব্ব-সমক্ষে বলিতেছি, আমি কুমারী জ্ঞানদাকে উত্তমরূপে চিনি। ঐ মৃতদেহ যাহার পতিত, উহা যদি প্রকৃতই জ্ঞানদার হয়, তবে সে কাল প্রাতঃকালে খুন হইয়াছে। আমি কাল প্রত্যূষে তাহাকে তাহার পিতার সহিত কথা কহিতে দেখিয়াছি।

মদ্যপ পালিতের এই কথায় জজ, জুরি এবং জনতার প্রত্যেক লোক চমকিয়া উঠিল,—আসামী দত্ত সাহেব কেবল অবিচলিত, স্থির শান্ত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পালিতের বিপদ।

বহুকষ্টে বিচারক রক্ষিবর্গের সাহার্য্যে আদালতে শান্তি-সংস্থাপন করিলেন! জুরিগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন। রায় সাহেব কুপিত হইয়া, আদালতকে সম্বোধন পূর্ব্বক—চীৎকার করিয়া কহিলেন, "সম্পূর্ণ মিথ্যা—উহার কথা আদৌ বিশ্বাস যোগ্য নয়।"

জজ সাহেব পালিতকে কহিলেন, "মিষ্টার পালিত! তুমি নেশার ঝোঁকে ও কি বলিতেছ? তোমার মস্তিষ্কের ঠিক নাই!"

পালিত সাহেব কহিল, "ধর্ম্মাবতার! সত্য কথা বলিতে দোষ নাই—সকালে উঠিয়া কয়েক গ্লাস মদ্যপান করিয়াছি কিন্তু আমি নেশার ঝোঁকে কোন অসম্বন্ধ কথা বলি নাই। যাহা বলিলাম, সমস্তই সত্য। এবং কাল সকালে যখন জ্ঞানদাকে তাহার পিতার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে দেখিয়াছিলাম, তখন আমি মাতাল ছিলাম না।"

একজন জুরি গাত্রোত্থান করিয়া কহিল, "ধর্ম্মাবতার! মিষ্টার পালিত যে, ঘোর মাতাল এবং তাহার মস্তিষ্কের যে, ঠিক নাই একথা ধরমপুরের আবালবৃদ্ধ বনিতা কাহারও অবিদিত নাই। আসামী দত্ত সাহেব একদা উক্ত পালিতের যে প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাও সকলে অবগত আছে। দত্ত সাহেব

অনেক সময় উক্ত মদ্যপকে অনেক বিষয়ে সাহায্য করিয়া থাকেন, এরূপ ক্ষেত্রে মিষ্টার পালিত যে, কৃতজ্ঞতাবশে অথবা অন্য কোন কারণে তাঁহার অনুকূলে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে আসিবে, ইহা আর কিছু বিচিত্র নয়।"

এই সময়ে পালিত বাধা দিয়া কহিল, "ধর্ম্মাবতার! আমি বিকৃতমস্তিষ্ক বা পাগল নহি। এ কথা যাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইতেছে, তিনি আদালতে দাঁড়াইয়া মিথ্যা কথা বলিতেছেন।"

জুরি মহাশয় পালিতের উক্ত কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন, "একটা মাতাল এবং পাগলের কথায় কর্ণপাত করিয়া, আদালতের সময় নষ্ট করা কর্ত্তব্য নয়। উহার একটী কথাও যে সত্য নয় এবং তাহাতে যে আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায় না, তাহা আমরা সহজেই প্রমাণ করিতে পারিব। যে রাত্রে জ্ঞানদা খুন হইয়াছে, সেই রাত্রে তাহাকে আসামীর সহিত পুলের উপর দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। হেক্টর সাহেব স্বচক্ষে সেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইতে দেখিয়াছিল। অপর সাক্ষীর এজেহারে হেক্টর সাহেবের এজাহার যে সত্য, তাহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে,—কারণ সে ব্যক্তি হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরে, সাঁকো পার হইবার সময়, সাঁকোর রেলিং ভগ্নাবস্থায় দেখিয়াছে। তাহার পর ডাক্তারী পরীক্ষায় উক্ত লাস যে ৩।৪ দিনের মড়া, তাহা প্রমাণ হইতেছে, এবং লাসের সনাক্ত সম্বন্ধেও কোন গোলযোগ নাই, এরূপ ক্ষেত্রে একটা দেশজনিত ভবঘুরে মাতালের এজাহার গ্রাহ্য হইতে পারে না। উহার এজেহার আদালতের কাগজ-পত্রেও রাখিবার আবশ্যকতা নাই!"

জজ সাহেব জুরির আপত্তিতে আপত্তি তুলিয়া কহিলেন, "সাক্ষীর এজাহারে আমারও বিশ্বাস নাই কিন্তু উহার জবানবন্দী কাগজ-পত্রে না তুলিবার কারণ আমি দেখিতে পাই না। তবে জুরি মহাশয়েরা উহার জবানবন্দীতে যতটুকু বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয় করিবেন। এক্ষণে পালিতের প্রতি আমার কয়েকটী বক্তব্য আছে। মিষ্টার পালিত! তোমার জবানবন্দীতে কাহারও বিশ্বাস নাই। তোমার স্বভাব-চরিত্র এবং দুর্নামের জন্য কেহ তোমার বাক্যে আস্থা স্থাপন করিতে সাহস করিবে না। দশ বার জন বিশিষ্ট ভদ্র সাক্ষীর এজাহারে যাহা প্রতিপাদন হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে তোমার ও অসার আজগুবি গল্প সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়াই লোকের মনে ধারণা জন্মিয়াছে। আমি তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি, তুমি যাহা বলিয়াছ—প্রত্যাহার কর, নচেৎ তোমার এজাহার আমি আদালতের কাগজ-পত্রে লিখিতে বাধ্য হইব। তাহার পরিণাম তোমার পক্ষে যে, অতি ভয়ঙ্কর হইবে, তাহা তোমার বিবেচনা করিয়া সাবধান হওয়াই উচিৎ।"

পালিত কহিল, "হুজুর! আমি যথেষ্ট সাবধান হইয়া কথাবর্ত্তা কহিতেছি। এক্ষণে আমি কখন এবং কোথায় জ্ঞানদকে দেখিয়াছি, শুনিবেন কি?"

জজ। বলিয়া যাও।

পালিত। ধর্ম্মাবতার! সকল দিন আমার আহার জোটে না। আমি রাত্রিকালে বনের মধ্যে ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়া আসি, তাহাতে পাখী বা অন্য জানোয়ার পড়িয়া থাকে, প্রাতঃকালে উঠিয়া, তাহার মাংসে আমি আহার-কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকি।

কাল অতি প্রত্যুষে আমি বনের দিকে যাইতেছিলাম, এমন সময়ে পশ্চাতে অশ্বের পদশব্দ শুনিয়া, আমি একটা ঝোঁপের অন্তরালে অবস্থিত হইলাম। অল্পক্ষণ পরেই আমার পাশ দিয়া, একজন অশ্বারোহী অশ্বারোহণে দ্রুত চলিয়া গেলেন। সেই উষার আলোক-আঁধারের মধ্যেও আমি অশ্বারোহীকে বেশ চিনিতে পারিলাম।

জজ। কে সে অশ্বারোহী?

পালিত! মিষ্টার রায়—ঐ যিনি ওখানে বসিয়া রহিয়াছেন।

এই বলিয়া পালিত জ্ঞানদার পিতা রায় সাহেবকে দেখাইয়া দিল। তাহার পর কহিল, "মিষ্টার রায় আমার পাশ দিয়া, বেশ প্রফুল্ল অন্তরে গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার যে, কন্যা হারাইয়াছে এবং সম্ভবতঃ জলে ডুবিয়া মরিয়াছে, এ সংবাদ আমি জানিতাম। আমি পাগল এবং মাতাল হইলেও আমার মাথার ঠিক না থাকিলেও—আমার যে জ্ঞান ছিল, তাহাতে এই ঘটনাটীকে আমার কেমন অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল। কাল যাঁহার কন্যা মরিয়াছে, আজ তাঁহার মুখে ওরূপ সঙ্গীত আমার ভাল বোধ হইল না। রায় সাহেব দেশের মধ্যে একজন গণ্য মান্য বড়লোক হইলেও, আমার মনে কেমন একটা সন্দেহ জন্মিল। আর সে সন্দেহ করিবার যে, যথেষ্ট কারণ আছে, তাহা তিনি বোধ হয়, কখনও স্বপ্নে ভাবিয়া দেখেন নাই। সে যাহা হউক, রায় সাহেব বরাবর নদীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, আমিও বরাবর তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। অবশেষে নদীতীরে উপস্থিত হইয়া, তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ

করিলেন এবং পকেট হইতে একখানা সাদা রুমাল বাহির করিয়া, আন্দোলিত করিতে লাগিলেন। প্রায় দশ মিনিট পরে একখানা নৌকা তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। নৌকার উপর দুইটীমাত্র আরোহী। তন্মধ্যে একজন পুরুষ, অপর স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোক কুমারী জ্ঞানদা। তখন বেশ ফর্শা হইয়াছিল, আমি পিতা পুত্রীকে উত্তমরূপে চিনিতে পারিয়াছিলাম। আমি শপথ সহকারে বলিতেছি, আমার কোন ভুল হয় নাই—যাহা বলিলাম, সমস্তই সত্য!"

জজ। তুমি বলিলে না জ্ঞানদার সহিত একটী পুরুষ ছিল, কে সে? তাহাকে কি তুমি চেন না?

পালিত। না। তাহাকে আমি চিনি না—পূর্ব্বেও কখনও দেখি নাই কিন্তু তাহার পর দেখিয়াছি।

জজ। কোথায়? কখন?

পালিত। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে—এই আদালতের মধ্যেই।

জজ। এখনও কি সে লোকটী এখানে উপস্থিত আছে?

পালিত। আছে।

জজ। কৈ, কে? তাহাকে দেখাইয়া দাও।

"ঐ লোকটী!" বলিয়া, পালিত হেক্টর সাহেবকে দেখাইয়া দিল।

মাতাল পালিতের বাক্যে আদালত শুদ্ধ সমস্ত লোক চমকিয়া উঠিল। মিষ্টার হেক্টর ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক, জজ সাহেবকে সম্বোধন করিয়া অবিচলিতস্বরে কহিল, ধর্ম্মাবতার! আমি এই লোকটার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি। লোকটা হয় পাগল, নয় পেশাদার সাক্ষী। আপনার

সম্মুখে কুমারী জ্ঞানদার মৃতদেহ পতিত রহিয়াছে—আরও লোকটা কি না বলিতেছে—আমাকে তাহার সহিত কাল প্রাতঃকালে নৌকার উপর দেখিয়াছে! ধর্ম্মাবতার আমি সাক্ষ্য দিতে আসিয়া বড়ই বিপদে পড়িয়াছি। এই পাগলটার এজাহার যে পর্য্যন্ত না সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণ করিতে পারি, আমি সে পর্য্যন্ত উপযুক্ত জামিন দিতে প্রস্তুত আছি। লোকটা ভাড়া করা সাক্ষী—আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছে—আমি উহার বিরুদ্ধে এই মুহূর্ত্তে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের জন্য অভিযোগ আনয়ন করিতেছি, উহাকে যেন আটক করা হয়।"

জজ সাহেবের আদেশে পাহারাদার পালিতকে আটক করিল! তাহার পর জজ সাহেব জুরিদিগকে মোকদ্দমা বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহারা পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইত্যবসরে যথারীতি কাগজপত্র সহি হইলে, পালিত সাহেবকে গ্রেপ্তার করিয়া, হাজতে পাঠান হইল।

অত্যল্পকাল মধ্যে জুরিগণ ফিরিয়া আসিয়া, নিম্নলিখিত রায় প্রকাশ করিলেন :——

"১৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রি আটটা হইতে নয়টার মধ্যে জ্ঞানদা বিবি ব্যারিষ্টার এন, কে, দত্ত কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। দত্ত সাহেব লাস নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।"

রায় প্রকাশের পর জনতা কমিতে লাগিল! কেবল দুই চারিজন বিশিষ্ট বন্ধু এবং আত্মীয় দত্ত সাহেবের নিকট রহিল। এমিলার পিতা মাতা আদালতে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা তাঁহার অপরাধে বিশ্বাস করেন নাই। এমিলার

পিতা হাণ্টার সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার একজন উকিল নিযুক্ত করা উচিৎ ছিল।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "এখন কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। বিচারের দিন উপযুক্ত ব্যারিষ্টার দিলেই চলিবে।"

রক্ষিগণ তাঁহাকে হাজতে লইয়া চলিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

১৬ই সেপ্টেম্বর।

১৬ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে দুইটী যুবক যুবতী একটী বাগিচার ফটকের নিকট দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছে। যুবক ব্যারিষ্টার দত্ত সাহেব, যুবতী তাঁহার ভাবী পত্নী-প্রণয়িনী সুন্দরী এমিলা।

এমিলার পিতা যে বাটীতে বাস করেন, তাহার পার্শ্বেই কতকটা প্রাচীরবেষ্টিত জমিতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃক্ষ এবং শোভন লতা গুল্ম। অট্টালিকা সংলগ্ন ঐ উদ্যান বা বাগিচার তরুচ্ছায়াচ্ছাদিত মুক্ত ফটকে দাঁড়াইয়া, বিবাহপণে আবদ্ধা যুবক-যুবতী বিবিধ বিষয়ের আলাপ করিতেছিল।

কুসুমসুরভিত সান্ধ্যসমীরণ সেবন করিতে করিতে যুবক প্রাতি-ভরে যুবতীর চিবুক ধরিয়া কহিতেছেন, "যে দিন আমি আমার বন্ধু-বান্ধবকে এই মহার্ঘ্য রত্ন আমার পত্নীরূপে দেখাইতে পারিব, সে দিন আমার জীবনের কি সুখের দিন বল দেখি এমিলা?"

আনন্দে এমিলার কোমল গণ্ডদ্বয় আরক্তিম হইয়া উঠিল। লজ্জাবনতবদনে ধীরে ধীরে কহিল, "আমিও যে দিন তোমার পত্নীরূপে তোমার সংসারে ঢুকিয়া, তোমার জীবনের সুখ দুঃখের ভার লইতে পারিব, সে দিন আমারও পক্ষে বড় কম শুভ দিন নয়।"

দত্ত সাহেব কি বলিতে যাইতেছিলেন। কিন্তু সহসা অদূরে অশ্বপদশব্দ: শুনিয়া, থামিয়া গেলেন এবং সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। অবিলম্বে শ্বেতাশ্বরূঢ়া শুভ্র-পরিচ্ছদধারিণী সুন্দরী এক তাঁহাদের নেত্রপথে পতিত হইল। সুন্দরী তাঁহাদের সন্নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র, অশ্ববল্গ সংযত করিয়া, দত্ত সাহেবকে ঈষন্নমিতমস্তকে অভিবাদন পূর্ব্বক করধৃত চাবুক-সঞ্চালনে তাঁহাকে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিতে আহ্বান করিলেন।

অশ্বারূঢ়া যুবতীকে দেখিবামাত্র, এমিলার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল,—তাহার কৃষ্ণতারক নীলোজ্জ্বল চঞ্চল চক্ষে এবং সুন্দর মুখখানির দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র,—তাহার মুখভাব অপ্রসন্ন এবং মলিন হইয়া উঠিল! দত্ত সাহেবও কিছু বিচলিত এবং তাঁহার ভাবে বোধ হইতে লাগিল, যেন তিনি কিছু অসন্তুষ্টও হইয়াছেন। তিনি মৃদুকণ্ঠে প্রণয়নীকে কহিলেন, "এ আপদ আবার কোথা হইতে আসিয়া জুটিল। তাহার কি আর কথা কহিবার লোক নাই?"

নারীসুলভ ঈর্ষা এবং আশঙ্কাবশে এমিলার হৃদয় বিচলিত হইলেও, তিনি কম্পিতকণ্ঠে জড়িতস্বরে, দত্ত সাহেবকে সুন্দরীর নিকট যাইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে তিনি অশ্বারূঢ়ার পার্শ্বে গমন করিলেন।

অশ্বারূঢ়া কুমারী জ্ঞানদা। জ্ঞানদার সহিত এমিলার আলাপ পরিচয় নাই। তবে উভয়ে উভয়কে চেনে এই মাত্র। দত্ত সাহেবের ইচ্ছাবশতই উভয়ের মধ্যে আলাপ পরিচয় হয় নাই।

দত্ত সাহেব জ্ঞানদার নিকটবর্ত্তী হইয়া, কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। এমিলা দূরে দাঁড়াইয়া, উভয়ের ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিতে লাগিল। জ্ঞানদার মত সুন্দরী চটুলা রমণী যে, তাঁহার সহিত অমন করিয়া, হাসিয়া হাসিয়া কথা কহে,—ইহা এমিলার আদৌ ইচ্ছা নয় কিন্তু কি করিবে, অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরে এ সময় তাহার কোন কথা বলা উচিৎ নহে। জ্ঞানদা অশ্বপৃষ্ঠে, কষাঘাত করিল। এমিলা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

দত্ত সাহেব বিমর্ষভাবে প্রণয়নীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অস্ফুটস্বরে তাঁহার মুখ হইতে উচ্চারিত হইল, "ঐ—স্ত্রীলোকটা আমার অদৃষ্টাকাশে একটা কুগ্রহ!"

এমিলা সহাস্যে তাঁহার হস্ত ধরিয়া কহিল, "শীঘ্রই আমি একটা মায়াদণ্ড পাইব, তাহা সঞ্চালন করিলে, আর কোন কু গ্রহের দৃষ্টি আমার নরেন্দ্রের উপর পড়িবে না। মায়াবিনীদের সাধ্য কি আমার নরেন্দ্রের ত্রিসীমায় যায়।"

অপরাপর দুই চারিটী কথাবার্ত্তার পর যুবক যুবতীর নিকট বিদায় চাহিলেন। যুবতী কহিলে, "তা যাও, কিন্তু সন্ধ্যার সময় আশা চাই! আমাকে সঙ্গে লইয়া গির্জ্জায় যাইবার কথা আছে, যেন ভুলিও না।"

যুবক কহিলেন, "নিশ্চয় আসিতাম কিন্তু আজ আর

আসিতে পারিব না। আজ রাত্রেই কোন একটা কষ্টকর কর্ত্তব্যের শেষ করিতে হইবে। আজ সন্ধ্যার পরই সকল গোলযোগের মীমাংসা করিব।"

এমিলা আর বাধা দিলেন না। দত্ত সাহেব গন্তব্য স্থানাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

*** *** ***

ঐ দিবস সন্ধ্যার পর, ভদ্রার উপরিস্থ সাঁকোর উপর দুইটী লোক দণ্ডায়মান। একটী পুরুষ, অপরা রমণী—যুবতী।

যুবতী হস্ত সঞ্চালন করিয়া সিংহীর ন্যায় গ্রীবা বাঁকাইয়া জিজ্ঞাসিল, "তাহা হইলে তুমি আর আমায় ভালবাস না?"

যুবক প্রশ্নকারিণীর মুখপ্রতি ঘৃণাব্যঞ্জক তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "কেন তুমি পুনঃ পুনঃ আমাকে ও কথাটা জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি ও কথার কোন উত্তর দিব না। আমার উত্তর তোমার সন্তোষজনক হইবে না!"

যুবতীর সুন্দর মুখখানি ক্রোধে এবং ঘৃণায় আরক্তিম হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—ইহার উত্তর দিতে ত কোন বাধা নাই! তুমি এমিলাকে ভালবাস কি না?"

যুবক আমাদের ব্যারিষ্টার দত্ত সাহেব। যুবতী জ্ঞানদা। দত্ত সাহেব অধীরভাবে কহিলেন, "আমি তোমার এ প্রশ্নেরও উত্তর দিব না। তুমি এখন বাড়ী যাইবে কি না বল? যদি যাও, চল তোমাকে রাখিয়া আসি।"

জ্ঞানদা। যখন বাড়ী যাইবার সময় হইবে, তোমায় বলিব। এখন তুমি আমার কথায় জবাব দিবে কি না বল?

দত্ত। তোমার কথায় জবাব দিতে পারি, কিন্তু যে প্রশ্নে আমার এবং অপর একজনের নাম জড়িত থাকিবে, তাহার কোন উত্তর দিব না।

জ্ঞানদা। অপর আর কে—এমিলা

দত্ত। মনে কর ভাই।

জ্ঞানদা। মনে করা করি আর কি! উভয়ের সম্বন্ধে আমার জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আছে। তোমাকে যাহা আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছি—তাহা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার বা অবসর তুমিই আমাকে দিয়াছ। নচেৎ আমি আমার কুমারী-জনোচিত মান-সম্ভ্রম ত্যাগ করিয়া, নিতান্ত লজ্জাহীনার ন্যায় তোমাকে ও প্রশ্নই বা করিতে আসিব কেন?

দত্ত। আমি তোমাকে কবে কি প্রকারে ও অধিকার বা অবসর দিয়াছি—বুঝিতে পারিলাম না। খুলিয়া বলিবে কি?

জ্ঞানদা। কবে দিয়াছ? ওঃ কি ভণ্ডামি! এত চাতুরী শিখিলে কোথায়?

দত্ত সাহেব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তাহার পর সংযতস্বরে কহিলেন, "কুমারী! তুমি আমার সহিত উপহাস করিতেছ, না তুমি পাগল হইয়াছ?"

জ্ঞানদা। পাগল ত তুমিই করিয়াছ। এখন আর তোমার কোন কথা মনে নাই। এমনি মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক তুমি!

দত্ত। কৈ, আমি একদিনও ত তোমার ভালবাসার জন্য লালায়িত হই না—এক দিনও ত তোমার মুখের দিকে অন্য

ভাবে চাহি নাই। তবে কেন ও কথা বলিতেছ? কেন আমার ভালবাসার দাবী করিতেছ?

জ্ঞানদা। দাবী করিব না—পাঁচিশ বার করিব। কাজে, কথায় ভালবাসা জানাইয়া, আমার হৃদয়টী অধিকার করিয়া লইলে—এখন বল কি না, আমি তোমার দিকে অন্যভাবে চাহি নাই। উঃ কি শঠতা তোমার! অবলা পাইয়া কি এমনি করিয়া, মজাইতে হয়! তাহার পর হঠাৎ একদিন শুনিলাম, অপরের সহিত তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে। আমা অপেক্ষা কোন্ গুণে সে গুণবতী? রূপে বল; ধনে বল, মানে বল, আমা অপেক্ষা শতগুণে সে নিকৃষ্টা। তুমি কি না আমাকে মজাইয়া, আমাকে বিবাহ করিবে বলিয়া, এখন অপরকে বিবাহ করিতে যাইতেছ? তোমার অসাধ্য কি আছে—তুমি শঠের শিরোমণি!

দত্ত সাহেব অধীর হইয়া উঠিলেন। রূঢ়স্বরে কহিলেন, "চটুলা! আমি আর তোমার কথা শুনিতে পারি না। আমি এ স্থানে আর এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইব না।"

জ্ঞানদা তাঁহার গমনে বাধা দিয়া কহিল, "আমার কথায় উত্তর না দিয়া যাইতে পারিবে না।"

যুবতীর ধৃষ্টতায় যুবকের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। বহুকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন, "তোমার সহিত আলাপ হইবার বহুপূর্ব্বে, এমিলার সহিত আমার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া আছে। ঐ নক্ষত্রখচিত আকাশতলে দাঁড়াইয়া, বিশ্বপিতার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি—আমি কখনও কোন দিন তোমার প্রণয়লাভের প্রত্যাশা করি নাই। তোমার

ভালবাসা পাইবার জন্য বা তোমাকে আমার প্রতি আসক্ত করিবার জন্য কোন দিন চেষ্টা করি নাই। কার্য্যে, বাক্যে বা দৃষ্টিতে কোন দিন তোমার প্রতি আমার প্রেমভাব জ্ঞাপন করি নাই। তুমি যদি আমাকে তোমার প্রতি আসক্ত, ভাবিয়া থাক, তুমি যারপর নাই প্রবঞ্চিত হইয়াছ। তোমার সহিত প্রথম আলাপ অবধি, বরং তোমার প্রতি আমার যেমন একটা বিরাগভাবই হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া আছে। আমি কোন দিনই তোমাকে ভালবাসি নাই—বরাবরই তোমাকে অন্তরে অন্তরে ঘৃণা করি। কেন তুমি আমায় জ্বালাতন করিতেছ? কেন বৃথা আমার প্রণয় লাভের চেষ্টা করিতেছ?—আমি কোনকালে তোমার প্রণয়প্রার্থী ছিলাম না—ভবিষ্যতেও হইব না। তুমি তোমার গন্তব্য পথে যাইতে পার।"

ভামিনী বিকট হাস্য করিয়া কহিল, "ভাল ব্যারিষ্টার সাহেব! তুমি প্রথম আলাপ হইতেই আমাকে মনে মনে ঘৃণা করিয়া আসিতেছ। এখন আসল কথাটা শোন, এমিলাকে ত্যাগ করিয়া, আমার নিকট ফিরিয়া আইস—মনের বিরাগভাব দূর করিয়া, আমাকে ভালবাস,—নচেৎ ইহার পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর হইবে। আমার নাম মাত্রে তোমার এবং এমিলার হৃদয় কাঁপিতে থাকিবে।"

ব্যারিষ্টার সাহেব কহিলেন, "জ্ঞানদা! তুমি বড় বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিলে। আমি স্পষ্ট কথায় তোমায় জবাব দিলাম, তবু তুমি আমাকে ছাড়িবে না! আজিই এ বিষয়ের একটা মীমাংসা হওয়া দরকার।"

এই সময়ে একজন লোক তাঁহাদের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া

গেল। লোকটী কোন কথা কহিল না, কেবল একবার উভয়ের মুখের দিকে চাহিলমাত্র।

জ্ঞানদা কহিল, "আমিও তাহাই চাই! আজিই ইহার একটা শেষ মীমাংসা করিয়া ফেলিব!"

দত্ত। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব?

জ্ঞানদা। স্বচ্ছন্দে।

দত্ত। তুমি যে ফাঁদ পাতিয়াছ, যে ষড়যন্ত্র করিয়া, আমাকে তোমার প্রতি ভালবাসিতে বাধ্য করিতে যাইতেছ, ইহার মধ্যে তোমার সাহায্যকারী আর কে কে আছে?

জ্ঞানদা। ষড়যন্ত্র আবার কি? কে তোমার ভালবাসা চায়? আমি আর তোমার ভালবাসার জন্য লালায়িত নহি। ঈর্ষা, বিদ্বেষ এবং ঘৃণায় সেস্থান অধিকার করিয়াছে। রমণীর ঘৃণার মত ভয়ঙ্কর পদার্থ জগতে আর দ্বিতীয় নাই!

দত্ত। আর একটী আছে।

জ্ঞানদা। কি?

দত্ত। তোমার মত স্ত্রীলোকের ভালবাসা!

এই কথা শুনিবামাত্র যুবতী ব্যাঘ্রীর মত তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া, তাঁহার দিকে অগ্রসর হইল। দত্ত সাহেব তাহার দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধটা চাপিয়া ধরিলেন। ধস্তাধস্তি করিতে করিতে উভয়ে পুলের রেলিংয়ের উপর আসিয়া পাড়লেন। সহসা রেলিংয়ের খানিকটা ভাঙ্গিয়া ভদ্রার জলে পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানদাও পড়িল।

পর মুহূর্ত্তে, "হায় করিলাম কি!" বলিয়া, দত্ত সাহেবও ভদ্রার তরঙ্গে লাফাইয়া পড়িলেন ও প্রবল স্রোতে সন্তরণ দিয়া চলিলেন।

দত্ত সাহেবের নদীগর্ভে ঝম্প দিবার অব্যবহিত পরেই, একজন লোক আসিয়া ভগ্নস্থানের নিকট দাঁড়াইল এবং কিয়ৎক্ষণ তরঙ্গবিভঙ্গচঞ্চলা খরস্রোতা ভদ্রার কাল জলের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, চলিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রমণীর ভালবাসা।

জ্ঞানদা খুন এবং লক্ষপতি খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার এন, কে, দত্ত আসামীরূপে ধৃত হওয়াতে, ধরমপুর পরগণায় একটা মহা হৈ চৈ আরম্ভ হইল। সকল স্থানেই ভাল মন্দ লোক আছে। ধরমপুরের কেহ বা দত্ত সাহেবের নির্দ্দোষিতায় বিশ্বাস করিল, কেহ বা হাত নাড়িয়া, মস্তক সঞ্চালন করিয়া কহিল, "লেখাপড়া যতই শিখুক, আর টাকা যতই থাকুক—এ ইংরাজের রাজত্ব—এখানে খুন করিয়া কাহারও নিস্তার নাই।"

অপর দলের অভিমত, এ মোকদ্দমা সর্ব্বৈব মিথ্যা! কতকগুলা বদ লোকে পরামর্শ করিয়া, ভিতরে ভিতরে একটা ষড়যন্ত্র আঁটিয়া, তাঁহাকে বিপন্ন করিয়াছে। তাঁহার মত সুশিক্ষিত, শান্তপ্রকৃতি, জনপ্রিয় লোকের পক্ষে নরহত্যা অসম্ভব ঘটনা। নরেন্দ্র কৃষ্ণ দত্তের বিপুল বিষয়—আদালতে প্রকাশ

রায় সাহেব তাঁহার মামা—নরেন্দ্র ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিলে, সে বিষয় সম্পত্তি অন্য উত্তরাধিকারীর অভাবে, তাঁহাতেই, বর্ত্তিবে, সুতরাং এরূপস্থলে মোকদ্দমাটা যে ষড়যন্ত্রমূলক, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।

ধরমপুরের যেখানে যাও, সেইখানেই ঐ কথা। সহর একবারে সরগরম। মাণিকগঞ্জের ত কথাই নাই।

এদিকে দত্ত সাহেবের গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইয়া, কুমারী এমিলা শোকে দুঃখে মুহ্যমানা। তাঁহার ফুল্লারবিন্দনিভ কোমল গণ্ডস্থল অশ্রুপ্লাবান পরিপ্লাবিত। কুমারী প্রণয়াস্পদের প্রতি আরোপিত দোষে আদৌ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। মোকদ্দমা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, তাহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

দত্ত সাহেব গ্রেপ্তার হইবার অব্যবহিত পরেই কুমারীর নিকট এক পত্র প্রেরণ করিলেন। অন্যান্য ঘটনা বিবৃত করিবার পর লিখিয়াছেন, "প্রিয়তমে! যদি তুমি আমায় ভালবাস, তাহা হইলে, বিশেষ অনুরোধ কোন দিন আমার মোকদ্দমার সময় আদালতে উপস্থিত হইও না কিম্বা আমার নিকট হইতে সংবাদ না পাইলে, আমার সহিত হাজতেও দেখা করিতে আসিও না। আমার প্রতি তোমার যে, কোনরূপ সন্দেহ হয় নাই—তাহা লেখাই বাহুল্য। সুন্দরী! তোমার সুকুমার দেহখানি যেমন নির্ম্মল পবিত্র, জ্ঞানদা হত্যাতেও আমি সেইরূপ নিষ্পাপ!"

এমিলা ভাবী পতির প্রত্যেক কথা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিল। মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার প্রতি তাহার সন্দেহ হয়

নাই, এক্ষণে পত্র পাইয়া, অনেকটা নিশ্চন্ত হইল। কেবল একটা বিষয় সময়ে সময়ে তাহাকে বড়ই ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছিল—একটা আশঙ্কায় বড়ই তাহার চিত্তকে আন্দোলিত করিতেছিল। পাছে তাহাকে সাক্ষীরূপে, কাঠড়ায় দাঁড়াইতে হয়—পাছে শপথ করিয়া, তাঁহাকে সকল কথা স্বীকার করিতে হয়। ১৬ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে যখন সে দত্ত সাহেবের সহিত ফটকের নিকট দাঁড়াইয়া আলাপ করিতেছিল, জ্ঞানদা বাজীপৃষ্ঠে আসিয়া, তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিল। তিনি তাহার নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় বলিয়াছিলেন, আজ রাত্রেই—কোন একটা কষ্টকর কর্ত্তব্যের শেষ করিতে হইবে। 'আজ সন্ধ্যার পরই সকল গোলযোগের মীমাংসা করিব।'—একথার তাৎপর্য্য কি? সকল গোলযোগের মীমাংসা কি তবে জ্ঞানদা-হত্যা? এমিলা অস্থির হইয়া উঠিল। প্রণয়াস্পদের প্রতি অবিশ্বাসের জন্য যে, এই প্রাণভরা আকুলতা তাহা নহে,—আদালতে তাহার মুখে এই কথা প্রকাশ পাইলে, তাঁহার অপরাধের গুরুত্ব আরও বাড়িয়া উঠে, পাছে তাঁহার অপরাধ সম্বন্ধে লোকের মনে দৃঢ় ধারণা জন্মে, এই ভয়ে সময়ে সময়ে তাঁহার হৃদয় বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

মনে মনে ভাবী পতিকে নিরপরাধ ভাবিলেও, তাঁহার বিপদ যে বড় সহজ নহে, সে বিষয় এমিলা বিলক্ষণ বুঝিয়াছে। পিতামাতার প্রবোধ-বচনে, পাড়াপ্রতিবাসীর সান্ত্বনাবাক্যে তাহার আশান্ত হৃদয় কিছুতেই শান্ত হইতেছে না। এমিলা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, কেবল কি উপায় অবলম্বন

করিলে, দত্ত সাহেব মুক্ত হইতে পারিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিল।

দত্ত সাহেব এখন হাজতে। ম্যাজিষ্ট্রেট জামিন নামঞ্জুর করিয়াছেন। শীঘ্রই দায়রায় তাঁহার শেষ বিচার হইবে তিনি হাজতে বসিয়া পচিতে লাগিলেন, এদিকে গৃহে এমিলা যত দিন যাইতে লাগিল, ততই অধীর হইয়া উঠিতে লাগিল। দিবসে তাহার আহার নাই, রাত্রে নিদ্রা হয় না—ভাবিতে ভাবিতে একপ্রকার উন্মাদিনী হইয়া উঠিল।

একদিন চন্দ্রকরপ্লাবিত রজনীতে কুমারী নিতান্ত অধীরা হইয়া, শয্যাত্যাগ করিয়া, কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিল। গৃহের বদ্ধ বায়ুমণ্ডলী তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে কক্ষদ্বার মুক্ত করিয়া, গৃহের বাহির হইল। বাহিরের মুক্ত বায়ুপ্রবাহে তাহার দুর্ভাবনাক্লিষ্ট মস্তিষ্ক কতকটা শীতল হইবে ভাবিয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, রাস্তায় আসিয়া পড়িল। মুক্ত নৈশবায়ু প্রবাহে হৃদয়ে কতকটা শান্তি উপভোগ করাতে, ধীরে ধীরে রাজপথে পদচারনা করিতে লাগিল। সহসা চিত্ত নিতান্ত বিভ্রান্ত হইয়া উঠিল। হৃদয়ের চিন্তার বেগের সহিত চরণের গতির বেগও বাড়িতে লাগিল। হতভাগিনী নিতান্ত জ্ঞানশূন্যার ন্যায়—দিক্ বিদিক্ বিবেচনা না করিয়া, ক্রমাগত চলিতে লাগিল, আর পরমেশ্বরের নিকট প্রিয়তমকে বিপন্মুক্ত করিবার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। সহসা ১৬ই সেপ্টেম্বরের একটা কথা তাহার স্মরণ হইল। দত্ত সাহেব বলিয়াছিলেন, 'ঐ স্ত্রী-লোকটা আমার অদৃষ্টাকাশের কুগ্রহ।'

এমিলা আত্মবিস্মৃতার ন্যায় কহিল, "নরেন্দ্র! প্রিয়তম! সত্যই জ্ঞানদা তোমার অদৃষ্টাগগনের কুগ্রহ! হায় কি কুক্ষণেই তোমার মুখ দিয়া, ঐ কথা বাহির হইয়াছিল! জ্ঞানদা—জ্ঞানদা! বাস্তবিকই যদি তুমি খুন না হইয়া থাক—যেখানে থাক, আত্মপ্রকাশ করিয়া, আমার প্রাণের স্বামীর—জীবন রক্ষা কর! যদি তুমি তাঁহাকে ভালবাস, এস তাঁহার ভালবাসা লইয়া সন্তুষ্ট হও—আমি চিরদিনের জন্য তোমাদের পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইতেছি!"

এমিলা উচ্চকণ্ঠে ঐ কথা বলিতে বলিতে ক্রমাগত চলিতে লাগিল। কোন্ দিকে, কোন্ পথে চলিতেছ—বাড়ী হইতে কতদূরে আসিয়াছ,—সে বিষয়ে তাহার লক্ষ্যমাত্র রহিল না। সহসা যখন তাহার চমক ভাঙ্গিল, দেখিল সে ভদ্রাতীরে সেই পুলের উপর দণ্ডায়মান। সুন্দরী কৌমুদী-প্লাবিত নীলনভের দিকে কাতরনেত্রে চাহিয়া, যুক্তকরে বলিতে লাগিল, "জ্ঞানদা! জ্ঞানদা! ফিরিয়া আইস, আমার স্বামীকে কলঙ্কমুক্ত—বিপন্মুক্ত কর! হায় ভগবান! জ্ঞানদা কি ফিরিয়া আসিবে না? আমার পতির নির্দ্দোষিতা কি সপ্রমাণ হইবে না তাঁহার জীবন কি রক্ষা হইবে না?"

নীরব নিস্তব্ধ নিশীথে। ঊর্দ্ধে বিশ্বপতির চরণপ্রান্তে অনন্ত নক্ষত্র খচিত অনন্ত গগণতল—নিম্নে চন্দ্রকরচুম্বিত, ভদ্রার নীল জল—সেই শশাঙ্ককরচুম্বিত ভদ্রাবক্ষে উর্ম্মিমালার মৃদুরব মাত্র শ্রুত হইতেছিল। আর কোথাও কাহারও সাড়াশব্দ পাওয়া যাইতেছিল না। সহসা অনতিদূরে বৃক্ষান্তরালের মধ্য হইতে মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনিয়া, কুমারী একান্ত ভীতা হইয়া পড়িল।

কে একজন কহিল, "সুন্দরি! পরমেশ্বর তোমার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবেন। স্তনদা ফিরিয়া আসিবে—তোমার ভাবী-পতি কলঙ্ক বিমুক্ত হইবে। তোমার পদনিম্নে নির্ম্মলজলে কলতানে যেমন স্রোতস্বতী বহিয়া যাইতেছে, তোমাদের জীবন-স্রোতও আবার ঐভাবে সংসারে আনন্দের গান গাহিয়া চলিয়া যাইবে।"

এমিলা চমকিয়া উঠিল। তাহার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। বিদ্যুৎগতিতে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, কে একজন অদূরে ছায়ার মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসিলেন, "কে ওখানে? কে তুমি?"

লোকটা অন্ধকারের মধ্য হইতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া কহিল, "আমি, সেই মাতাল পালিত—দত্ত সাহেবের হিতৈষী বন্ধু।"

বিস্মিতা হইয়া কুমারী জিজ্ঞাসা করিল, "কেও পালিত? তুমি কোথা হইতে এখানে আসিলে?"

পালিত। জেল হইতে। আমি সত্য কথা বলিয়াছিলাম বলিয়া, তাহারা আমাকে জেলে পুরিয়াছিল।

এমিলা। কেমন করিয়া তুমি খালাস পাইলে? কেমন করিয়া তুমি হাজতের বাহির হইলে? তবে বুঝি তুমি এখন মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে স্বীকৃত হইয়াছ?

পালিত। কুমারী আমি তোমাদের এ ধরমপুরে প্রায় চারি বৎসর আসিয়াছি। তোমরা আমাকে সকলেই পাগল, ভবঘুরে মাতাল বলিয়া জান—কিন্তু কখনও কি আমাকে মিথ্যা বলিতে শুনিয়াছ?

এমিলা। তুমি কি প্রকারে মুক্তি পাইলে?

পালিত। ইচ্ছাধীন কার্য্য। মুক্তিলাভের সাধ হইল—তাই চলিয়া আসিলাম,—সাদা কথায় পলাইয়া আসিয়াছি।

এমিলা। পালিত! তুমি ভাল কাজ কর নাই! তোমার পলায়নে সকলে ভাবিবে, তোমার সে দিনের এজাহার সম্পূর্ণ মিথ্যা।

পালিত। আমি আমার নিজের জন্য পলাইয়া আসি নাই। জেলে ত আমি সুখে ছিলাম—আহারের জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইত না।

এমিলা। তবে কি জন্য জেল হইতে বাহির হইলে?

পালিত। দত্ত সাহেবের নির্দ্দোষিতার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া, তাঁহার জীবন রক্ষা করিতে।

এমিলা। তুমি আর কি প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিবে? জ্ঞানদাকে তুমি জীবিত দেখিয়াছ বলিলে, কে আর বিশ্বাস করিবে?

পালিত। মাতালের কথা আর কে কবে বিশ্বাস করিয়াছে কিন্তু জ্ঞানদাকে সশরীরে হাজির করিতে পারিলে, বোধ হয় কাহারও অবিশ্বাসের হেতু থাকিবে না।

এমিলা। পালিত! সত্য করিয়া বল, তুমি যাহাকে দেখিয়া জ্ঞানদা ভাবিয়াছ, বাস্তবিকই কি সে। জ্ঞানদা? তোমার ভুলও ত হইতে পারে? তুমি ভাল করিয়া লোক চিনিতে পার নাই।

ঈষৎ হাসিয়া মাতাল পালিত কহিল, "না কুমারী! আমার কিছুমাত্র ভুলভ্রান্তি হয় নাই। আমি তাহাকে সুস্পষ্ট

চিনিয়াছিলাম। তখন আমার নেশার ঘোর কিছুমাত্র ছিল না।”

এমিলা শিহরিয়া উঠিল। তাহার মনের মধ্যে ঐ প্রশ্ন জাগিতেছিল কিন্তু লজ্জাবশতঃ প্রকাশ করিতে পারে নাই। এক্ষণে পালিত তাহার মনের কথা টানিয়া বলাতে, সে কিছু অপ্রতিভ হইল। তাহার পর সহসা জিজ্ঞাসা করিল, “পালিত! তুমি কি চিরদিনই এমনি মাতাল? আমার যেন বোধ হইতেছে, তোমাকে যাহা দেখি, তুমি তাহা নহ। তোমার কি যেন একটা গুপ্ত রহস্যময় ইতিবৃত্ত আছে!”

পালিত। এ বোধটা সহসা মাথায় গেল কেন কুমারী?

এমিলা। আজি তিন চারি বৎসর তোমায় এমনি মাতাল, এমনি নিরাশ্রয় ভবঘুরে দেখিতেছি। তোমার কথার স্বর, তোমার ভাষা আজ যেন বিভিন্ন! তোমাশ মাতলামি করিয়া, রঙ্গরসে অলসভাবে দিন কাটাইতে দেখিয়াছি, তোমার স্বভাবে এমন উদ্যম বা শক্তি একদিনও দেখি নাই। সহসা আজ যেন তোমার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—সেই জন্যই ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।

পালিত একটু হাসিল। সে হাসি বড়ই বিষাদভরা। তৎপরে কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল, “কুমারী তোমার অনুমান মিথ্যা নয়। আজ আমি আশ্রয়হীন—গ্রাসাচ্ছাদন বা একগ্রাস মদের জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছি সত্য কিন্তু চিরদিন আমি এমন নই। আমি রীতিমত লেখাপড়া শিখিয়াছিলাম, সুতরাং দুই চারিটা সাধু ভাষা যে, আমার মুখ দিয়া বাহির হইবে, সেটা আর কিছু আশ্চর্য্য নয়।

এমিলা যদি তুমি লেখাপড়া জান, নিজের অবস্থা যদি বুঝিতেই পারিয়া থাক, তোমার এ বদ স্বভাব ত্যাগ কর না কেন? কেন বৃথা মদ খাইয়া, মাতলামি করিয়া, লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াও?

পালিত। কারণ আর কিছুই নয়,—আমিও দত্ত সাহেবের মত দুষ্ট কুচক্রীর চক্রান্তজালে পড়িয়াছি।

এমিলা। সেই জন্যই কি তোমার এই দশা? সেই জন্যই কি তুমি মান, সম্ভ্রম, সাহস এবং মনুষ্যত্ব জলাঞ্জলি দিয়া, এইরূপ ভাবে দিন কাটাইতে? তুমি তাহাদের চক্রান্তজাল ছিন্ন ভিন্ন করিতে চেষ্টা পাও না কেন?

পালিত। কুমারী! তুমি এবং পালিত সাহেব আমার অনেক উপকার করিয়াছ। আমি সময়ে অসময়ে তোমাদের নিকট বিস্তর সাহায্য পাইয়াছি। আমিও যে তোমাদের মত ভদ্রঘরে জন্মিয়াছি—আমারও যে বিপুল বিভব আছে বা ছিল, তোমরা এ সমস্ত জানিতে না—আমাকে বিপন্ন ভাবিয়াই, আমার সাহায্য করিয়াছিলে—সেই জন্য আমি আমার প্রাণ-পাত করিয়াও তোমাদিগকে সাহায্য করিব। দত্ত সাহেবের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে, যদি পৃথিবী উলট পালট করিতে হয়, তাহাও করিব। তাহার পর অবসর পাইলে, আমার বিষয়ে মনোযোগ দিব।

কুমারী সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিল। জ্যোৎস্নালোকে দেখিল, পালিতের চক্ষু দুইটা যেন কোন অস্বাভাবিক দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতেছে। এ কি সেই আধ-পাগলা,

পালিত? এই তেজোপূর্ণ, উদ্যমভরা কথাগুলি কি সেই রঙ্গপ্রিয়, অলস মদ্যপের?

মদ্যপ পুনরায় কহিল, "তোমার সহিত দেখা হইয়াছে, ভালই হইয়াছে। তোমার সাহয্যেরও আবশ্যক হইবে কিন্তু তোমাকে সাহসিকা এবং বিশ্বাসী হইতে হইবে।"

এমিলা দৃঢ়তার সহিত কহিল, "কার্য্যক্ষেত্রে আমাতে উভয় গুণই দেখিতে পাইবে। লোকে তোমাকে যাহাই ভাবুক—যতই অপদার্থ জ্ঞান করুক—আমি তোমার কথায় হৃদয়ে বল পাইলাম। তোমার আশ্বাসবাণীতে আমার হৃদয় আশ্বাসিত হইয়াছে। আমি এখন বাড়ী চলিলাম কিন্তু আবার কখন্ কোথায় তোমার সাক্ষাৎ পাইব? তোমাকে অবশ্য খুব সাবধানে গোপনে থাকিতে হইবে, নচেৎ তোমাকে ধরিতে পারিলে, পুনরায় হাজতে পুরিবে!"

পালিত। যাহাতে কেহ আমাকে চিনিতে বা ধরিতে না পারে, আমি তাহার চেষ্টা করিব। দত্ত সাহেবের সহিত তোমার একবার দেখা করা নিতান্ত প্রয়োজন। আমার কিছু টাকার আবশ্যক। এ টাকার এক কপর্দ্দকও আমি লইব না—এ টাকা তাঁহারই সাহায্যার্থ ব্যয়িত হইবে।

এমিলা। তাঁহার জীবন রক্ষা করিবার জন্য—তাঁহাকে এ বিপদ হইতে মুক্ত করিবার জন্য—আমি সমস্তই করিতে প্রস্তুত আছি।

পালিত। উত্তম। এক্ষণে আমি যাহা বলি মনোযোগ দিয়া শোন। কাল রাত্রিকালে তুমি এইস্থানে আসিবে, যদি আমার সাক্ষাৎ পাও ভাল, নচেৎ পুলের নীচে ঐ পাথর

খানার তলে (এই বলিয়া, পালিত একখানা পাথর তুলিয়া দেখাইয়া, পুনরায় বলিতে লাগিল) একখানা পত্র দেখিতে পাইবে। তুমি সেই পত্রখানা সাবধানে দত্ত সাহেবের নিকট হাজতে লইয়া যাইবে এবং পরশ্ব রাত্রে ঠিক এই সময়ে এই-স্থানে আসিলে আমার সাক্ষাৎ পাইবে, যদি না পাও, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তিনি যাহা যাহা বলিবেন, একখানা কাগজে লিখিয়া ঐ পাথর খানার নীচে রাখিয়া যাইবে,—তাহা হইলেই আমি পাইব। কেমন এ কাজ করিতে তোমার সাহস হইবে?

এমিলা। আমি তাঁহার সাহায্যার্থ কোন কাজেই পশ্চাৎ-পদ হইব না।

পালিত। এ কার্য্য খুব সতর্কতার সহিত করিতে হইবে। যেন কেহ তোমাকে এখানে আসিতে বা এখান হইতে যাইতে না দেখে। আমার পলায়নের সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র, তোমার গতিবিধি এবং কার্য্যকলাপের উপর শত্রু-পক্ষের তীক্ষ্নদৃষ্টি পড়িবে,—এটা যেন স্মরণ থাকে।

এমিলা। আমার সহিত তাহাদের সম্পর্ক কি? আমার গতিবিধির উপর তাহাদের নজর পড়িবে কেন?

পালিত। অনেক কারণ আছে। তুমি তাঁহার ভাবী পত্নী। আমি যে তোমাকেই মধ্যে রাখিয়া, তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিব,—ইহা তাহারা নিশ্চয় করিয়া লইবে।

এমিলা। কেন? ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

পালিত। পুলিসের লোক এরূপ সন্দেহ না করিলেও না করিতে পারে কিন্তু রায় সাহেব এবং তাহার অনুচরবর্গের

তোমার উপর লক্ষ্য রাখিবার আরও একটী বিশেষ কারণ আছে।

এমিলা। কি কারণ?

পালিত কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল, "দত্ত সাহেবের নিকট বা দুর সম্পর্কীয় আর কোন উত্তরাধিকারী নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর, সমস্ত সম্পত্তি খুব সম্ভবতঃ তোমারই প্রাপ্য। শত্রুরা চক্রান্ত করিয়া, তাঁহাকে প্রাণে মারিতে পারে কিন্তু তিনি তোমার নামে তাঁহার বিষয় উইল করিয়া যাইলে, কোন বাধা দিতে পারে না।"

এমিলা বিমর্ষস্বরে কহিল, "আমি তাঁহার উত্তরাধিকারিণী হইতে চাহি না। যদি তাঁহার জীবন যায়—আমারও এ জীবন থাকিবে না।"

পালিত। পরমেশ্বর নিতান্ত প্রতিবাদী না হইলে, তাঁহার বর্ত্তমান ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীর আবশ্যক হইবে না। আমি কেবল তোমাকে কার্য্যকারণের সম্বন্ধ দেখাইবার জন্য এবং তোমার উপরও যে তাহাদের লক্ষ্য রাখিবার হেতু তাহাই বোঝাইবার জন্য ঐ কথা বলিলামমাত্র। তোমাকে ভিতরকার কথা আরও একটু খুলিয়া বলি, তাহা হইলেই তুমি সমস্ত বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। দত্ত সাহেবের বিপুল সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার জন্যই রায় পরিবারের এ অঞ্চলে আগমন। চক্রীরা প্রথমতঃ তাঁহাকে জ্ঞানদার রূপে মুগ্ধ করিয়া, তাঁহার সহিত জ্ঞানদার বিবাহ দিয়া, পাকে প্রকারে বিষয়টা হস্তগত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়াতে, তাহারা

যে পৈশাচিক ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা অতি ভয়ঙ্কর।

বিস্ময়বিহ্বলা এমিলা পাগলা পালিতের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এ সকল সংবাদ কোথায় পাইলে?"

পালিত। আমি আরও অনেক সংবাদ জানি কিন্তু এখন সে সকল বলিবার সময় নয়। যাও এখন, তুমি গৃহে যাও। সাবধান, এক বর্ণও যেন প্রকাশিত না হয়।

দূরে কাহার পদশব্দ শ্রুত হইল। পালিত সে স্থানে আর মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করিয়া, নদীর ধারে বৃক্ষছায়ায় অদৃশ্য হইয়া গেল। এমিলাও পুলের নীচে একটা অন্ধকার স্থানে লুকাইয়া পড়িল। লোকটা চলিয়া গেল। তাহার পদশব্দ যখন আর শোনা গেল না, তখন ধীরে ধীরে গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া, দ্রুতপদে বাড়ী ফিরিতে লাগিল। সহসা পথিমধ্যে কে একজন একটা ঝোপের মধ্য হইতে বাহির হইয়া, তাহার পথাবরোধ পূর্ব্বক কহিল, "ধীরে বিনোদিনী! মরালগামিনী নবীনার অত দ্রুতগতি ভাল নয়! এত রাত্রে কার মন রাখিয়া, বাড়ী ফিরিতেছ?"

এমিলা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। তাহার বক্ষের মধ্যে দুর দুর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ললাট স্বেদাক্ত হইল। ভয়ে চীৎকার করিবার শক্তি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল। পুরুষ আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া, যুবতীর মুখখানি ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

পুরুষ নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র এমিলা দেখিল, সম্মুখবর্ত্তী লোকটী মিষ্টার বি, কে, রায়—মৃত জ্ঞানদার পিতা। রায়

সাহেবও তাহাকে চিনিতে পারিয়া কহিল "ওঃ চিনিয়াছি! তোমার নাম এমিলা নয়?"

এমিলা সে কথার উত্তর না দিয়া কহিল, "মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া পথটা ছাড়িয়া দিন—আমি বাড়ী যাই!"

রায়। যাও কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে আমার গোটাদুই কথার জবাব দিয়া যাও।

এমিলা। এ স্থানে দাঁড়াইয়া, এমন সময়ে আমি আপনাকে কোন কথায় উত্তর দিতে পারি না।

রায়। রাত্রি কত জান কি?

এমিলা। না।

রায়। একটা বাজে।

এমিলা। তাহা হইলে, পথ ছাড়িয়া দিন, আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না।

রায়। এত রাত্রে তুমি এদিকে কোথায় গিয়াছিলে?

এমিলা। সে সংবাদে আপনার প্রয়োজন? আমাকে কোন প্রশ্ন করিবার আপনার কি অধিকার আছে?

রায়। আমি যে, জ্ঞানদার পিতা তুমি বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছ? কোন্ জ্ঞানদা জান,? যে সে দিন ঐ পুলের উপর খুন হইয়াছে!

এমিলা। আমার সহিত ও সকল কথায় সম্বন্ধ কি?

রায়। তা আমিও জানি না কিন্তু সেই হত্যাকাণ্ডের সহিত তোমার কতখানি সম্বন্ধ আছে, তাহাই আমি শুনিতে চাই!

এমিলা। মহাশয়! আপনি একজন অসহায়া যুবতীকে অপমানিত করিতেছেন?

রায়। আমারত তা বোধ হয় না। আমি একজন নিষ্ঠুর নরঘাতকের ভাবী-পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিতেছিমাত্র, যে স্থানে সেই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, সেইস্থানের চতুর্দ্দিকে তিনি কি উদ্দেশ্যে এই নিশীথ রাত্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন?

এমিলা। তুমি আমার পথ ছাড়িয়া দাও। আমি তোমার কোন কথার উত্তর দিতে বাধ্য নহি।'

রায় সাহেব পথের একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "কিন্তু আদালতে এ কথার উত্তর দিতে বাধ্য হইবে। জ্ঞানদার হত্যায় দত্ত সাহেবের সহিত তোমার ষড়যন্ত্র থাকা অসম্ভব নয়!"

চলিতে চলিতে এমিলা ঘৃণাভয়ে বলিতে লাগিল, "অসম্ভব কিছুই নাই—একজন নির্দ্দোষীকে হত্যা করিবার তোমার এই পৈশাচিক ষড়যন্ত্রও ব্যর্থ হওয়া কিছু অসম্ভব নয়।"

রায় সাহেব আর কোন কথা কহিল না অন্য পথে চলিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ব্যারিষ্টার পিউ।

পর দিবস প্রাতঃকালে পাগলা পালিতের জেল হইতে পলায়নের বিষয় সহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সে সংবাদে কেহ সুখী, কেহ বা দুখিত হইল!

এমিলা যখন শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিল, তখন বেলা প্রায় দশটা। স্নানাহারের পর কুমারী আপন কক্ষে গিয়া উপবেশন করিল এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। যাহার যাহার প্রতীক্ষা করা যায়, যাহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকা যায়,—সে প্রায়ই সহজে বা শীঘ্র আইসে না। এমিলার সময় আজ বড় ধীরে ধীরে যাইতে লাগিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল, নীচের বৈঠকখানায় কে একজন অপরিচিত সাহেব তাহাকে খুজিতেছে। এমিলার হৃদয়টা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল! কে এ অপরিচিত লোক? পুলিসের কেহ নয় ত? রায় সাহেবের প্ররোচনায় কেহ তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে আইসে নাই ত? যে রকম দিন সময় পড়িয়াছে, তাহাতে কিছুই অসম্ভব নয়!

এমিলার হৃদয় যে, নিতান্ত দুর্ব্বল নয়, পাঠক ক্রমশঃ তাহার পরিচয় পাইবেন। কুমারী সত্বর নীচে আসিয়া দেখিল একটী মধ্য-বয়স্ক সাহেব তাহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছে। তাহাকে দেখিবা-মাত্র সাহেব গাত্রত্থান করিলেন এবং শিষ্টাচার সহকারে অভিবাদন পূর্ব্বক, নম্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারই নাম বোধ হয়, কুমারী এমিলা?"

এমিলা কহিল, "আজ্ঞা হাঁ! আপনার কি প্রয়োজন?"

সাহেব কহিলেন, "আমার নাম পিউ সাহেব। আমি দত্ত সাহেবের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু—তিনি আমাকে উপস্থিত মোকদ্দমায় ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার বিশেষ অনুরোধে আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।"

পিউ সাহেব জেলা কোর্টের একজন খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার।

এমিলা পূর্ব্বে তাঁহাকে কখনও দেখে নাই। এক্ষণে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া, হৃদয়ে বল পাইল। জিজ্ঞাসিল, "মহাশয়! মোকদ্দমার বিষয় কেমন বুঝিতেছেন? তাঁহাকে নির্দ্দোষী প্রমাণ করিতে সক্ষম হইবেন কি?"

পিউ। আমি খুব সাহসের সহিত বলিতে পারি, তাঁহার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণে আমরা সক্ষম হইব। তবে কি জানেন মোকদ্দমার বিষয় ঠিক করিয়া কিছু বলা যায় না।

এমিলা। আমার বিশ্বাস তিনি সম্পূর্ণ নিরপরাধ!

পিউ। আমারও তাই। কিন্তু শুদ্ধ আমাদের বিশ্বাসে কোন ফল হইবে না। প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে হইবে। আমাদের অনুকূলে তেমন সাক্ষী সবুদ ভাল নাই। দুর্ভাগ্যক্রম পালিতটা হাজত হইতে পলায়ন করাতে, আমাদিগকে বড়ই গোলযোগে পড়িতে হইয়াছে।

এমিলা চতুর্দ্দিকে সতর্ক দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া নিম্নস্বরে কহিল, "তাহার জন্য ভাবিবেন না, সে মোকদ্দমার দিন ঠিক হাজির হইবে।"

বিস্মিত হইয়া, ব্যারিষ্টার সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলেন কি? সত্য না কি?"

এমিলা। নিশ্চয়।

পিউ। কেমন করিয়া জানিলেন, সে হাজির হইবে?

এমিলা। সে নিজেই বলিয়াছে।

পিউ। তাহা হইলে তাহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছিল?

এমিলা। হাঁ।

পিউ। কোথায়? কখন্? আমাকে সমস্ত ঘটনাটা বলুন।

এমিলা পূর্ব্বরাত্রির ঘটনা প্রায় সমস্ত তাঁহাকে বলিল। শুনিয়া পিউ সাহেব কহিলেন, "আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া খুব ভাল কাজই করিয়াছি। তাহার সহিত আমার একবার সাক্ষাৎ হওয়া প্রয়োজন। একবার কি দেখ করাইয়া দিতে পারিবেন না?"

এমিলা। খুব পারিব। আজ রাত্রে সম্ভবতঃ তাহার সহিত আমার পুনঃ সাক্ষাৎ হইবে। আমাকে একখান পত্র দিবে—সেই খানা দত্ত সাহেবের নিকট লইয়া যাইতে হইবে।

পিউ। রাত্রি কয়টার সময় তাহার সহিত দেখা হইবে?

এমিলা। কাল যেমন সময় দেখা হইয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে। পালিত আমাকে খুব সতর্ক হইয়া থাকিতে বলিয়া দিয়াছে। তাহার বিশ্বাস শত্রুরা আমার গতি বিধির দিকে নজর রাখিতেছে। তাহার সে অনুমান বড় মিথ্যা নয়, কারণ তাহার সহিত দেখা হইবার পরেই, পথে মিষ্টার রায়ের সহিত আমার দেখা হইয়াছিল।

ব্যারিষ্টার সাহেব কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "সেটা বড়ই খারাপ হইয়াছে!"

এমিলা। নিশ্চয়ই। রায় সাহেব আমাকে কাল খুব শাসাইয়া গিয়াছে।

পিউ। তাহার ভয়-প্রদর্শনে কিছু আসিয়া যায় না। আপনি পালিতের সহিত দেখা করিতে ভুলিবেন না।

এমিলা। জেলে দত্ত সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়ায় তেমন কি কোন বাধাবিঘ্ন আছে?

পিউ। সম্ভবতঃ আছে। আপাততঃ আপনার যাইবার আবশ্যক নাই। আমার দ্বারাই কথা চালাচালি হইবে।

এমিলা। না তাহা হইবে না, আমি একবার স্বয়ং দেখা করিব।

পিউ। আচ্ছা দুই এক দিনের মধ্যে আমি তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিব। ইতিমধ্যে আপনি হাজতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিবেন না। তাহাতে কুফলেরই সম্ভাবনা আছে। আমার বিশেষ অনুরোধ, যথাসাধ্য আমার উপস্থিতির বিষয়, বিশেষতঃ আমি কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলাম, কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না। অপরের কথা দূরে থাক, আপনার পিতামাতা এবং পালিতকেও আমার সহিত যে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, জানিতে দিবেন না।

এমিলা। পালিতের নিকট কি জন্য গোপন রাখিব, বুঝিতে পারিতেছি না।

পিউ। বুঝাইয়া বলিবারও আমার ক্ষমতা নাই। উকিল মোক্তারেরা সকল সময় সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলে না। আমি আপনার ভাবী স্বামীর মঙ্গলের জন্যই বলিতেছি আমার বিষয় কাহারও নিকট বিশেষতঃ পালিতের নিকট প্রকাশ করিবেন না। কেমন, স্বীকৃত কি না?

এমিলা। হাঁ স্বীকৃত—তবে উহার মধ্যে কথা আছে।

পিউ। কথা আবার কি? প্রকাশ করিয়া বলুন?

এমিলা। আমরাও—নব যুবতীরা সকল সময়ে সকল কথা যাহার তাহার নিকট প্রকাশ করি না।

অপরাপর দুই চারিটী কথাবার্ত্তার পর পিউ সাহেব বিদায় হইলেন। কুমারী অধীরভাবে নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সন্ধ্যার অন্ধকার যতই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, রাত্রির পরিমাণ যতই বাড়িতে লাগিল, তাহার হৃদয়ের চাঞ্চল্যও ততই বাড়িতে থাকিল। অসন্দিগ্ধা কুমারী উদ্দেশ্য কার্য্যে যে, কোন বাধাবিঘ্ন ঘটিতে পারে, তাহাতে যে কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকিতে পারে, সে সমস্ত চিন্তা না করিয়া, কেবল কতক্ষণে পালিতের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কে এ পালিত ?

ঘড়াতে টং টং করিয়া রাত্রি এগারটা বাজিল। হেমন্তের রাত্রি,—শিশিরের ভয়ে রাস্তাঘাটে লোক চলাচল বন্ধ হইয়াছে। মাণিকগঞ্জে কোথাও কাহারও সাড়াশব্দ পাওয়া যাইতেছে না। এমিলাদের বাটীরও সকলে যে যাহার কক্ষে শয়ন করিয়াছে। এমিলা ধীরে ধীরে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল।

ভদ্রার উপর পুলের নিকট যাইবার পথঘাট তাহার বেশ

পরিচিত,—সাহসে ভর করিয়া, নীরব রাজপথের উপর দিয়া, বরাবর প্রান্তরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কোন স্থানে কিছু নড়িলে, শুষ্কপত্রে নিশাচর কোন প্রাণীর পদশব্দ হইলে, থাকিয়া থাকিয়া এমিলা শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। মাঝে মাঝে সহসা দণ্ডায়মান হইয়া, পশ্চাতে চাহিতে লাগিল—বুঝি বা কেহ তাহার অনুসরণ করিতেছে—ঐ বুঝি কাহার পদশব্দ, ঐ কে দাঁড়াইয়া না? প্রতিপদে সম্ভাবিত আশঙ্কায় কুমারীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল, তথাপি তাহার সংকল্প-বিচ্যুতি ঘটিল না।

অবশেষে ভদ্রার কুল কুল ধ্বনি তাহার শ্রুতিগোচর হইল। কুমারী দ্বিগুণিত সাহসে নির্ভর করিয়া, দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। পরিশেষে পুলের সন্নিকটবর্ত্তিনী হইবামাত্র, যেন তাহার বোধ হইল, পুলের অপর প্রান্তে কে দাঁড়াইয়া আছে।

এমিলা ললাট কুঞ্চিত করিয়া, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, সেই দিকে চাহিল। বাস্তবিকই কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দণ্ডায়মান ব্যক্তি যে, সেই রহস্যময় পুরুষ পাগলা পালিত, সে সম্বন্ধে আর তাহার সন্দেহমাত্র রহিল না। কুমারী সানন্দে অগ্রসর হইতে লাগিল।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে—যেখানে মনুষ্যাকৃতি দণ্ডায়মান ছিল,—তথায় উপস্থিত হইয়া, এমিলা কাহাকেও দেখিতে পাইল না। চতুর্দ্দিকে চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল,—কেহ কোথাও নাই। সন্দেহে সন্দেহে যুবতী মৃদুকণ্ঠে ডাকিল,—"পালিত—ও পালিত!"

ভদ্রার কুল কুল ধনীর সহিত সুন্দরীর সে মধুর কণ্ঠস্বর মিলিয়া গেল। কেহ কোন উত্তর দিল না—কাহারও কোন

সাড়াশব্দ পাইল না—কেবল আশে পাশে পদ নিম্নে সমীরণের মৃদুনিঃস্বন এবং ভদ্রার অবিশ্রান্ত কলধ্বনি।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া, সুন্দরী পূর্ব্বাপেক্ষা স্বর উচ্চ করিয়া ডাকিল, "পালিত! মিষ্টার পালিত!"

পালিতের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। কেবল চির-রঙ্গপ্রিয়া প্রতিধ্বনি নবীনার কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করিয়া ডাকিল, "পালিত! মিষ্টার পালিত!"

এমিলা ভাবিল দূরে অন্ধকারে যে মনুষ্যমূর্ত্তি দেখা গিয়াছিল, উহা নিশ্চয় মিষ্টার পালিতের। পালিত আসিয়াছিল, তাহার দেখা না পাইয়া, চলিয়া গিয়াছে। তখন সুন্দরী আর একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া, যে স্থানে পালিতের পত্র রাখিয়া যাইবার কথা ছিল, তথায় উপস্থিত হইল এবং নির্দ্দিষ্ট পাথরখানা সরাইয়া একখানা পত্র দেখিতে পাইল যুবতী সত্বর পত্রখানা বুকের মধ্যে লুকাইয়া, বাটী যাইবার জন্য যেমন পশ্চাৎ ফিরিল, অমনি কে একজন অন্ধকারের মধ্যে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

অপরিচিত ব্যঙ্গস্বরে কহিল, মিস্ এমিলা! আজ আবার কি মনে করিয়া?"

কম্পিতকণ্ঠে কুমারী কহিল, "কে তুমি? কি চাও?"

অপ। আমি কে—পরিচয়ে আপাততঃ আবশ্যক নাই! আমি ঐ পত্রখানা চাই।

এমিলা। কোন্ পত্রখানা?

অপ। যেখানা এই মাত্র, ঐ পাথরের নীচে হইতে লইয়া বুক পকেটে রাখিলে।

এমিলা। কে বলিল, আমি পাথরের নীচে হইতে এক খানা পত্র লইয়া বুক পকেটে রাখিয়াছি? আর যদি রাখিয়াই থাকি,—উহা আমার, তোমাকে দিব কেন?

অপ। বেশী বাড়াবাড়িতে আবশ্যক নাই। পত্রখানি দিয়া ভাল মানুষের মত বাড়ী চলিয়া যাও। পুনরায় যদি কখন তোমাকে এ নদীতীরে দেখিতে পাই, কর্ত্তব্যানুরোধে আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করিতে বাধ্য হইব।

এমিলা। যদি না দিই?

অপ। একটী ধাকা দিয়া ভদ্রার জলে ফেলিয়া দিব।

এমিলা অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিলেও, মুখে সাহস দেখাইয়া কহিল, "সাহস হয়—ক্ষমতায় কুলায় দাও কিন্তু উহা আমি কিছুতেই দিব না!"

কর্কশস্বরে পুরুষ কহিল, "দিতেই হইবে—না দিলে জোড় করিয়া কাড়িয়া লইব!"

অপরিচিত হস্ত বিস্তার করিয়া, তাহাকে যেমন ধরিতে গেল, সুন্দরী বালকুরঙ্গিনীর মত একটা লাফ দিয়া, পাস কাটাইয়া, উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে আরম্ভ করিল। লোকটাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে ছুটিতে কহিল, "দুষ্টা থাম—দাঁড়া—নহিলে একটা গুলিতে তোর মাথার খুলিটা উড়াইয়া দিব।"

পিস্তলের নাম শুনিয়া, গুলি করিয়া মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া দিবার কথা শুনিয়া, ভয়ে সুন্দরীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। হতভাগিনী আর পদমাত্র অগ্রসর হইতে সমর্থা না হইয়া, সেইস্থানে দাঁড়াইয়া পড়িল। লোকটা তীরের মত ছুটিয়া

আসিতে লাগিল। ব্যাকুলা যুবতী ভয় পাইয়া, কাতরকণ্ঠে কহিল, "দয়া কর—আমায় মারিও না!"

পুরুষ নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিল, "দে ঐ পত্রখানা, নতুবা কিছুতেই তোর নিস্তার নাই?"

এমিলা স্ত্রীলোকমাত্র। ভয়ে তাঁহার জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পাইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া, দুর্ব্বৃত্তের কবল হইতে মুক্তি পাইবার আশায়, পত্রখানা বাহির করিবার জন্য বুক-পকেটে হাত পুরিল। সেই সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষান্তরাল হইতে কে চীৎকার করিয়া বলিল, "খবরদার—স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলিলেই মরিবে!"

স্বর এমিলার পরিচিত। যুবতীর লুপ্ত সাহস ফিরিয়া আসিল। প্রফুল্লকণ্ঠে কহিল, "কেও পালিত? শীঘ্র এস। আমাকে রক্ষা কর!"

লোকটাও আনন্দিতস্বরে কহিল, "পালিত! ভালই হইয়াছে। আমিও উহারই অনুসন্ধানে ফিরিতেছি!" এই কথা বলিয়া, দুর্ব্বৃত্ত খুব জোড়ে একটী শিশ দিল। শিশেই তাহার প্রত্যুত্তর দিয়া, কে একজন ছুটিয়া আসিতে লাগিল।

পালিত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া কহিল, "পলাও, পলাও কুমারী! যাও, শীঘ্র যাও!"

এমিলা পুনরায় ছুটিতে আরম্ভ করিল। লোকটা বাধা দিয়া কহিল, "সুন্দরী একটু দাঁড়াইয়া যাও!" এই বলিয়া যেমন তাহাকে ধরিতে গেল, পালিত ক্ষিপ্রহস্তে অমনি তাহার গ্রীবা ধরিয়া, সশব্দে ভূমে নিক্ষেপ করিল।

অন্নাভাবে ক্লিষ্ট, ক্ষীণদেহ মদ্যপ পালিতের শরীরে অসুরের

মত এই শক্তি দেখিয়া, এমিলা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। ইত্যবসরে অপর একব্যক্তি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এমিলা পুনরায় ছুটিতে আরম্ভ করিল। পতিত ব্যক্তি গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া, নবাগতকে কহিল, "হিঙ্গুল! ছুঁড়ীটা যেন পলায় না—উহার নিকট সেই পত্রখানা এখনও আছে। যেমন করিয়া পার কাড়িয়া লও।"

হিঙ্গুল খাঁ এমিলার পশ্চাৎ ছুটিল। এদিকে তাহার সহচর পালিতকে পাকড়াও করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল।

এমিলা প্রাণপণে ছুটিলেও হিঙ্গুল খাঁ তাহাকে সহজেই ধরিয়া ফেলিল। পাপিষ্ঠ পশ্চাৎ হইতে সুন্দরীর মুক্ত বেণী ধরিয়া, এক হেঁচকা মারিল। দুর্ব্বৃত্ত কর্কশস্বরে কহিল, "পত্র খানা কোথায় বাহির করিয়া দে,—নচেৎ এখনি গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিব।"

হিঙ্গুল খাঁর কথায় কাজে বড় বেশী তফাৎ ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে যুবতীর কোমলকণ্ঠে কর্কশ করে চাপিয়া ধরিল। হতভাগিনীর মুখ দিয়া কথা মাত্র বাহির হইল না। হিঙ্গুল খাঁ ক্ষিপ্রহস্তে যুবতীর বুকের জামার মধ্যে গোপনীয় পত্রখানার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া কহিল, "গোপলা এসেছিস? শালী এইবার ভারি জব্দ হইয়াছে। তুই চাপিয়া ধর আমি কাগজ খানা খুজিয়া বাহির করি।"

গোপাল কিন্তু এমিলাকে চাপিয়া না ধরিয়া, তাহারই একখানা হাত সজোড়ে চাপিয়া ধরিল। তখন হিঙ্গুল খাঁ আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। ক্রোধান্ধ হিঙ্গুল দেখিল, আগন্তুক তাহার সহচর গোপলা কামার নয়

স্বয়ং পাগলা পালিত। তখন সে শাসাইয়া কহিল, "খবরদার! এখনও বলছি হাত ছাড়! পুলিসের সঙ্গে চালাকি নয়। আমি গোয়েন্দা পুলিস!"

হিঙ্গুল খাঁ কুস্তিগীর পালোয়ান। পালিতকে কায়দা করিবার জন্য বিস্তর প্রয়াস পাইল কিন্তু পারিল না। শেষে নিজেই পালিতের কায়দার মধ্যে পড়িয়া গেল। যে লোক সমস্ত দিন-রাত মদ খাইয়া, রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইত—এক মুষ্টি অন্নের জন্য—এক টুকরা রুটীর জন্য লালায়িত-ভাবে লোকের দ্বারে ঘুরিত, তাহার শরীরে এত বল,—তাহার মস্তিষ্কে এত কৌশল দেখিয়া, হিঙ্গুল খাঁ এবং এমিলা দুই জনেই যার পর নাই বিস্মিত হইল।

পালিত হিঙ্গুল খাঁকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া, তাহার বুকের উপর বসিল এবং তাহার বস্ত্রের মধ্য হইতে এক জোড়া হাতকড়া বাহির করিয়া কহিল, "আমিও তাই ভাবিতেছি। গোয়েন্দা-পুলিস কখনও হাতকড়া ছাড়া বাটীর বাহির হয় না। বোধ হয় এটা আমারই হাতে পরাইবার জন্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলে—কিন্তু বিধিলিপি অন্যরূপ,—আপাততঃ তুমিই পর।" বলিয়া, হাতকড়া হিঙ্গুল খাঁর হাতে পরাইয়া দিল!

হতভাগ্য হিঙ্গুল রাগে ফুলিতে ফুলিতে কহিতে লাগিল, "নিশ্চয় এ অত্যাচারের ফল পাইবি।"

পালিত তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, পকেট হইতে একখানা বড় রুমাল বাহির করিয়া, তাহার পা দুখানা বাঁধিয়া ফেলিল। তাহার পর তাহাকে টানিয়া রাস্তার এক পার্শ্বে ফেলিয়া কহিল, "এই খানে খানিকটা পড়িয়া থাক, আমি আসিতেছি।"

পালিত পশ্চাৎ ফিরিয়া খুব জোড়ে একটা শিশ দিল। সে শিশের কিছু বিশেষত্ব আছে। পক্ষী বিশেষের কণ্ঠস্বরের মত সে রব কাঁপিয়া :কাঁপিয়া নৈশবায়ুস্তরে মিশিয়া যাইবার পূর্ব্বে, অন্ধকারের মধ্যে বনান্তরাল হইতে খর্ব্বাকৃতি এক বালক আসিয়া, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। পালিত তাহাকে কহিল, "রঙ্গু! খানিকটা অগ্রসর হইয়া দেখ, একটা লোক ঐখানে পড়িয়া আছে। যদি দেখিতে পাও—তাহাকেও বাঁধিয়া ফেলিবে, যদি চলিয়া গিয়া ;থাকে, অনুসরণ করিবার আবশ্যক নাই। ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে।" রঙ্গু বা রঙ্গজানকে মৃদুস্বরে এই উপদেশ দিয়া, পালিত এমিলার নিকট ফিরিয়া আসিল।

এমিলা এতক্ষণ বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া, পালিতের এই সকল অপূর্ব্ব কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছিল। পালিত তাহাকে কহিল, "কুমারী! এইবার তুমি নির্ব্বিঘ্নে বাটী যাইতে পারিবে!"

এমিলা। কিন্তু পালিত! তুমি উহাকে ওরূপ ভাবে ফেলিয়া রাখিয়া ভাল করিলে না। ও ডিটেক্টিভ পুলিসের লোক। উহার চীৎকারে কেহ আসিয়া পড়িলে, তুমি ধরা পড়িতে পার!"

পালিত। সে ভয় নাই, জাল-পুলিস কখনও অপরের সাহায্যপ্রার্থী হইতে পারে না। ও রায় সাহেবের ভাড়া করা লোক। অমাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য মিষ্টার রায় সহরতলী হইতে গুণ্ডা ভাড়া করিয়া আনিয়াছে। গুণ্ডারা আমাকে ধরিতে না পারিয়া, ধরা দিয়াছে সুতরাং লজ্জার খাতিরে একথা তাহাদের নিয়োক্তার নিকট প্রকাশ করিবে।

না। তাহার পরে ধরিতে পারিলেও আমাকে কর্তৃপক্ষের হাতে সমর্পণ করিত না। রায় আমাকে কোন একটা অন্ধ-কূপের মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিত—তাহা হইলে আমি মোক-দ্দমার দিন হাজির হইতে পারিতাম না। রায় আমাকে যত ভয় করে, দুনিয়ার আর কাহাকেও তাহার এত ভয় করিবার কারণ নাই।

এমিল। কিন্তু তাহারা তোমার অনুসরণ করিতে ছাড়িবে না।

হাসিয়া পালিত কহিল, "অনুসরণ আর গ্রেপ্তার এক জিনিষ নয়। আমি আমার নিজের জন্য ভাবি না। এখন আমার প্রধান ভাবনা, তুমি আজ রাত্রে এখানে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবে, শত্রুপক্ষ কিরূপে জানিতে পারিল? সাক্ষাৎ না হইলে, একখানা পত্র দিবার কথাই বা তাহারা কিরূপে টের পাইল?"

এমিলা। জানিবার ত কোনই কারণ দেখিতে পাইতেছি না। সম্ভবতঃ দৈবাৎ এইরূপ ঘটিয়া গিয়াছে।

পালিত। আশ্চর্য্য! দৈবাৎ এরূপ ঘটে না! বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়!

এমিলা। আমি ত কাহাকেও ইহার সম্বন্ধে বিন্দু বিসর্গ বলি নাই! কেবলমাত্র——

হাসিয়া পালিত কহিল, "এতক্ষণে আমরা গোলকধাঁধা। ঢুকিবার পথ পাইয়াছি। তুমিও অপরাপর স্ত্রীলোকের মত এ গোপনীয় সংবাদটা কাহাকেও বিন্দু-বিসর্গ বল নাই দেখিতেছি। কেবলমাত্র একজনকে বলিয়াছ,—সে একজন কে

এমিলা। একজন ব্যারিষ্টার। দত্ত সাহেবের নিকট জেল হইতে তিনি সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন।

পালিত। ওঃ মিষ্টার রায় কি ধূর্ত্ত! কি শয়তান! কি চাতুরীই খেলিয়াছে!

এমিলা চলিতে চলিতে থামিয়া গেল এবং আশ্চর্য্যে, সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল," তুমি কি সন্দেহ করিতেছ? ইহার মধ্যে আবার ধূর্ত্ততা,—শয়তানী কি দেখিলে?"

পালিত। এমন কিছু নয়। তোমাকে একেবারে বোকা বানাইয়া গিয়াছে। তোমাকে চূড়ান্ত ঠকাইয়া গিয়াছে!

এমিলা। কে?

পালিত। মিষ্টার বিমলকৃষ্ণ রায়।

এমিলা। কি প্রকারে?

পালিত। যে উকিল বা ব্যারিষ্টার আসিয়াছিল, সে দত্ত সাহেবের নিয়োজিত কোন লোক নয়। সে তাঁহার হিতৈষী কোন আইনব্যবসায়ীও নয়—তাঁহর পরম শত্রুর নিয়োজিত কোন পাষণ্ড।

কথাটা শুনিয়া এমিলা মনে মনে চটিয়া উঠিল। ভাবিল, বুঝিবা পালিতের পাগলামির ছিট চাগিয়া উঠিয়াছে। প্রকাশ্যে কহিল, "অসম্ভব! কখনই নয়! তোমার এ কথায় আমার বিশ্বাস হয় না!"

হাসিয়া পালিত কহিল, "এমিলা! আমি সম্পূর্ণই প্রকৃতিস্থ আছি। পাগলামির ছিট আমার কিছুমাত্র বাড়ে নাই। যাহা বলিলাম—তাহার কিছুই অসম্ভব নয়।"

এমিলার বুকটা ধড়াস ধড়াস করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কে এ অন্তর্যামী রহস্যময় পুরুষ? কেমন করিয়া তাহার অন্তরের কথা জানিতে পারিল? ভয়ে বিস্ময়ে তাহার মুখে বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। পালিত পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কুমারী। ব্যারিষ্টারটীর নাম কি? কিছু বলিয়াছিল কি?"

এমিলা। হাঁ বলিয়াছিল বৈ কি! তাঁহার নাম পিউ সাহেব।

পালিত। ওঃ কি গভীর তাহাদের চক্রান্ত! কি ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক তাহারা! দত্ত সাহেব পিউ সাহেবকে নিযুক্ত করিয়াছেন সত্য কিন্তু তোমার নিকট আসল পিউ সাহেব আসেন নাই। কি রকম চেহারা তাহার?

এমিলা লোকটার স্বরূপ বর্ণন করিল। হাসিয়া পালিত কহিল, "আসল পিউ সাহেবের মাথায় টাক আছে—তাঁহাকে দেখিতে খর্ব্বাকৃতি।"

ভীতা বিস্মিতা এমিলা কহিল, "হায়! তাহা হইলে সত্যই কি আমি প্রতারিত হইয়াছি! কাহাকে আমি বিশ্বাস করিব? কে শত্রু—কে মিত্র কি করিয়া চিনিব?"

পালিত। কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিবে না। রায় সাহেব সহজ লোক নয়—খুব সাবধানে থাকিবে—প্রতি পদে বিপদের সম্ভাবনা! এইত তোমার বাড়ীর নিকট আসিয়াছি। তুমি আর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হইও না। আবশ্যক পড়িলে, আমিই আসিব। আমি কখন যে, কি অবস্থায়—কি বেশে আসিব, তাহার ঠিক নাই। কখনও বা যে স্থানে আমাকে দেখিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা

নাই—চাই কি সে স্থানেও সহসা আমাকে দেখিতে পাইবে। কিন্তু আমাকে দেখিয়া কখন চীৎকার করিও না, বা বিস্ময় প্রকাশ করিও না। সর্ব্বদা আমার সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনায় অভ্যস্ত হইয়া থাকিবে। যাও এখন বাড়ী যাও।

এমিলা। সেই ব্যারিষ্টারটা যদি আসে, তাহাকে কি বলিব? তাহার প্রতারণার কথা প্রকাশ করিয়া দিব কি?

পালিত। না। বরং এমন ভাব প্রকাশ করিবে, যেন তাহার প্রতি তোমার পূর্ব্ববিশ্বাসের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। চতুরের সহিত চাতুরি খেলিতে হইবে। তাহা হইলেই আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী।

এমিলা। খুব পারিব।

পালিত। আর একটা কথা,—যে কোন উপায়ে ঐ পত্রখানা দত্ত সাহেবের নিকট লইয়া যাইতে হইবে। কাল কিম্বা পরশ্ব যাইও না। তোমার প্রত্যেক কার্য্য—প্রত্যেক পদবিক্ষেপ শত্রুরা লক্ষ্য করিতেছে। পত্রখানা শত্রুদের হাতে পড়িলে, আমাদের আশা ভরসা সব নষ্ট হইবে, আর আমরা দত্ত সাহেবকে বাঁচাইতে পারিব না। যদি কখনও পত্রখানা শত্রুহস্তে পড়িবার সম্ভাবনা উপস্থিত হয়, তৎক্ষণাৎ বরং ওখানাকে যে কোন উপায়ে নষ্ট করিয়া ফেলিবে। বুঝিয়াছ?

এমিলা। খুব বুঝিয়াছি। বরং প্রাণত্যাগ করিব, তথাপি পত্রখানা তাহাদের হস্তে দিব না।

পালিত। মরিতে হয়, পরে মরিও কিন্তু পত্রখানা তাহার পূর্ব্বে নষ্ট করা চাই। জেলে দেখা করিতে যাইবার সময়,

যদি ছদ্মবেশে যাইতে পার আরও ভাল হয়। খুব সাবধান। যাও এখন বাড়ী যাও—আমি চলিলাম।

চক্ষু পালটিয়া এমিলা দেখিল, পালিত চলিয়া গিয়াছে। সেও আর তথায় অপেক্ষা না করিয়া, নিঃশব্দে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিল। আপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া ভাবিতে লাগিল, "কে এ পালিত!"

নবম পরিচ্ছেদ।

শয়তানের চেলা।

রঙ্গু নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না। গোপলা কামার চেতনা লাভ করিয়া, সে স্থান হইতে সরিয়া পড়িয়াছিল। কোথায় গিয়াছিল, পরে বিবৃত হইবে। কাজেই রঙ্গু ফিরিয়া আসিয়া, হিঙ্গুল খাঁর নিকট পাহারায় নিযুক্ত রহিল। হিঙ্গুল খাঁ তাহাকে বিস্তর ভয় দেখাইল, বিস্তর অনুনয় বিনয় করিল কিন্তু রঙ্গজানের হৃদয় কিছুতেই বিচলিত হইল না। অবশেষে পালিত আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং লোকটার পদের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলে, সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন তিনজনে পুল-পার হইয়া, ভদ্রার অপর প্রান্তে যে জঙ্গল আছে, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। হিঙ্গুল খাঁ জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় কোথায় লইয়া চলিলে?"

রঙ্গু উত্তর করিল, "গোর দিবে!"

রাগিয়া হিঙ্গুল কহিল, "যদি কখনও সময় পাই, কে কাহাকে গোর দেয়, দেখিয়া লইব। তোর কোমর পর্য্যন্ত পুঁতিয়া তোকে কুকুর দিয়া খাওয়াইব।"

রঙ্গু কি উত্তর দিতে যাইতেছিল, পালিত তাহাকে নীরব হইতে ইঙ্গিত করিয়া, উৎকর্ণ হইয়া কি শুনিতে লাগিল। দূরে মনুষ্য কণ্ঠস্বর এবং অশ্বপদধ্বনি শুনিতে পাইয়া কহিল, "এই স্থানে একটু অপেক্ষা কর,—কে 'আসিতেছে—দেখিয়া আসি।"

পালিত বনপথে অগ্রসর হইল। রঙ্গু হিঙ্গুল খাঁর সম্মুখে একটা বৃক্ষকাণ্ডে ঠেশ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হিঙ্গুল খাঁ ইতিমধ্যে কেবল মুক্ত হইবার উপায় কল্পনা করিতে লাগিল। কোনরূপে সাহায্য পাইবারও আশা নাই—যাহারা এ পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহারা যদি দলের লোক হয়,—তাহা হইলে, যাহা কিছু ভরসা, নচেৎ ইহারা লইয়া গিয়া পুলিসের হাতে দিলেই চক্ষু স্থির! সহসা বিধাতা তাহার প্রতি প্রসন্ন লইল। রঙ্গুর পার্শ্ব দিয়া একটা কি সাপ চলিয়া গেল। রঙ্গুর সর্পকে বড় ভয়। সে ভয়ে লাফাইয়া উঠিল। অবসর বুঝিয়া, ধূর্ত্ত হিঙ্গুল খাঁ, তাহার দক্ষিণ পা বাড়াইয়া দিয়া কৌশলে টানিয়া লইল। অসতর্ক রঙ্গু অমনি ভূতলে পড়িবা মাত্র, দুর্ব্বৃত্ত হিঙ্গুল তাহার উপর বসিয়া পড়িয়া বদ্ধ হস্তের দ্বারাই তাহার কর্ণমূলে কয়েকটা আঘাত করিল। সঙ্গে সঙ্গে হতভাগ্য বালকের সংজ্ঞা লোপ হইলপ

এদিকে পালিত বনের ভিতর ভিতর অগ্রসর হইয়া দেখিল,

তিনজন লোক সেই পথে অগ্রসর হইতেছে। দুইজন পদব্রজে, একজন অশ্বারোহণে। অশ্বারূঢ় স্বয়ং হেক্টর সাহেব। অপর দুইজনের একজন গোপলা কামার। সে সংজ্ঞা পাইয়া, হেক্টর সাহেবকে সংবাদ দিতে গিয়াছিল।

পালিত রঙ্গু প্রভৃতির নিকট ফিরিয়া আসিতেছিল, সহসা মধ্যপথে পশ্চাতের দিক হইতে, কে তাহার কর্ণমূলে এক ভীষণ আঘাত করিল। পালিত সে আঘাতে ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। আঘাতকারী হিঙ্গুল খাঁ।

হিঙ্গুল খাঁ রঙ্গুর নিকট হইতে মুক্ত হইয়া, বনের মধ্য দিয়া গোপনে পলাইতেছিল। পথিমধ্যে পালিতের দরশন পাইয়া, তাহাকে সহসা আক্রমণ করিল। তাহার হাতে এখনও হাতকড়া। পালিতকে মৃতবৎ পতিত দেখিয়া, হিঙ্গুল যেদিকে লোকের কথাবার্ত্তা শোনা যাইতেছিল; সেই দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। কিয়দ্দূরে গিয়া বুঝিল, তাহারা তাহার দলের লোক। তখন সে সঙ্কেত করিল। হেক্টর প্রভৃতি তথায় উপস্থিত হইলে, গোপলা কহিল, "খাঁ সাহেবের হাতে ও কি?"

হিঙ্গুল কহিল, "আগে হাতটা খুলিয়া দাও, পরে বলিতেছি।"

হেক্টর সাহেব কহিল, "তোমরা আজ কাজটা নষ্ট করিয়া ফেলিলে। তুই দুইজন লোক একটা ছুঁড়ীকে বাগাইতে পারিলে না।"

গোপলা হিঙ্গুলের হাতের হাতকড়া মুক্ত করিতে করিতে কহিল, হুজুর সব ঠিক হইয়াছিল, শয়তান বেটা হাজির হইয়া সব মাটী করিল।"

হিঙ্গুল কহিল. "আমিও বেটাকে মাটী করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি।"

সকলে সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কাকে কাকে?"

হিঙ্গুল। পালিতকে। বেটা মাটীতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছে।

হেক্টর। কোথায়?

হিঙ্গুল। বেশী দূরে নয়—ঐ খানিকটা আগে। এক আঘাতেই কুপোকাৎ হইয়াছে!

হেক্টর। উঠিয়া পলায় নাই ত?

হিঙ্গুল। হিঙ্গুল খাঁ তেমন মার মারে না। হাত বাঁধা ছিল, তবুও ছু বেটাকে এমন মার মেরেছি, এখন ছু'চার ঘণ্টা উঠিতে হইবে না।

হেক্টর। আর একজন কে?

হিঙ্গুল। শয়তানের বাচ্ছা—সেই রঙ্গু ছোঁড়াটা।

তখন সকলে মনের আহ্লাদে যে স্থানে পালিত এবং রঙ্গু পড়িয়াছিল, সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিরূপে হিঙ্গুল খাঁর হাতে হাতকড়া পড়ে, কিরূপেইবা মুক্তি পায়, হিঙ্গল খাঁ বলিতে বলিতে চলিতে লাগিল। সহসা সকলে চমকিয়া উঠিল। তাহাদের পশ্চাতে বনের মধ্যে কে আর্ত্তনাদ করিতেছে। কণ্ঠস্বর স্ত্রীলোকের—অতি করুণ। চারিজনেই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

আবার—আবার সেই করুণ ক্রন্দনধ্বনি। রজনীর নীরব নিস্তব্ধতার মধ্যে—সমীরের অঙ্গে প্রাণভরা ব্যাকুলতা মিশাইয়া আবার সেই কাতরধ্বনি ভাসিয়া ভাসিয়া, চলিয়া গেল। হেক্টর

সাহেব বিচলিত হইল। শব্দের দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। এত রাত্রে এ বিজন বিপিনে কে এ রমণী? বেশী দূরে নয়—তাঁহাদের অতি নিকটেই সমগ্র বনস্থলী কাঁপাইয়া, আবার সেই কামিনীকণ্ঠের কাতর ধ্বনি উঠিল। এবার সে স্বর বড়ই বিষাদমাখা—বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। সাহেব আর স্থির থাকিতে পারিল না—সানুচর সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল!

কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া, কাহাকেও দেখিতে পাইল না। পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। কেহ কোন কথা কহিল না। সহসা তাহাদের অতি নিকটে বামভাগে বনের মধ্য হইতে পুনরায় কে কাঁদিয়া উঠিল। কহিল, "কে তোমরা আমায় বাঁচাও—মলেম—মলেম—উঃ—উঃ।"

পুনরায় সব নিস্তব্ধ। সকলে সেই স্থানে উপস্থিত হইল। কেহ কোথাও নাই। তখন গোপলা কহিল, "সাহেব কাজটা ভাল হইতেছে না। আমি ওসব কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। আমরাও যত অগ্রসর হইতেছি—শব্দও যেন তত সরিয়া সরিয়া যাইতেছে। ও সব ভূতের কাণ্ড—এদিকে শয়তান বেটার জ্ঞান হইলে, সে সরিয়া পড়িবে।"

হেক্টর সাহেবের চমক ভাঙ্গিল। কহিল, "ঠিক বলিয়াছ, তোমরা দুইজন তাহার নিকট যাও—আমার একটা সন্দেহ হইতেছে—কণ্ঠস্বরটা যেন চেনা চেনা, আমরা দুইজন ইহার শেষ না দেখিয়া যাইব না।"

হিঙ্গুল খাঁ এবং গোপলা কামার, শয়তান এবং রঙ্গুকে গ্রেপ্তার করিতে চলিল। যখন তাহারা যথাস্থানে উপস্থিত

হইল, দেখিল কেহ কোথাও নাই। দুইজনই উঠিয়া পলাইয়াছে। হিঙ্গুল খাঁ অবাক! বাস্তবিকই কি লোকটা শয়তানের চেলা, না কোন পিশাচসিদ্ধ। এই দেখিয়া গেলাম মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে, নাসিকায় শ্বাস বহিতেছে কি না বহিতেছে,—ইহারই মধ্যে বেটা উঠিয়া পলায়ন করিল।

গোপলা কহিল, "এই দেখ রক্তের দাগ পড়িয়াছে। তাহা হইলে খুব জখম হইয়াছে—বেশী দূর পলাইতে পারে নাই—চল আসে পাসে সন্ধান করিয়া দেখি। এদিকেও ফর্সা হইয়া আসিতেছে।"

তখন উভয়ে রক্তের দাগ লক্ষ্য করিতে করিতে, বনের বাহিরে আসিয়া, রেলের রাস্তা ধরিয়া বরাবর চলিল।

এদিকে হেক্টর সাহেব এবং তাহার সঙ্গী বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িল। তাহারা যতই অগ্রসর হয়—শব্দও ক্রমশই তত সরিয়া যায়। অবশেষে বিরক্ত হইয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি? বল, নহিলে আমরা তোমার সাহায্যার্থ যাইব না।"

রমণীকণ্ঠে উত্তর হইল, "ওগো আমায় বাঁচাও! তোমার দুটী পায়ে পড়ি! বাবা গো তুমি—কোথায়—উঃ মলেম!"

হেক্টর। কে তুমি?

উত্তর। আমি জ্ঞানদা। উঃ।

হেক্টর। (স্বগতঃ) আমিও তাই অনুমান করিয়াছি। (প্রকাশ্যে) জ্ঞানদা—জ্ঞানদা! তুমি কোথায়?

উত্তর। এই যে আমি—কে তুমি—শীঘ্র এস!

সাহেব ছুটিয়া চলিল। সম্মুখে নদী। সাহেব তীরে

দাঁড়াইয়া কহিল, "কৈ জ্ঞানদা! তোমায় ত দেখিতে পাইতেছি না? আর একবার কথা কও!"

উত্তর। এই যে গো আমি!

হেক্টর। কৈ? কোথায়?

উত্তর। এই যে জলের ভিতর! এস প্রাণনাথ! দড়িকলসি বাঁধিয়া ঝাঁপাইয়া পড়!

সাহেব অবাক। সহসা নদীর অপর পার হইতে তালে তালে করতালি দিয়া, কে খিল খিল করিয়া, হাসিয়া উঠিল।

সাহেবের অনুচর কহিল, "সর্ব্বনাশ! হুজুর এ সেই শয়তানের চেলা রঙ্গু—সেই পাজী বেটার কাজ!"

সাহেব ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিল। সম্মুখে তরঙ্গ বিভঙ্গে নদী নৃত্য করিতেছে, উহা পার হইয়া তাহাকে ধরা বড় সহজ কথা নয়। তখন ব্যর্থ মনোরথ ক্রোধান্ত সাহেব অনুচরের সহিত হিঙ্গুল প্রভৃতির উদ্দেশ্যে চলিল। তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল শুনিল, দুইজনই উঠিয়া পলাইয়াছে।

তখন সাহেব হুকুম দিল, "পালিতকে গ্রেপ্তার করিয়া দিতে পারিলে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দিব—এবং জীবিতই হউক, আর মৃতই হইক, ছোঁড়াটাকে ধরিয়া আনিতে পারিলে, হাজার টাকা মিলিবে।"

ছোঁড়াটার উপর সাহেবের বড়ই রাগ।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিফল চেষ্টা।

পর দিবস সন্ধ্যার সময় পিউ সাহেব পুনরায় সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। এমিলার কথাবার্ত্তা আজ যেন কেমন চাপা চাপা, মুখখানা যেন কেমন ভারি ভারি। পিউ সাহেব তাহা লক্ষ্য করিয়া, তাহার মুখের দিকে খরদৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। এমিলা তাহা বুঝিতে পারিয়া, যথাসাধ্য সাবধান হইয়া, কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন ?"

এমিলা। হাঁ।

পিউ। লোকটার সহিত কি দেখা হইয়াছিল? তাহার সাক্ষ্যের উপর আমার মক্কেলের শুভাশুভ অনেকটা নির্ভর করিতেছে।

এমিলা। হাঁ, দেখা হইয়াছিল।

পিউ। তাহার সহিত কি কি কথাবার্ত্তা হইল, আমায় বলুন।

এমিলা। দুর্ভাগ্যক্রমে শত্রুরা আমার অভিসন্ধি পূর্ব্বে কোনরূপে জানিতে পারিয়া, গুণ্ডা নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল।

এই কথা বলিয়া সুন্দরী পিউ সাহেবের মুখের দিকে চাহিল। সে মুখ অচঞ্চল, ভাবশূন্য। কুমারী তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখিতে পাইল না। সাহেব জিজ্ঞাসা

করিলেন, "আপনি কি প্রকারে তাহাদের কবল হইতে উদ্ধার পাইলেন ?"

এমিলা। আমার নিকট কোন গোপনীয় দলিল পত্র আছে ভাবিয়া, একটা লোক যখন উহা আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইবার জন্য, আমাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল, সেই সময়ে পালিত উপস্থিত হইয়া আমাকে উদ্ধার করিল।

পিউ। যাউক, তাহা হইলে পালিতের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল ?

এমিলা। হাঁ হইয়াছিল বৈ কি !

পিউ। যে পত্রখান আপনাকে দিবার কথা ছিল, অবশ্য দিয়া গিয়াছে ?

এমিলা। না, তাহা আর দিবার আবশ্যক হয় নাই। মুখেই আমাকে সকল কথা বলিয়া দিয়াছে।

পিউ। আমি যখন তাঁহার কৌন্সলি, তখন আমার সকল কথা শোনা আবশ্যক।

এমিলা। পালিতের নিকট যাহা শুনিয়াছি, তাহার সহিত মোকদ্দমার কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া ত আমার বোধ হয় না। যাহা হউক, আমি দত্ত সাহেবকে সকল কথা বলিব, তিনি তাঁহার কৌন্সলিকে বলিবেন।

পিউ সাহেব অস্থিরভাবে চেয়ার খানার উপর নড়িয়া বসিলেন। একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে যুবতীর মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু কিছুই নিরাকরণ করিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে জেলে সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন ?"

এমিলা। তাহা এখনও ঠিক করিতে পারি নাই।

পিউ। পালিতের সহিত আবার কবে সাক্ষাৎ হইবে?

এমিলা। তাহা কিছু ঠিক করিয়া বলিয়া দেয় নাই।

পিউ। তবে আমি এখন আসি।

এমিলা। আসুন।

পিউ সাহেব বিদায় হইলেন। আজ তাঁহার মুখখানা ভারী অপ্রসন্ন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

হাজতে।

ব্যারিষ্টার এন, কে, দত্ত নির্জ্জন কারাকক্ষে বসিয়া বসিয়া আপনার দুরদৃষ্টের বিষয় পরিচিন্তন করিতেছেন।

দায়রা বিচারের আর অল্পদিনমাত্র বাকি আছে। তাঁহার হৃদয়ে যে সাহস এবং ধৈর্য্য ছিল, তাহা যেন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতেছে। তিনি যে সকল কৌন্সলি বা ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারাও তাঁহাকে উৎসাহ দিয়া, প্রফুল্ল রাখিবার তেমন কিছু অনুসন্ধান করিয়া পাইতেছেন না।

তাঁহার অনুকূলে কোন সাক্ষী-সাবুদ নাই। শুদ্ধ মুখের কথায় কোন কাজ হইবে না। একমাত্র সাক্ষী পালিত সাহেব। তাঁহার স্বপক্ষীয়েরা সেই সাক্ষীর উপরই নির্ভর করিয়া,

মোকদ্দমা লড়িবার উপকরণ যোগাড় করিতেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সে সাক্ষীও আবার আজ কয়েক দিন হইতে ফেরার। কাজেই তাঁহাদিগকে এখন অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইতেছে।

দত্ত সাহেব বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছেন, "মোকদ্দমাটার আগাগোড়া রহস্যপূর্ণ! কোথা দিয়া কি হইল—কোথাকার ভাগ্য-সূত্র কোথায় আসিয়া পড়িল, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। বি, কে, রায় আমার মাতুল! তাহার কথায় কি কোন সত্য আছে? অসম্ভব! চক্রান্ত—চক্রান্ত—ঘোর পৈশাচিক ষড়যন্ত্র! আমার বিষয়ের লোভেই চক্রান্তের সৃষ্টি! আমার আর কেহ উত্তরাধিকারী নাই—রোগে হউক, ফাঁসিতে হউক, আমি মরিলেই বিষয়টা তাহার। তাই ফাঁকি দিয়া বিষয়টা লইবার জন্য এই চক্রান্তজাল বিস্তার করিয়াছে! জ্ঞানদা কোথায়? সত্যই কি সে মরিয়াছে? আমার বিশ্বাস সে মরে নাই—সমস্তই ঐ পাষণ্ড রায়ের খেলা—সমস্তই তাহার চক্রান্ত!"

এই সময়ে জেলার বা কারাধ্যক্ষ আসিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "একটী বৃদ্ধা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছে, আসিতে অনুমতি দিব কি?"

অন্যমনস্কভাবে দত্ত কহিলেন, "কে সে বৃদ্ধা? তাহার পরিচয় না জানিলে আসিতে বলিতে পারি না!"

জেলার সাহেব আফিস ঘরে ফিরিয়া আসিয়া, বৃদ্ধাকে কহিলেন, "আপনার পরিচয় না পাইলে, তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না!"

বৃদ্ধা বিবির বেশভূষায় কিছু বিশেষত্ব ছিল। পরিচ্ছদাদি

বড় ঘরের মহিলার মত, মুখে একটী পুরু গোছের অবগুণ্ঠন। বৃদ্ধা কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া, কি বলিবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। ঠিক সেই সময়ে আফিস ঘরের রুদ্ধদ্বারে কে করাঘাত করিল।

অধ্যক্ষের জনৈক সহচর দ্বার মুক্ত করিতে গেল। বৃদ্ধা কোন কথা না বলিয়া, পুনরায় চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। অভিপ্রায় আগন্তুক কে, না দেখিয়া কোন কথা বলিব না।

পরমুহূর্ত্তে দ্বারমুক্ত হইল এবং মিষ্টার রায় কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অধ্যক্ষের সহিত তাঁহার তেমন কোন বিশেষ জানা শুনা না থাকিলেও, উভয়ে উভয়কে চিনিতেন।

রায় সাহেব বৃদ্ধার সম্মুখস্থ আসন পরিগ্রহ করিয়া, বিদ্রূপের স্বরে কহিলেন, "কুমারী এমিলা! বা! বেশ সাজিয়াছ ত?"

বৃদ্ধা কোন কথা কহিল না। জেলার সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটীকে কি আপনি চেনেন?"

রায় পূর্ব্ববৎস্বরে কহিলেন, "না এ বৃদ্ধাটীকে চিনি না, তবে এই যুবতীটীকে জানি।"

অধ্যক্ষ। যুবতী?

রায়। হাঁ—আপনাকে বোকা বানাইবার জন্য উহার আজ এই বেশ।

অধ্যক্ষ কিছু চটিলেন। কহিলেন, "কে কাহাকে বোকা বানায় পরে দেখা যাইবে! কিন্তু আমার কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য আমি জানি, আপনার স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, মধ্যস্থতা করিতে আসা ভাল হয় নাই।

রায়। আমি ত উপর-পড়া হইয়া কোন কথা বলিতে

আসি নাই, কেবল একজন প্রতারক শঠ আপনার কারাকক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে—সেই সংবাদ দিতে আসিয়াছি! বোধ হয়, এ প্রতারণা আপনি পূর্ব্বেই ধরিতে পারিয়াছেন?

অধ্যক্ষ। না, পূর্ব্বে আমার মনে কোন সন্দেহ হয় নাই।

এই সময়ে বৃদ্ধা গাত্রোত্থান করিয়া কহিল, "মহাশয়! দত্ত সাহেবকে বলুন, কুমারী এমিলা আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।"

অধ্যক্ষ কোন উত্তর করিবার পূর্ব্বে, রায় সাহেব কহিলেন, "মহাশয়! যুবতীটী যে ছদ্মবেশে আসিয়াছেন, তাহা উনি নিজেই স্বীকার করিতেছেন। আসামীর কক্ষে উহাঁকে প্রবেশ করিতে দিবার পূর্ব্বে একবার থানাতল্লাসি করিবেন।"

কুমারী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া অধ্যক্ষকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "মহাশয়! আমি শেরিফের নিকট হইতে দস্তুরমত পাশ লইয়া আসিয়াছি—এই দেখুন সেই হুকুমনামা, অনুগ্রহপূর্ব্বক দত্ত সাহেবকে সংবাদ দিন।"

অধ্যক্ষ দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। তদ্দর্শনে মিষ্টার রায় চীৎকার করিয়া কহিলেন, "অধ্যক্ষ সাহেব! যদি এই ছদ্মবেশিনীর সাক্ষাতের অব্যবহিত পরেই, আপনার জেল হইতে আসামী পলায়ন করে, আপনিই তাহার জন্য দায়ী হইবেন। আমি সময় থাকিতে আপনাকে সতর্ক করিয়া চলিলাম।"

জেলার সাহেব কিছু গোলযোগে পড়িলেন। রায় সাহেব সে অঞ্চলের একজন সঙ্গতিশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। বিশেষতঃ উপস্থিত ক্ষেত্রে তাঁহার কন্যা খুন হইয়াছে—আসামী যাহাতে আইনের কবল হইতে পলায়ন করিতে না পারে—সে বিষয়ে

বাধা দিবার বা দৃষ্টি রাখিবার তাঁহার ন্যায় সঙ্গত অধিকার আছে। তাহার পরে এমিলা ছদ্মবেশে আসিয়াছে কেন? কাজেই তিনি নিরস্ত হইলেন। কুমারীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমারী এলিমা! এই ভদ্র লোকটী বলিতেছেন, তুমি জেলখানা হইতে আমার বন্দীকে পলায়নে সাহায্য করিবার জন্য আসিয়াছ। এ অভিযোগ সম্বন্ধে তোমার কি বলিবার আছে?"

এমিলা মৃদুস্বরে কহিল, "সর্ব্বৈব মিথ্যা!"

ব্যঙ্গস্বরে রায় কহিলেন, "তবে ছদ্মবেশে আসিয়াছ কেন?"

এমিলা। আমি জানিতাম, তুমি দত্ত সাহেবের সহিত আমায় সাক্ষাৎ করিতে বাধা দিবে—সেই জন্য তোমার অজ্ঞাতে আসিবার জন্যই আমার এ ছদ্মবেশ।

রায়। ও একটা ফাঁকা ওজর! তোমায় আমি কি জন্য বাধা দিব? আসামীর হৃদয়ে আমার কন্যার প্রতি যে ভালবাসা ছিল, সত্য বটে তুমিই তা কাড়িয়া লইয়াছ, তাহা বলিয়া তাহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ করিতে আর বাধা দিবার আমার কি ক্ষমতা আছে?

এমিলা অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া ফেলিল। তাহার বৃহৎ চক্ষুর্দ্বয় ঘৃণাভরে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কুপিতস্বরে কহিল, "আমি তোমার ঐ গ্লানিকর প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে চাহি না কিন্তু তোমাকে গোপন করিবার আমার আবশ্যক আছে কি না, তোমার নিজের হৃদয়ে তাহা বেশ জান!"

রায়। আমি গ্লানিকর কোন কথাই বলি নাই। তোমার বিরুদ্ধে আমি যে সকল অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছি, সমস্তই

দায়রায় বিচারের দিন প্রকাশ করিব। তোমারই প্রোরচনায় এবং তোমারই ঐন্দ্রজালিক মোহে মুগ্ধ হইয়া, হতভাগ্য আসামী আমার কন্যাকে খুন করিয়াছে। তুমিই তাহাকে খুন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলে।

এমিলা। কি বলিব আমি অসহায়া দুর্ব্বলা স্ত্রীলোক মাত্র! যদি পুরুষ হইতাম—এই মুহূর্ত্তে তোমার ঐ কথার শাস্তি দিতাম।

আন্তরিক ক্রোধে সুন্দরীর সর্ব্বাঙ্গ ফুলিতে লাগিল। অধ্যক্ষ সাহেব একজন সদয় হৃদয় লোক স্ত্রীলোকের প্রতি এইরূপ দুর্ব্ব্যবহার দেখিয়া, তিনি মনে মনে বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "মিষ্টার রায়! আমার সম্মুখে এরূপ ভাবে কথা কহিবেন না। স্ত্রীলোকটী যিনিই হউন, উঁহাকে অপমান করিবার আপনার কোনই অধিকার নাই। ছদ্মবেশে জেল খানায় দেখা করিতে আসিয়াছে, এই যা তাহার অপরাধ। ওরূপ ভাবে জেলে আসিবার সন্তোষজনক উত্তর দিলেই, আমি তাহাকে দত্ত সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ছাড়িয়া দিব।"

এমিলা কহিল, "আমি এ লোকটার সম্মুখে কোন কথা বলিব না!"

অধ্যক্ষ কহিলেন, "আমিও উহার সমক্ষে তোমার কোন কথা শুনিতে ইচ্ছা করি না। তুমি আমার সহিত আইস!"

হতাশক্রোধে রায়ের মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। তিনিও গাত্রোথান করিয়া কহিলেন, "খবরদার অধ্যক্ষ সাহেব! এই নষ্টপ্রকৃতি ভয়ঙ্কর স্ত্রীলোকটাকে হত্যাকারীর কক্ষে প্রবেশ করিতে দিবেন না। আমি আপনাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ

করিতেছি, আমার কথা শুনুন। উহার নিকট একখানা পত্র আছে, তাহাতে আসামীর পলায়নের উপায় নির্দ্ধারিত এবং তাহাকে কি কি করিতে হইবে, তাহাই লিখিত আছে। আসামী বড় লোক—তাহার পলায়নের কৌশলের অভাব হয় না। স্মরণ রাখিবেন, অল্প দিন হইল, আপনারই জেলখানা হইতে একজন আসামী পলায়ন করিয়াছে।”

ক্রোধে জেলার সাহেবের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। মিষ্টার রায়কে কি উত্তর দিতে যাইতেছিলেন কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে এমিলার মুখপ্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িবামাত্র, মুহূর্ত্তে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন, এবং মনের গতিক অন্যরূপ হইয়া গেল। একখানা পত্রের কথা শুনিবামাত্র, এমিলার মুখভাব পরিবর্ত্তিত এবং পরিশুষ্ক হইল কেন?

জেলার সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “সত্যই কি তোমার নিকট এরূপ ভাবের কোন কাগজপত্র আছে?”

এমিলা নীরব। সুযোগ বুঝিয়া রায় দম্ভভরে কহিলেন “দেখিলেন সাহেব! আমার কথা সত্য কি মিথ্যা! আমার ও কথার উপর উহার প্রতিবাদ করিবার সামর্থ্য নাই। এই মুহূর্ত্তে উহার সর্ব্বাবয়ব পরীক্ষা করুন—তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত পরিচ্ছদে অনুসন্ধান করিয়া দেখুন—এখনই সেই কাগজখানা বাহির হইয়া পড়িবে। যদি আমার কথা না শোনেন—আসামী যদি পলায়ন করে—তাহার পলায়নে আপনারও সাহায্য আছে, বলিয়া, আপনাকেও অভিযুক্ত করা হইবে।”

অধ্যক্ষ সাহেব অগ্রবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, “কুমারী! আমি কোনক্রমে তোমাকে আসামীর কক্ষে যাইতে দিতে পারি না।

এই ভদ্রলোক তোমার বিরুদ্ধে যে গুরুতর অভিযোগ করিতেছেন যতক্ষণ তুমি তাহার কোন সন্তোষজনক কারণ দেখাইতে না পারিবে, ততক্ষণ আমি তোমায় ছাড়িতে পারিতেছি না। আমি তোমার পরীক্ষা করিব।"

এমিলা তথাপি নীরব। আপনার বিপদ বুঝিয়া কুমারী অন্তরে অন্তরে কাঁপিয়া উঠিল। বাস্তবিকই তাহার নিকটে, একখানা পত্র আছে—সেখানে প্রকাশিত হইয়া পড়িলে বা তাহা রায়ের হস্তগত হইলে, দত্ত সাহেবকে বাঁচাইবার আর কোন উপায় থাকিবে না। শঠপ্রকৃতি, ধূর্ত্ত রায় সাহেব তাহার প্রতিযোগী, সে সামান্য স্ত্রীলোকমাত্র। যুবতী বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। জেলার সাহেব দৃঢ়সংকল্পে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান—অদূরে রায় সাহেব গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। সে দৃশ্য বড় ভয়ঙ্কর! কুমারীর বাহ্য আকার অচঞ্চল—অন্তরে কিন্তু ঘোর চিন্তার আবর্ত্ত। মনে মনে একটা মতলব ঠাওরাইয়া কহিল, "ভাল, আমি আজ আর আসামীর সহিত সাক্ষাৎ করিব না—আমায় প্রস্থান করিতে দাও।"

রায় সাহেব কহিলেন, "তাহা হইতে পারে না। তোমার নিকট সে পত্রখানা থাকিতে, কখনই তুমি জেলের বাহির হইতে পারিবে না। খানাতল্লাসীতে এতই যদি তোমার অপমান বোধ হয়, তুমি আপনা হইতে সেখানা বাহির করিয়া দিতে পার।"

এমিলা পুনরায় জেলারকে কহিল, "আমাকে আটক রাখিবার বা আমার সর্ব্বাঙ্গ অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার, বোধ হয়, আপনার কোন অধিকার নাই! আমি যাইতে পারি?"

জেলার গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন, "না, তা পার না। আমারও এখন বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তোমার নিকট ঐরূপ ভাবের কোন কাগজপত্র আছে। যদি থাকে এবং আসামীর পলায়নে সাহায্য করিবার কোন ষড়যন্ত্র চলে,—সে বিষয়ে বাধা দিবার আমার আইনসঙ্গত খুব অধিকার আছে।"

এমিলা পূর্ব্ববৎ নীরব। মিথ্যা কথা বলিতে কেমন যেন তাহার মুখে বাধ বাধ ঠেকিতেছে। রায় সাহেব কহিলেন, "কুমারী আর কেন, কাগজখানা বাহির করিয়া দাও—সব লেঠা চুকিয়া যাউক। কেন বৃথা গণ্ডগোল বাধাইতেছ।"

জেলারও সেই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া কহিলেন, "হাঁ, আর কেন, কাগজখানা বাহির করিয়া দাও—আমিও কষ্টকর কর্ত্তব্যের হস্ত হইতে মুক্তি পাই!"

এমিলা কহিল, "আমার নিকট কোন কাগজ পত্র আছে, কি নাই, আমি কিছুই স্বীকার বা অস্বীকার করি নাই। আপনার যাহা ভাল বিবেচনা হয়, করিতে পারেন। আপনি থানা তল্লাসী করিতে পারেন।"

অধ্যক্ষ। তাহা হইলে, তুমি অভিযোগ অস্বীকার করিতেছ?

এমিলা। নিশ্চয়ই!

অধ্যক্ষ সাহেব তাঁহার সহকারী এবং মিষ্টার রায়কে কক্ষ হইতে বাহির হইতে আদেশ করিলেন। এমিলার হৃদয় দুর দুর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাঁহার চোখে মুখে সুস্পষ্ট ভয়ের চিহ্ন প্রকাশ পাইল, তথাপি তিনি ওষ্ঠাধর দৃঢ় সংবদ্ধ করিয়া, নীরবে বসিয়া রহিলেন।

রায় সাহেব কহিলেন, "আমার বাহিরে যাইবার আবশ্যক কি? আমি রহিলাম।"

ক্রুদ্ধ অধ্যক্ষ কহিলেন, "আবশ্যক অনাবশ্যক আমি বুঝি। এখানে আমার আদেশই—আইন। যান আপনি বাহিরে যান।"

রায় সাহেব আর দ্বিরুক্তি করিতে সাহস করিলেন না। সহকারীর সহিত কক্ষ বাহিরে প্রস্থান করিলেন। অধ্যক্ষ পুনরায় কহিলেন, "কুমারী! আমি এখনও অনুনয় করিয়া বলিতেছি, কাগজখানা আমার নিকট বাহির করিয়া দাও। আমি অনুসন্ধান করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি।"

কুমারী তথাপি নীরব। অধ্যক্ষ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তুমি আমাকে বাধ্য করিলে দেখিতেছি—এখনও আমার কথা শোন!"

এমিলা তথাপি নীরব। অধ্যক্ষ অগ্রসর হইয়া, তাহার হাত চাপিয়া ধরিলেন এবং উঠিয়া দাঁড়াইতে আদেশ করিলেন। এমিলা উঠিয়া দাঁড়াইল। অধ্যক্ষ সাহেব তাহার গাউনের উভয় পকেটে হাত পুরিয়া দিলেন, কিন্তু সেখানে কোন কাগজপত্র পাইলেন না।

তাঁহার প্রকৃতি স্বভাবতঃ কোমল। তবে সদাসর্ব্বদা অসচ্চরিত্র লোকের সংঘর্ষে থাকিয়া, যাহা কিছু কঠিনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহারও স্ত্রীকন্যা আছে—আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। মনে করিয়াছিলেন, ভয় পাইয়া যুবতী আপনা হইতেই কাগজখানা বাহির করিয়া দিবে কিন্তু হস্ত ধারণ করাতেও, যখন কোন ফল দর্শিল না, তখন নিরস্ত হইয়া কহিলেন, "না, এরূপভাবে হইবে না। তোমার নিকট

যে, কোন কাগজপত্র আছে, সে সম্বন্ধে আমার আর সন্দেহ নাই। তুমি বস, আমি একজন স্ত্রীলোককে ডাকিয়া পাঠাইতেছি। সে আসিয়া, তোমার সর্ব্বাবয়ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে।”

এমিলা উপবেশন করিল। অধ্যক্ষ সাহেব একখানা পত্র লিখিয়া, একজন ভৃত্যের হস্তে পুলিস হেড আফিসে বিখ্যাত মেয়ে-গোয়েন্দা হীরামন বিবিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

হীরামন বিবি।

অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে মধ্যবয়স্কা কৃশাঙ্গী এক বিবি জেলখানার অধ্যক্ষ সাহেবের কামরায় আসিয়া দেখা দিলেন।

যিনি আসিলেন, তাঁহারই নাম হীরামন বিবি। তিনি জাতিতে মুসলমানী, ধর্ম্মে খৃষ্টানী। তাঁহার স্বামীও একজন স্বনামখ্যাত পুলিস ইন্‌স্পেক্টর।

অধ্যক্ষ সাহেব তাঁহাকে সংক্ষেপে সকল কথা বলিয়া কহিলেন, “আমি আপনার উপর এই কার্য্যভার দিতেছি, আপনি ইহার নিকট হইতে কাগজখানা বাহির করিয়া লউন!”

এই বলিয়া, অধ্যক্ষ সাহেব কক্ষ ত্যাগ করিলেন। হীরামন কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া, এমিলার সম্মুখে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলেন এবং খরদৃষ্টিতে একবার কুমারীর

আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "কুমারী পুলিসের কাজ বড়ই পাজি কাজ! কিন্তু কি করিব—আইন চিরকালই আইন—মানিতেই হইবে!"

হীরামনের দৃষ্টি ভাবশূন্য, কোমলতা বর্জ্জিত। মুখমণ্ডল পরুষভাবাপন্ন। সে মুখের দিকে চাহিতে এমিলার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। যুক্তকরে কাতরকণ্ঠে তাহার নিকট কোন বিষয়ের প্রার্থনা করিলে কি পূর্ণ হইবে? অসম্ভব। তথাপি হতাশে উন্মত্ত হইয়া, বিপদে জ্ঞানবুদ্ধি হারাইয়া, এমিলা পকেট হইতে চেন সমেত একটা বহুমূল্য ঘড়ী বাহির করিয়া, হীরামনের সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিয়া, কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "আপনিও স্ত্রীলোক—আমার প্রতি সদয় ভাবে ব্যবহার করুন—এই ঘড়ীটী আমি আপনাকে উপহার দিতেছি!"

মুহূর্ত্তের জন্য যেন আনন্দে হীরামনের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি ঘড়ীটী হাতে করিয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া কহিলেন, "ইহার দাম যে অনেক—সত্য কি তুমি আমাকে এটা দিতেছ?"

এমিলা সাহস পাইয়া কহিল, "হাঁ—কেবলমাত্র আমার প্রার্থনা—আমার প্রতি একটু সদয় ভাবে ব্যবহার করিবেন!"

রমণী আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "তোমার মাথার টুপিটা খুলিয়া ফেল।"

এমিলার মুখ শুখাইল। বুক কাঁপিল। সর্ব্বনাশ! ঘড়ীটা গেল—আবার এদিকেও বুঝি সব প্রকাশ হইয়া যায়। কি করিবে উপায় নাই। ধীরে ধীরে টুপিটা খুলিয়া দিল। রমণী হীরামন পকেট হইতে একখানা কাঁচি বাহির করিয়া, সেলাইয়ের

মুখে মুখে টুপিটা বরাবর কাটিয়া ফেলিলেন। তাহার ভিতরকার গঠন বাহির হইয়া পড়িল। কুমারী ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। হীরামন তাহার মুখপ্রতি চাহিয়া কহিলেন, "ভয় নাই, আমি তোমার টুপিটা নষ্ট করিব না—আমি এরূপ ছেঁড়া কাটা জিনিষ খুব ভাল সেলাই করিতে জানি।"

এমিলা কোন উত্তর করিল না। হীরামন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে টুপিটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া পরীক্ষা করিয়া, টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন। তাহার পর সেই প্রকারে তাহার পরিচ্ছদের প্রত্যেক অংশ অনুসন্ধান করিলেন। অবশেষে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "আমার বিবেচনায় অধ্যক্ষের তোমার কথাতেই বিশ্বাস করা উচিৎ ছিল। আমি ত কোন কাগজপত্র পাইলাম না—তবে যদি তোমার ত্বকের নীচে লুকান থাকে, পৃথক কথা!"

এমিলার মুখখানা অনঙ্গপ্রফুল্ল হইয়া উঠিল। হীরামন তাহা লক্ষ্য করিলেন! তাঁহার সাহায্যে এমিলা পুনরায় পরিচ্ছদাদি যথাস্থানে পরিল। টুপিটা টেবিলের উপর ছিল এমিলা উহা লইতে গেলে, তিনি কহিলেন, "থাক্, ওটা ঐখানে থাক!"

এমিলা নিরস্ত হইল কিন্তু কেমন একটা ভয়ে পুনরায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল! উহার উদ্দেশ্য কি? কি উদ্দেশ্যে টুপিটা পরিতে দিল না?

এমিলা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, যতদূর সম্ভব শান্তভাবে একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। হীরামন ঘড়ীটা নিজের পকেটের মধ্যে রাখিয়া, দ্বারমুক্ত করিয়া দিল। অধ্যক্ষ তাঁহার সহকারী এবং মিষ্টার রায় কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ কোন কাগজপত্র পাইলেন?"

এমিলার প্রাণ কণ্ঠে আসিল। রমণী বিশ্বাস ঘাতিনী। ঘড়ীটা তুলিয়া লইল, টুপিটা পরিতে দিল না—এইবার বুঝি সব গেল কিন্তু সব গেল না। হীরামন কহিলেন, "আমি শপথ গ্রহণ করিয়া বলিতে পারি, এই যুবতীর অঙ্গ মধ্যে কোন কাগজ পত্র লুকান নাই।"

অধ্যক্ষ সাহেব অপ্রতিভ হইলেন। মিষ্টার কিন্তু রাগিয়া কহিলেন, "যদি তাহার নিকট কোন কাগজপত্রই ছিল না, সে অস্বীকার করে নাই কেন?"

এমিলা কহিল, "এখন করিতেছি।"

রায়। পূর্ব্বে কর নাই কেন?

এমিলা। তাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইতে না। আমাকে অপমানিত করিয়া, এখন ত তোমার আশা মিটিয়াছে!

সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া রায় অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে স্ত্রীলোকটী?"

অধ্যক্ষ। একজন বিশ্বাস যোগ্য বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ। তাঁহার রিপোর্টে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমার বিশ্বাস আপনি বৃথা ভ্রান্ত হইয়াছেন।

রায়। কিন্তু আপনি তাহাকে আসামীর কক্ষে প্রবেশ করিতে দিবেন না। লিখিত পত্র না আসিয়া মৌকিক সংবাদ দিয়া যাইবে।

অধ্যক্ষ। গৌরিকের নিকট হইতে পাস লইয়া আসিয়াছে। উহাকে বাধা দিবার আমার ক্ষমতা নাই। আমার কঠোর

কর্ত্তব্য আমি পালন করিয়াছি। চল মিস্! তোমাকে আসামীর কক্ষে রাখিয়া আসি!

আনন্দবিহ্বলা এমিলা টুপিটা ফেলিয়া রাখিয়াই, অধ্যক্ষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। হীরমন তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "কুমারী! তোমার টুপিটা আমি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি, বাটীতে গিয়া সেলাই করিয়া লইও!"

এমিলা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, টুপিটা লইয়া অধ্যক্ষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তাঁহারা অনেক কক্ষদালান পার হইয়া, অবশেষে একটী কক্ষের দ্বারে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। অধ্যক্ষ পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া, কুলুপ খুলিয়া কহিলেন, "যাও, ইহার মধ্যে দত্ত সাহেবকে দেখিতে পাইবে। অর্দ্ধঘণ্টা সময় দিলাম। তাহার পরই আসিয়া তোমায় বাহির করিয়া লইয়া যাইব।"

জেলার চলিয়া গেলেন। কম্পিতপদে কম্পিতহৃদয়ে কুমারী এমিলা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দত্ত সাহেব বাহু বিস্তার করিয়া তাহাকে ধরিয়া না ফেলিলে যুবতী সেই বন্ধুর প্রস্তর কঠিন কক্ষতলে পড়িয়া যাইত। এমিলা ক্ষিপ্রহস্তে টুপির খানিকটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, তাহার মধ্য হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া, তাঁহার পকেটের মধ্যে গুঁজিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার চৈতন্যও লোপ পাইল। দত্ত সাহেব সাবধানে সুন্দরীর দেহলতিকা কোলে করিয়া, কক্ষতলে বসিলেন এবং বহু শুশ্রূষার পর তাহার সংজ্ঞা সঞ্চার হইল। যুবতী উঠিয়া বসিল! ত্রিশ মিনিট সময়ের দশ মিনিট মূর্চ্ছা ভাঙ্গিতেই কাটিয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

এমিলা প্রণয়াস্পদের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে লাগিল। দত্ত সাহেব তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয়তমে সত্য করিয়া বল, তুমি আমায় নিরপরাধ না দোষী ভাবিয়াছ?"

এমিলা। আমি মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার প্রতি আরোপিত দোষে বিশ্বাস করি নাই। তোমায় দোষী ভাবিব? তাহার পূর্ব্বে যেন আমার মৃত্যু হয়!

দত্ত। আমার বিরুদ্ধে এত অকাট্য প্রমাণ পাইয়াও, তুমি আমায় নিরপরাধ ভাবিতেছ?

এমিলা। সমস্তই মিথ্যা! সমস্তই চক্রান্ত!

দত্ত। না প্রিয়তমে সমস্ত মিথ্যা নয়। তোমার স্মরণ থাকিতে পারে, সেই দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে জ্ঞানদার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর আমি কি বলিয়াছিলাম।

এমিলা। সমস্তই স্মরণ আছে—কিছুই ভুলি নাই। তথাপি বিশ্বাস করি না।

দত্ত। হেক্টর সাহেবের জবানবন্দীর অধিকাংশ কথাই সত্য। বাস্তবিক সেই রাত্রে আমি জ্ঞানদার সহিত পুলের উপর ছিলাম, আমার ধাক্কাতেই সে জলে পড়িয়া গিয়াছিল,—এখনও কি তুমি আমাকে নিরপরাধ ভাব?

এমিলার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। কহিল, "দুরন্ত লোকগুলার চক্রান্তে পড়িয়া, আমার জীবনসর্ব্বস্বের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে!"

দত্ত। না এমিলা! আমার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে নাই। আমি এখনও ঠিক প্রকৃতিস্থ আছি। কিন্তু আর বেশী দিন থাকিব না।

এমিলা। কেন কি তুমি আমাকে পরীক্ষা করিতেছ?

দত্ত। না—যাহা বলিলাম, সকলই সত্য! এখনও কি তুমি বলিতে চাও—আমি নির্দ্দোষী?

এমিলা। আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কিছুতেই আমার বিশ্বাস হইতেছে না। তুমি দোষী হও আর নির্দ্দোষী হও—তুমি আমার। তোমার প্রতি আমার ভালবাসার কিছুতেই ব্যতিক্রম ঘটিবে না!

যুবক যুবতীকে বহুবেষ্টনে হৃদয়ের উপর টানিয়া লইয়া, তাহার শুভ্র বিমল ললাট চুম্বন করিয়া কহিলেন, "রমণীরত্ন! আমি সমস্তই তোমায় বুঝাইয়া দিব। আমি জ্ঞানদা হত্যায় সম্পূর্ণ নিষ্পাপ!"

এমিলা। যথেষ্ট হইয়াছে—আমি আর শুনিতে চাই না—উহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। প্রিয়তম! সময় বহিয়া যায়—এখনও আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য শেষ হয় নাই। এখন আমরা কি উপায়ে তোমায় রক্ষা করিতে পারিব—কি উপায়ে তোমার স্কন্ধ হইতে অপকলঙ্কের বোঝা নামাইতে পারিব—সেই বিষয়ের আলোচনা করিব।

দত্ত। সে চেষ্টা বৃথা। শত্রুরা যেরূপভাবে মোকদ্দমা সাজাইয়াছে, তাহাতে আমার উদ্ধারের কিছুমাত্র আশা নাই।

এমিলা। নিশ্চয় আছে। জ্ঞানদা মরে নাই—চক্রান্ত করিয়া শত্রুরা তোমায় বিপন্ন করিয়াছে বই ত নয়। পালিতের চেষ্টায় শীঘ্রই তাহাদের চক্রান্তজাল—উহা যতই দুর্ভেদ্য হউক না কেন—ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে।

দত্ত। আমি শুনিয়াছি, সে জেল হইতে পলায়ন করিয়াছে। তাহার কথায় কে বিশ্বাস করিবে—তাহার কথায় আমারই বিশ্বাস হয় না।

এমিলা। জ্ঞানদাকে যে সে দেখিয়াছিল, তুমি কি অবিশ্বাস কর?

দত্ত। নিশ্চয়। যদি তাহার কথা সত্য হইত, সে পলাইত না।

এমিলা। প্রিয়তম! তুমি তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পার নাই। তাহাকে সামান্য লোক ভাবিওনা—তাহাকে যাহা দেখ বা যাহা ভাব—সে তাহা নহে। সে তোমার জন্য না করিতেছে কি? তোমার অনুকূলে প্রমাণ সংগ্রহ করিবার জন্যই সে জেলের বাহিরে গিয়াছে। সময়ে ঠিক হাজির হইবে।

এই সময়ে বাহিরে কাহার পদশব্দ শ্রুত হইল। এমিলা কহিল, "তোমার পকেটে যে পত্রখানা আছে পড়িও—পালিতের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইতে পারিবে। পড়া হইলে নষ্ট করিয়া ফেলিবে। সাবধান কেহ যেন না দেখিতে পায়।"

এই সময়ে অধ্যক্ষ সাহেব দ্বার খুলিয়া কহিলেন, "কুমারী এমিলা! আর আমি অপেক্ষা করিতে পারি না—বাহিরে আইস।"

অগত্যা এমিলা সে দিনের মত বিদায় হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

শঠে শাঠ্যং।

এমিলা যখন জেলখানা হইতে বাহির হইয়া ষ্টেশনে আসিল, তখন সন্ধ্যা হইতে বড় বিলম্ব নাই। ধরমপুর সদর হইতে মাণিকগঞ্জ বেশী দূর না হইলেও, রেলে যাতায়াতই সুবিধা। আসিবার সময়ও রেলে আসিয়াছিল।

ষ্টেশনে আসিয়া এমিলা শুনিল, ট্রেণ আসিতে তখনও এক ঘণ্টার উপর বিলম্ব আছে। সমস্ত দিনের পরিশ্রম এবং উদ্বেগে যুবতী বড়ই ক্লান্ত এবং ক্ষুৎপিপাসাতুর হইয়া পড়িয়াছিল। নিকটেই একটা হোটেল ছিল, তথায় কিছু আহার করিয়া পুনরায় ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিতেছে, এমন সময়ে কে একজনা পশ্চাৎ হইতে তাহার গাউন ধরিয়া টানিল। যুবতী ফিরিয়া দেখিল, মধ্যবয়স্কা এক ভদ্র মহিলা। মহিলা কহিল, "এই দিকে আমার সঙ্গে এস!"

সন্দিগ্ধ যুবতী কহিল, "কে তুমি?"

মহিলা। ঐই দিকে একটু নির্জ্জনে এস, বলিতেছি।

এমিলা। কে না জানিলে যাইব না।

মহিলা। কি ভীরু! কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে অত সাহস, অত দৃঢ়প্রতিজ্ঞা প্রদর্শন করিল,—তাহার পক্ষে এ ভীরুতা শোভা পায় না! আমার সঙ্গে এস—পালিতের নিকট হইতে কোন সংবাদ লইয়া আসিয়াছি!

এমিলা দেখিল, এ আর এক নূতন বিপদ। জেলখানা হইতে বাহিরে আসিতে না আসিতে এ আর এক চক্রান্ত! এমিলা রাগ করিয়া বলিল, "দূর হও আমার নিকট হইতে, আমি তোমার সহিত যাইব না।"

এই সময়ে তাঁহাদের পার্শ্ব দিয়া একজন সাহেব চলিয়া গেল। এমিলা স্পষ্ট দেখিল, উক্ত মহিলার সহিত তাহার কি একটা ইঙ্গিত-বিনিময় হইল। ভয়ে যুবতীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। অনিশ্চিত বিপদাশঙ্কায় চোখে অন্ধকার দেখিল।

মহিলাটী তাহা লক্ষ্য করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "পালিত না তোমাকে বলিয়াছিল, যখন তাহার সহিত সাক্ষাতের কোন সম্ভাবনা নাই—তখনও তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে?"

এমিলা শিহরিয়া উঠিল। এ স্বর যে তাহার পরিচিত। ভয়ে ভয়ে তথাপি জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?"

হাসিয়া রমণী উত্তর করিল, "আমিই সেই পাগলা পালিত!"

বহু কষ্টে যুবতী বিস্ময় দমন করিয়া কহিল, "চল, এখন যেখানে যাইতে বল, যাইব।"

তাহারা দুইজনে সদর রাস্তা ছাড়িয়া, একটা বক্র পথে ঘুরিয়া, একটা নির্জ্জন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। পালিত পুনঃ পুনঃ পশ্চাতের দিকে মুখ ফিরিয়া চাহিতে লাগিল। তদ্দর্শনে এমিলা জিজ্ঞাসা করিল, "মোহ কি আমাদের পশ্চাতে আসিতেছে?"

পালিত। আসিতেছে। তোমার অনুসরণ করিতেছে।

এমিলা। কে?

পালিত। রায়ের নিয়োজিত একটা সাহেব—যে তোমার নিকট পিউ সাহেব বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল।

এমিলা। তুমি কেমন করিয়া জানিলে?

পালিত। আমি আজ সমস্ত দিন ছায়ার মত তোমার অনুসরণ করিতেছি। যে ট্রেণে তুমি এখানে আসিয়াছ—আমিও সেই ট্রেণে আসিয়াছি—রায়ও তাহাতেই আসিয়াছে!

এমিলা। আমার ছদ্মবেশ সহজেই ধরা পড়িয়াছে—তোমার কিন্তু কেহ বুঝিতে পারে নাই।

পালিত। তুমি শিক্ষানবিশ—আমি এ সব কাজে অভ্যস্ত। এক্ষণে বল তোমার ভাবী স্বামীর সহিত কি কি কথাবার্ত্তা হইল?

এমিলা। বলিতেছি—আগে আমার বিপদের কথা শোন—

পালিত। আমি সে সমস্তই জানি—এখন দত্ত সাহেবের সহিত যে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছে, বল শুনিব!

বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া যুবতী পালিতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পরে কহিল, "বল কি! সমস্তই জান? কি প্রকারে জানিলে?"

পালিত। আমাদের পাশ দিয়া একটা সাহেব গেল দেখিয়া থাকিবে——

এমিলা। হাঁ হাঁ। যাইবার সময় তোমার সহিত কি ইষারা করিয়া গেল। কে ও?

পালিত। উহারই মুখে সমস্ত অবগত হইয়াছি।

এমিলা। ও কি প্রকারে জানিল?

পালিত। সেই সময়ে জেলখানায় উপস্থিত ছিল।

এমিলা। কৈ আমি ত উহাকে একবারও দেখি নাই।

পালিত। খুব দেখিয়াছি—ঐ তোমার হীরামন বিবি—সেই মেয়ে-গোয়েন্দা।

এমিলা। পালিত! তুমি আমায় আশ্চর্য্য! করিলে। ঐ সেই মেয়ে গোয়েন্দা—আমার কি জ্ঞান বুদ্ধি লোপ হইয়া আসিতেছে!

পালিত। সত্যই তাই। হীরামন পুরুষ বা স্ত্রী সাজিলে, কেহ তাহাকে চিনিতে পারে না কিন্তু বাস্তবিক সে স্ত্রীলোক। সে যেমন পুরুষ সাজিতে পারে, আমিও সেইরূপ স্ত্রী সাজিতে পারি।

এমিলা। তাহা হইলে, পত্রখানা কোথায় লুকান ছিল, হীরামন জানিত?

পালিত। নিশ্চয়। এক্ষণে বল তোমার সহিত দত্ত সাহেবের কি কি কথাবার্ত্তা হইয়াছে?

এমিলা সমস্তই বলিল। শুনিয়া পালিত কহিল, "তাহা হইলে, তিনি পত্রখানা পড়েন নাই?"

এমিলা। না। কিন্তু পালিত তুমি কে? তুমি ত সামান্য লোক নও—তোমার স্বরূপ পরিচয় কি দিবে না?

পালিত। সময়ে দিব। এখন কিরূপে তোমাকে নির্ব্বিঘ্নে বাটী রাখিয়া আসিব—তাই ভাবিতেছি। ট্রেণে আমাদের যাওয়া হইবে না!

এই সময়ে পশ্চাতে কাহার পদশব্দ শোনা গেল। পালিত কহিল, "ঐ তাহারা আসিতেছে। এমিলা ভয় পাইও না। যদি কোন কিছু ঘটে—সাহস হারাইও না।"

তাহারা সে রাস্তা ছাড়িয়া, অন্য রাস্তায় গিয়া পড়িল।

অনুসরণকারীরা ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল। পালিত আর একবার পশ্চাতের দিকে চাহিয়া কহিল, "যাহা ভাবিয়াছি, তাহাই ঠিক—স্বয়ং রায় সাহেব জাল পিউ সাহেবের সহিত আসিতেছে। পুনরায় বলিতেছি, ভয় পাইও না। স্মরণ থাকে যেন, আমি তোমার খুড়ী—তোমায় লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি!"

এই সময়ে অনুসরণকারীরা তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া, পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইল এবং রায় কহিলেন, "এমিলা এদিকে একটা কথা শুনিয়া যাও!"

পালিতের ইঙ্গিতে এমিলা আসিল। রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সঙ্গে এ স্ত্রীলোকটী কে?"

এমিলা। সে সংবাদে তোমার কোন আবশ্যক নাই। আমাকে এত উত্যক্ত, এত অপমানি করিয়াও কি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই? পথ ছাড়—আমরা যাই।

রায়। এখনই তোমার হইয়াছে কি! আমার কন্যা হত্যায় তুমি সহায়তা করিয়াছ—তোমাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে। ইন্‌স্পেক্টর সাহেব ইহাঁরই নাম এমিলা - গ্রেপ্তার করুন।

সঙ্গের লোকটী এমিলাকে ধরিবার জন্য হস্তপ্রসারিত করিয়া কহিল, "কুমারী তুমি আমার বন্দী!"

পালিত উভয়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া কহিল, "আমার এই মেয়েটীকে গ্রেপ্তার করিবার পূর্ব্বে—তোমার পরোওয়ানা দেখাইতে হইবে!"

ইন্‌স্পেক্টর সাহেব রাগান্বিত হইয়া কহিলেন, "কে তুমি? পুলিসের কর্ত্তব্য কাজে বাধা দাও!"

পালিত। আমি কোন বে-আইনি কাজ করি নাই। কেবল তোমার ওয়ারেণ্টখানা দেখিতে চাহিতেছি।

ইন্। তুমি এখন সরিয়া দাঁড়াও—তোমার সহিত বৃথা বাক্যব্যয় করিবার আমার সময় নাই!

পালিত। আমিও বলিতেছি, হয় ওয়ারেণ্ট বাহির কর, নয় সরিয়া দাঁড়াও।

ইন্। ওয়ারেণ্ট থাক, আর নাই থাক, উহাকে আমার সহিত যাইতে হইবে।

এমিলা কিছু ভীত হইয়া পড়িল। পালিত পকেট হইতে একটা পিস্তল বাহির করিয়া পরুষস্বরে কহিল, "খবরদার গায়ে হাত তুলিও না!"

জাল ইন্‌স্পেক্টর দুই হাত অন্তরে সরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "এ কখনই স্ত্রীলোক নয়—নিশ্চয় কোন ছদ্মবেশী পুরুষ!"

পালিত প্রত্যুত্তরে কহিল, "এখনও বলিতেছি সরিয়া দাঁড়াও, নচেৎ দেখিবে শয়তান স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছে!"

এইবার মিষ্টার রায় কর্কশকণ্ঠে কহিলেন, "তুমি যেই হও—পুলিস কর্ম্মচারীকে তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মে বাধা দিও না—সরিয়া দাঁড়াও, নচেৎ তোমায় ইহার জন্য অনুতাপ করিতে হইবে!"

পালিতের চক্ষু একবার অস্বাভাবিক দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠিল। তীব্রকণ্ঠে কহিল, "ওয়ারেণ্টের অছিলায় এই অসহায়া যুবতীকে নির্য্যাতন করিলে, তোমাকেও কম অনুতাপ করিতে হইবে না মিষ্টার হারিশ।"

মুহূর্ত্তে মিষ্টার রায়ের মুখখানি শুখাইয়া গেল। এত দম্ভ, এত তেজ সব লোপ পাইল। বিশুষ্ককণ্ঠে কহিলেন, "মিষ্টার হারিশ!—কে তুমি?"

পালিত কহিল, "যেই হই, এখন বুঝিতে পারিতেছ, তোমার নাড়ী নক্ষত্র আমার অজ্ঞাত নাই! এই সময়ে সময় থাকিতে সরিয়া দাঁড়াও!"

এই সময়ে অদূরে একখানা অশ্বশকট আসিতেছিল। তদ্দর্শনে মিষ্টার রায় আনন্দিত হইয়া কহিলেন, "এই যে সরিতেছি!"

কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য সকলেই নীরব। গাড়ীখানা আসিয়া তাঁহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইল এবং গাড়ীর মধ্য হইতে দুইজন লোক নামিয়া পড়িল। মিষ্টার রায় কহিলেন, "আপনারা ঠিক সময়েই আসিয়াছেন। এই স্ত্রীলোকটা একজন পুলিস-কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্যে বাধা দিতেছে।"

আগন্তুকদ্বয়ের মধ্যে একজন কহিল, "কে আইন-সঙ্গত গ্রেপ্তারে বাধা দিতে সাহস করে? তুমি?"

পালিত কোন কথা না বলিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। তদ্দর্শনে রায় কহিলেন, "কেমন এখন আর বাধা দিতে পারিলে না?

পালিত কহিল, "সময়ে আমিও বুঝিয়া লইব।"

তখন মিষ্টার রায় নবাগতদ্বয়কে এমিলাকে গ্রেপ্তার করিতে আদেশ করিলেন। পুলিসকর্ম্মচারীদ্বয় তাহাকে ধরিতে অগ্রসর হইল। তদ্দর্শনে এমিলা ভীত হইয়া কহিল, "পালিত! ইহারা যে আমাকে ধরিতে আসিতেছে—তুমি শীঘ্র লোকের সাহায্য প্রার্থনা কর।"

তৎছ্রবণে মিষ্টার রায় কহিলেন, "ওঃ তাহা হইলে এই ছদ্মবেশিনী জেলভাঙ্গা পালিত সাহেব। ধর ধর—ইহাকে ধরিয়া হাতে হাতকড়া পড়াইয়া দাও!"

পালিত বাধা দিবার চেষ্টা করিল। রায় সাহেব গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। তখন পুলিসকর্ম্মচারীদ্বয় এমিলা এবং পালিতকে ধরিয়া ফেলিল। পালিত বাধা দিবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। একজন তাহার হাতে হাতকড়া পরাইয়া দিল। এমিলা কাঁদিয়াই আকুল। সান্ত্বনা বাক্যে পালিত কহিল, "ভয় করিও না—উপযুক্ত স্থানে উপস্থিত হইলেই মুক্তি পাইবে।"

কর্ম্মচারীদ্বয় তাহাদিগকে লইয়া গাড়ীতে পুরিল। মিষ্টার রায় কর্ম্মচারীদিগের কানে কানে কি বলিয়া দিলে, তাঁহারাও গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন এবং কোথায় গাড়ী লইয়া যাইতে হইবে বলিয়া দিলেন। গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। রায় ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, "খুব সাবধান—লোকটা ভারি শয়তান!"

অনুচ্চস্বরে মৃদু হাসিয়া পালিত কহিল, "সাবধানের ত্রুটী হইবে না!" তখন গাড়ী রায় এবং তাঁহার অনুচরের নিকট হইতে অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। পালিতের উক্ত কথায় গাড়ীর মধ্যে একটা হাস্য-কোলাহল উত্থিত হইল। এমিলা শিহরিয়া উঠিল। এ কি? এ আবার কি রঙ্গ?

পালিত কহিল, "হরি বাবু! হাতকড়াটা খুলিয়া দিন?" এমিলা অবাক! পালিতের সহসা কি বাতিক বৃদ্ধি হইল না কি? বলে কি? কিন্তু বাস্তবিকই যখন হরি বাবু তাহার

হাতের হাতকড়া খুলিতে লাগিল, তখন আর তাহার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। হাসিয়া পালিত কহিল, "এমিলা তুমি নিরাপদ!"

অশ্রুসিক্ত লোচনে এমিলা কহিল, "বল কি! কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

তখন একজন রমণীকণ্ঠে উত্তর করিল, "বুঝিবে আর কি কুমারী! মিষ্টার রায় বড় ধূর্ত্ত এবং চতুর হইলেও, আজ বড়ই ঠকিয়াছে। আজ তাহার হার চারিদিকে! কেমন তোমার টুপির ঠিক মধ্য স্থলে কাগজ খানা ছিল, পাইয়াছ ত?"

সবিস্ময়ে এমিলা কহিল, "তুমি কে?"

উত্তর হইল, "আমিই সেই মেয়ে-গোয়েন্দা হীরামন বিবি। এই লও ভাই তোমার ঘড়ী—আমার আবশ্যক নাই!"

এই বলিয়া হীরামন বিবি এমিলার হস্তে ঘড়ীটী প্রত্যর্পণ করিলেন। এমিলা কহিল, "কি সর্ব্বনাশ! তাহা হইলে, কাগজখানা কোথায় ছিল, তুমি প্রথম হইতেই জানিতে?"

হীরা। হাঁ।

এমিলা। ওঃ এতক্ষণে বুঝিয়াছি কেন তুমি আমাকে টুপিটা টেবিলের উপর রাখিতে বলিয়াছিলে। 'যুবতীর অঙ্গে কোন কাগজপত্র লুকান নাই'—বলিয়া আমাকেও রক্ষা করিলে—নিজেও কৌশলে মিথ্যা বলিলে না।

হীরা। ঠিক তাই।

এমিলা। কিন্তু তোমরা রায়ের আজিকার এ সকল অভিসন্ধি কিরূপে জানিতে পারিলে?

হীরা। সে সব তোমার শুনিয়া কাজ নাই—ও আমাদের একটা গোপনীয় বিষয়!

এমিলা। তাহার বিশ্বাস তোমরা তাহারই লোক—তাহারই জন্য আমাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছ!

হীরা। তা বই আর কি?

এমিলা। আমরা এখন কোথায় যাইব।

পালিত কহিল, "তোমার বাড়ী!"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

দায়রার বিচার।

উক্ত ঘটনার পাঁচদিন পরে, একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে এমিলা তাহার উপরকার কক্ষে একাকিনী বসিয়া আছে। তাহার পিতামাতা কার্য্যান্তরে কোথায় বাহিরে গিয়াছেন,—বাড়ীতে এক পরিচারিকা ভিন্ন আর কেহ নাই।

পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল একটী ভদ্রলোক দেখা করিতে আসিয়াছে। এমিলা কহিল, "বল গিয়া, এখন আমি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিব না।"

পরিচারিকা চলিয়া গেল এবং ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "সাহেব দেখা না করিয়া কিছুতেই যাইবে না—তাহার নাম নাকি হীরামন।"

এমিলা চমকিয়া উঠিল। ভাবিল, স্ত্রীগোয়েন্দা হীরামন, ছদ্মবেশ ধারণে বড়ই সুনিপুণা, সম্ভবতঃ সেই পালিতের নিকট হইতে কোন সংবাদ লইয়া আসিয়াছে। এমিলা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নীচে নামিয়া চলিল।

বৈঠকখানা গৃহে প্রবেশ করিয়া, আগন্তককে দেখিবামাত্র এমিলার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। যে ব্যক্তি ব্যারিষ্টার পিউ সাহেবের নাম জাল করিয়া, দুইবার সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল, আগন্তক সেই জাল পিউ সাহেব। তাহাকে দেখিবামাত্র কুমারী কর্কশকণ্ঠে কহিল, "প্রতারক—ধূর্ত্ত—আমি তোমার প্রতারণা জানিতে পারিয়াছি—দূর হও, আমার বাড়ী হইতে।"

যুবতী তাহাকে বহিস্কৃত করিয়া দিবার জন্য, লোকের সাহায্য চাহিতে দ্বারের দিকে অগ্রবর্ত্তিনী হইল। পিউ সাহেব গর্জ্জন কবিয়া কহিল, "খবরদার একপাও নড়িবে না—নড়িলেই বিপদে পড়িবে!"

ঘৃণাভরে সুন্দরী কহিল, "কি এত স্পর্দ্ধা তোমার—আমার বাড়ীতে আসিয়া আমাকে শাসাইতেছ?"

আগন্তুক। তুমি আমার কথা না শুনিয়া যাইতে পারিবে না।

এমিলা। আমি তোমার মত প্রবঞ্চকের কথায় কর্ণপাত করি না।

আগন্তুক। তুমি জাল পিউ সাহেবের কথায় কর্ণপাত না কর,—নাই করিবে, আমার প্রকৃত নাম জানিতে পারিলে ত আমার কথা শুনিবে?

এমিলা। তোমার প্রকৃত নাম কি?

আগন্তুক। পালিত!

এমিলার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। বলিল, "কি বলিলে ?"

আগন্তুক মাথার পরচুল ছুই একটা সরাইল। যুবতী বিস্ময়ে নির্ব্বাক। পালিত কহিল, "তুমি একটু সুস্থ হও—তাহার পর তোমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিব।"

এমিলা। কিন্তু পালিত তুমি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এই রকম বিভিন্ন বেশে আসিয়া আমাকে ভয় দেখাও কেন ? বাস্তবিক আমি বড় ভয় পাইয়াছিলাম।

পালিত। আমার আজিকার বেশটা কেমন হইয়াছে, একবার দেখাইতে আসিয়াছি। যদি অবিকল হইয়া থাকে, আমি এই বেশে একবার সিংহ-বিবরে প্রবেশ করিব।

এমিলা শিহরিয়া উঠিল। কহিল, "পালিত অমন দুঃসাহসিক কাজ করিও না। আমি তোমার ছদ্মবেশ ধরিতে পারি নাই বলিয়া, তাহারাও যে, প্রতারিত হইবে, তাহার কোন কারণ নাই। সে শত্রুপুরীতে প্রবেশ করিলে, তাহারা তোমায় জীবিত ছাড়িবে না। তোমাকে খুন করিবার জন্য দিনরাত চারিদিকে গুণ্ডা ঘুরিতেছে—তুমি কোন্ সাহসে সেখানে যাইতেছ ?"

পালিত। দায়রার বিচারের দিন নিকটবর্ত্তী। জ্ঞানদাকে বাহির করিতে না পারিলে, আমরা কোনক্রমে দত্ত সাহেবকে বাঁচাইতে পারিব না। আমার বিশ্বাস জ্ঞানদা তাহার পিতার বাড়ীতেই কোন স্থানে গোপনে বাস করিতেছে। বিপদ দেখিয়া পশ্চাৎপদ হইলে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। এখন আমার এখানে আসিবার উদ্দেশ্য শোন।

এই বলিয়া পালিত পকেট হইতে শীলমোহর করা একটী পুলিন্দা বাহির করিল এবং উহা যুবতীর হস্তে দিয়া কহিল, "যদি আমি শক্রপুরী হইতে বাহির হইতে না পারি—যদি তোমারা আমার কোন সংবাদ না পাও—আমার মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইবার এক বৎসর পরে, উক্ত পুলিন্দা খুলিয়া, উহার মধ্যে কতকগুলি পত্র দেখিতে পাইবে—পত্রগুলি নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাঠাইয়া দিবে—কিন্তু একবৎসরের মধ্যে কিছু করিবে না।"

এমিলা সম্মত হইল। পালিত পুনরায় কহিল, "যদি আমার কোন সংবাদ না পাও—যদি আমি বিচারের পূর্ব্বে উপস্থিত হইতে না পারি, মেয়ে গোয়েন্দা হীরামনের সাহায্য লইবে। আমাকে যেমন বিশ্বাস কর—তাহাকে তেমনি বিশ্বাস করিতে পার। আমা অপেক্ষা সে চতুর এবং কার্য্যদক্ষ। সে প্রাণপণ যত্নে তোমাকে সাহায্য করিবে।"

এমিলা পুনঃ পুনঃ তাহাকে বিপদসঙ্কুল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিতে লাগিল। পালিত সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, আর একখানাপত্র বাহির করিয়া কহিল, "বিচারের দ্বিতীয় দিন যদি আমি আদালতে হাজির না হই, যে কোন রূপে এই পত্রখানা দত্ত সাহেবের হস্তে প্রদান করিবে।"

এমিলা সম্মত হইলে, পালিত প্রস্থান করিল।

* * * * * * * * *

দত্ত সাহেবের বিচারে উপলক্ষে দায়রা আদালত আজ লোকে লোকারণ্য। করোণারের বিচারের দিন যে যে সাক্ষী যেমন যেমন এজাহার দিয়াছিল, আজও তাহাই হইল। সুতরাং সে সকল এ স্থানে আর উল্লেখ করিলাম না।

ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দী লইতেই প্রথম দিন কাটিয়া গেল। দ্বিতীয় দিনে দত্ত সাহেবের এজাহার গৃহীত এবং জেরা হইল। পালিত আসিল না। এমিলার পিতা কোর্টে উপস্থিত ছিলেন, সুযোগমত পালিতের পত্রখানি তাঁহার হাতে দিলেন। তিনি আবরণ উন্মোচন করিয়া পাঠ করিলেন,—

"নিরাশ হইবেন না। যদিও আমি আদালতে হাজির না হই—হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। আমি ছায়ার মত আপনার অতি নিকটেই প্রতি নিয়ত ঘুরিতেছি। যদিও বিচারে আপনার দোষ সাব্যস্ত হয়—ফাঁসির হুকুম হয়—ভয় করিবেন না—অন্তিম সময়ে আমি আপনাকে রক্ষা করিব।

"পালিত।"

দত্ত সাহেব পত্রখানি পাঠ করিয়া, পকেটের মধ্যে রাখিয়া দিলেন।

পর দিবস পুনরায় কোর্ট বসিল। আসামীর কৌন্সলি তাঁহার মক্কেলের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন কিন্তু কোন ফল ফলিল না। জুরির বিচারে আসামীর ফাঁসির হুকুম হইল। দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া, দত্ত সাহেব কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। স্থির ধীর পদবিক্ষেপে প্রহরীবেষ্টিত হইয়া, নির্দ্দিষ্ট দিনের অপেক্ষা করিতে কারাকক্ষে প্রস্থান করিলেন।

যথাসময়ে সংবাদ এমিলার নিকট পৌঁছিল। শুনিয়াই হতভাগিনী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। অর্দ্ধঘণ্টা পরে যদিও তাঁহার সংজ্ঞা সঞ্চার হইল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জ্বর আসিল। সে জ্বরে তাঁহাকে সপ্তাহ কাল শয্যাগত থাকিতে হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কালা ভিক্ষুক।

রোগ মুক্ত হইবার পাঁচ সাত দিন পরে একদিন অপরাহ্লে এমিলা বাটীর বহির্দ্বারে একখানা চেয়ার পাতিয়া বসিয়া আছে। তাহার শরীর এখনও অতিশয় দুর্ব্বল এবং শীর্ণ।

প্রদোষ তপনের কাঞ্চনরশ্মি সম্মুখস্থ বৃক্ষশিরে পড়িয়া, ধীর পবনে কেমন আন্দোলিত হইতেছিল,—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড সমূহ বর্ণবৈচিত্র্যে. গগনতল সুশোভিত করিয়া, কেমন ছুটাছুটি করিতেছিল—শীর্ণা দুর্ব্বলা এমিলা বসিয়া বসিয়া তাহাই দেখিতেছিল, আর ভাবিতেছিল, পালিত কি যথার্থই মরিয়াছে? মরিয়াছে বৈ কি—না মরিলে এত দিন নিশ্চয় আসিত। হায় তবে আর দত্ত সাহেবের উদ্ধার হইল না!

এমন সময়ে এমিলা দেখিতে পাইল, সম্মুখের পথ ধরিয়া, কে একজন বৃদ্ধ মুসলমান অতি ধীরে লাঠির উপর ভর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। বৃদ্ধ দুই এক পদ অগ্রসর হইতেছে, আর কিয়ৎক্ষণ লাঠির উপর ভর দিয়া বিশ্রাম করিতেছে। পথশ্রমেই হউক অথবা বার্দ্ধক্যবশতই হউক হস্তপদাদি ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত হইতেছে। ক্ষীণ দৃষ্টি—চোখে চসমা আঁটা—বৃদ্ধ অতি ধীরে ধীরে পথ চলিতে চলিতে, এমিলার বাটীর সম্মুখস্থ পথে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহাকে তথায় উপবিষ্ট দেখিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার নিকট মাটীতে বসিয়া পড়িল।

স্বভাবসরলা এমিলা জিজ্ঞাসা করিল "বৃদ্ধ! তুমি কি বড়ই ক্লান্ত হইয়াছ?"

বৃদ্ধ অতি ক্ষীণস্বরে কহিল, "হাঁ মা! সমস্ত দিন আহার হয় নাই!"

এমিলা। তুমি কিছু খাইবে?

বৃদ্ধ। কিছু দয়া করিয়া দাও—খাইলে একটু বল পাইব।

এই সময়ে এমিলার মা বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ও এমিলা?"

এমিলা। একজন বুড় পথিক পরিশ্রান্ত হইয়া, এইখানে একটু বসিয়াছে। উহাকে কিছু খাবার আনিয়া দাও, আহা উহার সমস্ত দিন আহার হয় নাই।

বিবি সাহেব অনেকক্ষণ তাহার মুখের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কত দূর হইতে আসিতেছ?"

ভিক্ষুক পূর্ব্ববৎ ক্ষীণস্বরে কহিল, "বহুদূর হইতে।"

বিবি। তোমার বাড়ী কোথা?

ভিক্ষুক। বাড়ীঘর কিছু নাই মা! একজন আত্মীয়ের বাটীতে রাত্রিতে শুইয়া থাকি—দিনের বেলায় এদিক ওদিক করিয়া ঘুরিয়া বেড়াই। সবই ছিল মা, এখন আর কিছুই নাই!

মাতা কন্যার কানে কানে কহিলেন, "লোকটার চাহনি যেন কেমন ধারা। আমার বোধ হয়, কোন বদমায়েস ছদ্মবেশে আসিয়াছে।"

প্রতিবাদ করিয়া কন্যা কহিল, "না মা! বুড় মানুষ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, আমাদের আশ্রয়ে আসিয়াছে। কিছু খাইতে দাও। আমার ত কোন সন্দেহই হয় না।"

বিবি সাহেব পুনরায় কহিলেন, "যাহাই হউক, আমি উহাকে কিছু খাবার আনিয়া দিতেছি। তুমি কিন্তু খুব সাবধানে কথাবার্ত্তা কহিবে। যেরূপ সময় কোন অপরিচিতকে আমার বিশ্বাস হয় না।"

এই বলিয়া তিনি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কিছু খাদ্য আনিয়া দিলেন। বৃদ্ধ খাইতে লাগিল। বিবি সাহেব পুনরায় বাটীর মধ্যে প্রস্থান করিলেন।

এই সময়ে দুইজন লোক রাস্তা দিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় বৃদ্ধ এবং এমিলার দিকে কয়েকবার ফিরিয়া চাহিল। এমিলা সে বিষয় তত লক্ষ্য করিল না।

কথায় কথায় বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার পিতা কোথায় ?"

এমিলা। তিনি সহরে গিয়াছেন। বোধ হয় আজ আর রাত্রিতে বাড়ী আসিবেন না।

বৃদ্ধ। রাত্রে বাড়ী আসিবেন না ?

এমিলা। না! কেন ?

বৃদ্ধ। তাঁহার নিকট কিছু প্রার্থনা করিতাম। আমি আর এক সময়ে আসিব।

এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিল এবং বরাবর সম্মুখের রাস্তা ধরিয়া চলিয়া গেল। ঐ রাস্তার যেখানে মোড় ফিরিতে হয়, তাহার অদূরেই পথের ধারে একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ। তাহার চারিধারে ইষ্টক দ্বারা বাঁধান। বৃদ্ধ পরিশ্রান্ত হইয়া, সেই বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িল।

উক্ত রাস্তার পাশ দিয়াই আর একটা গলিপথ গিয়াছে। সহসা সেই পথ হইতে দুইজন লোক আসিয়া, তাহার নিকট

দাঁড়াইল। বৃদ্ধ চাহিয়া দেখিল, ঐ দুইটা লোকই কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে এমিলাদের বাটীর সম্মুখ দিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

তাহাদের মধ্যে একজন কহিল, "বুড় এখানে বসিয়া কি করিতেছিস ?"

বৃদ্ধ নীরব। লোকটা পুনরায় তাহার মুখের নিকট হাত নাড়িয়া কহিল, "শুনিতে পাইতেছিস না ?"

বৃদ্ধ এবার বক্তার মুখের দিকে চাহিল কিন্তু সে দৃষ্টি সম্পূর্ণ ভাবশূন্য। তাহাদের কথা যে, তাহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তাহার দৃষ্টিতে এমন কিছুই বোঝা গেল না। লোক দুইটী পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় করিল।

পুনরায় আর একজন উচ্চকণ্ঠে কহিল, "এই বুড়! তুই বোবা না কি ?"

বৃদ্ধ পুনরায় তাহার মুখের দিকে লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে চাহিল, কর্ণের নিকট হাত তুলিয়া, ইঙ্গিতে মাথা নাড়িল। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, "লোকটা কালা!"

প্রত্যুত্তরে প্রথম কহিল, "কালা, না কালা সাজিয়াছে ?"

দ্বিতীয়। না—না, তোমার বৃথা সন্দেহ। লোকটা পথ-ভিখারী—ভিক্ষার জন্য সেখানে বসিয়াছিল—অন্য কিছু নয়!

প্রথম। না হে খাঁ সাহেব বোঝ না। অনেক সময়ে কালা বোবারাই সর্ব্বনাশ করে। যাহা হউক, ঐটী বুঝিয়াছ ত। আজ রাত্রের মধ্যেই, কাজ হাসিল করিতে হইবে! হাজার টাকা বকসিস।

দ্বিতীয়। টাকাটা হাজার বটে কিন্তু গোয়েন্দা বেটা বাঁচিয়া থাকিলে, আমি এ কাজে হাত দিতাম না। বেটা

শয়তান, ঠিক সময়ে হাজির হইয়া, সমস্ত কাগজ পণ্ড করিয়া দিত।

প্রথম। সে বেটার ভয়ে সাহেব পর্য্যন্ত থরহরি কাঁপিয়া গিয়াছিল। এখন চল একটু টানিয়া, যোগাড়যন্ত্র করিয়া আশা যাউক। সাহেবেরও সঙ্গে আর একবার দেখা করা দরকার।

তখন লোক দুইজন বরাবর সরাপের দোকানের দিকে চলিয়া গেল। বৃদ্ধও প্রস্থান করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কাহার এ স্বর?

ঐ দিবস সন্ধ্যার পর, মিষ্টার রায় এবং হেক্টর সাহেব রায় সাহেবের প্রকাণ্ড অট্টালিকার নিম্নতলের একটী কক্ষে বসিয়া, গ্লাসে গ্লাসে সুরা উদরস্থ করিতেছেন, আর প্রফুল্ল মুখে তাঁহাদের সফলতার কথা তুলিয়া, হাস্য পরিহাস করিতেছেন।

রায় সাহেব কহিলেন, "প্রিয় বন্ধু! আর কি, কাজ ত হাসিল। অধিকাংশ বাধা বিঘ্নই অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। আর ভয় কিসের?"

মদের গ্লাসটা টেবিলের উপর রাখিয়া হেক্টর কহিল, "আছে, এখনও আছে। এতদিন ত কেবল উদ্যোগপর্ব্বেই কাটিয়া গেল—এইবার প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে হইবে। এখনও অনেক রক্তপাত, খুন, জখম হইবে।"

রায়। তোমার ঐ কথাগুল শুনিলে, আমার হাসি পায়। বাস্তবিক আমি হাসি চাপিয়া রাখিতে পারি না।

হেক্টর। তোমার ধর্ম্মপরায়ণা কন্যাটী যদি একবার বাঁকিয়া বসে, দেখিবে তোমাকে আমাকে—দুই জনকেই কিছু দিনের মত——বুঝিয়াছ!

রায়। বড় মিথ্যা কথা নয়! সে সর্ব্বনাশী কোথায়? আমার বোধ হয় মরিয়াছে।

হেক্টর। প্রকৃত কথা বলিতে কি, ও ছোঁড়াটার ফাঁসির পরও যদি ছুঁড়ীটা খোঁচাখুচি আরম্ভ করে—তোমার দফা রফা করিয়া ছাড়িবে।

রায়। ফাঁসির যখন হুকুম হইয়াছে—তখন ও হওয়াই ধর। আর বাছাধনকে কেহ রক্ষা করিতে পারিতেছে না! পুনর্বিচারের জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারিল না। সামুয়েল বেটা যদি বাঁচিয়া থাকিত, কখনই আমরা এ কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না। সে শয়তান বেটা মরিয়া অবধি আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম—কিন্তু ঐ পাগলা পালিত বেটা—তাহার প্রেতাত্মার মত দিন কতক আমায় বড়ই ভাবাইয়া তুলিয়াছিল। যাউক, সে বেটাও গিয়াছে।

"যায় নাই—এখনও তোমাকে প্রেতলোকে পাঠাইবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে!"

দুই বন্ধুতেই সবেগে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দুই জনে একবার পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর নিমিষের মধ্যে, দুইজনেরই প্রফুল্ল, সহাস্য মুখমণ্ডল

পাণ্ডুরবর্ণ ধারণ করিল। অবশেষে মিষ্টার রায় কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে, ও কথা বলিল?"

হেক্টর সাহেব উত্তর করিলেন, "শয়তান স্বয়ং!"

রায়। তাহা হইলে, আমাদের কথাবার্ত্তা নিশ্চয় শুনিয়া গিয়াছে।

হেক্টর। তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই—এখন জিজ্ঞাস্য লোকটা কে? দেখিতেছ না, জানালাটা ঈষৎ খোলা রহিয়াছে। তুমি অপেক্ষা কর—আমি দেখিয়া আসি লোকটা কে!

রায়। বৃথা যাইবে—সে এতক্ষণ বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। একটা বিষয়ে আমার সন্দেহ হইতেছে?

হেক্টর। কি?

রায়। পালিত বেটা মরে নাই। সে বেটার জীবন অভিশপ্ত, সে সহজে মরিবে না। সামুয়েল মরিয়াছে কিন্তু বেটা তাহার প্রেতাত্মার মত গোয়েন্দা সাজিয়া, আমার আসে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

এই সময়ে পরিচারিকা ফুলজান আসিয়া সংবাদ দিল, দুইটী লোক সাক্ষাৎকর প্রার্থনা করিতেছে। রায় সাহেব তাহাদিগকে আসিতে হুকুম দিলেন।

লোক দুইজন অপর কেহ নয়। পাঠকের পরিচিত হিঙ্গুল খাঁ এবং গোপলা কামার ছদ্মবেশে। তাহারা আসিয়া চুপি চুপি কি পরামর্শ করিয়া প্রস্থান করিল। তাহারা বহি-দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে, আর এমন সময়ে কে তাহাদের কানের নিকট কহিল, "সাবধান!"

তাহারা ভয় পাইয়া পুনরায় বৈঠকখানায় ফিরিয়া আসিল

এবং যথাযথ বিবৃত করিল। শুনিয়া রায় সাহেব সহাস্যে কহিলেন, "পাগল আর কি—একটা হরবোলা পাখী আছে—তাহারই ঐ কাজ!"

তাহারা কিছু অপ্রস্তুত হইল। এবার রায় সাহেব স্বয়ং দ্বার পর্য্যন্ত যাইয়া, তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া আসিলেন।

হেক্টর কহিলেন, "দেখ বন্ধু! আমার ভাল বোধ হইতেছে না। নিশ্চয় তোমার বাড়ীর মধ্যে কোন ছদ্মবেশী চর ঢুকিয়াছে।"

রায়। অসম্ভব। আমার বাড়ীতে আমরা স্ত্রীপুরুষ আর ঐ পরিচারিকা বা পাচিকা ভিন্ন আর কেহ নাই।

হেক্টর। তোমার ফুলজানের উপর আমার সন্দেহ হয়। তাহার ভাবগতিক আমার ভাল লাগে না। উহাকে তুমি পাইলে কোথায়?

রায়। আজ কুড়ি পঁচিশদিন হইল, আমার রাঁধুনীটা হঠাৎ কাজ ছাড়িয়া দেয়, আমার স্ত্রী একজন পাচিকার জন্য বিজ্ঞাপন দেয়—ঐ ফুলজান আসিয়া, তাহার পর হইতে কাজে ভর্ত্তি হয়।

হেক্টর। তাহার আকৃতি প্রকৃতি, তাহার অচঞ্চল ভাব, তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমার কেমন কেমন বোধ হয়। নিশ্চয় ও একটা চর।

রায়। তাহা যদি হয়—তাহার কোন কার্য্যে যদি সন্দেহ হয়, তাহার একটা বিহিত করিব। এখন আর একটা বোতল আন।

হেক্টর সাহেব আর একটা সরাপের বোতল খুলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে ফুলজান ইতস্ততঃ সতর্ক দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে করিতে বাটীর বাহিরে আসিল। বাটীর পশ্চাতে অন্ধকারে সেই কালা ভিক্ষুক দণ্ডায়মান ছিল। ফুলজান তাহার নিকট গিয়া কহিল, "আজ রাত্রেই—যাও শীঘ্র যাও—ঘণ্টা দুই পরে আমি পুলের নিকট তোমার সহিত সাক্ষাৎ——"

পশ্চাতে কিসের সামান্য শব্দ হইল, অমনি ফুলজান অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়া গেল। হেক্টর সাহেব আসিয়া বৃদ্ধকে চাপিয়া ধরিলেন এবং হিড় হিড় করিয়া টানিয়া আলোকে লইয়া আসিলেন। এদিকে রায় সাহেব ছুটিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ফুলজান কাবাব রন্ধন করিতেছে। তথাপি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই মাত্র বাহির হইতে আসিতেছ ?"

অম্লানবদনে ফুলজান কহিল, "হুজুর! মাংস চাপাইয়া আমার নড়িবার সবকাশ নাই। আমি ত এখন বাহিরে যাই নাই।"

রায় সাহেব তাহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন সে মুখে কিন্তু কোন উদ্বেগের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না। তিনি তাহাকে আর কিছু না বলিয়া, বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, হেক্টর সাহেব একজন বুড় মুসলমানকে লইয়া টানাটানি করিতেছে।

উভয়ে মিলিয়া তাহাকে বহু প্রশ্ন করিলেন কিন্তু তাহার একটীরও উত্তর পাইলেন না। বৃদ্ধ কেবল বলিতে লাগিল,

"সাহেব! তোমরা কি বলিতেছ—আমি কিছুই শুনিতে পাইতেছি না।"

মিষ্টার রায় হেক্টরকে কহিলেন, "ও বুড়কে ছাড়িয়া দাও—উহার দ্বারা আমাদের কি অনিষ্ট হইবে!"

হেক্টর। অনেক হইতে পারে। লোকটা তোমার বাড়ীর পশ্চাতে কাহার সহিত কথা কহিতেছিল, আমি স্পষ্ট শুনিয়াছি। আর একটা লোক যে অন্ধকারে কোথায় সরিয়া পড়িল, কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

রায়। তবে এক কাজ কর, উহাকে রাত্রির মত এক স্থানে আটক করিয়া রাখ।

হেক্টর। উত্তম পরামর্শ: সাবধানের বিনাশ নাই। ও প্রকৃত কালা নয়—ঐরূপ ভাণ করিতেছে।

"আশ্চর্য্য নয়!"

উভয়ে পুনরায় শিহরিয়া উঠিলেন। কে যেন ঠিক তাঁহাদের পদনিম্নে ভূগর্ভ হইতে কহিল, "আশ্চর্য্য নয়!"

বৃদ্ধ পূর্ব্ববৎ নির্ব্বাক। ভাবহীন দৃষ্টিতে তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের কোন কথাবার্ত্তা তাহার কর্ণে প্রবেশ করিছে—তাহার বাহ্য ভাবে এমন কিছুই বোঝা যায় না।

সহসা আবার কে কহিল, "বিধাতা বিরূপ!"

এবার সে স্বর যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া, ছাদের উপর হইতে আসিল। নিমিষের মধ্যে পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিয়া, একজন ছাদের উপর, অপর রন্ধন শালায় ছুটিলেন।

ছাদের উপর কেহ নাই—পাকশালে ফুলজান কাবাবের

হাঁড়ি নামাইতেছে। উভয়েই বিফল মনোরথ হইয়া নীচে নামিয়া আসিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ কই? বৃদ্ধ চলিয়া গিয়াছে।

আলোক লইয়া উভয়ে বাটীর বাহির হইয়া পড়িলেন। বহু অনুসন্ধানেও বৃদ্ধের কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বিপদ বন্ধু।

সন্ধ্যার পর হইতেই আকাশে অল্প অল্প মেঘ দেখা যাইতেছিল। রাত্রি যতই বাড়িতে লাগিল, নিবিড় ঘনঘটায় আকাশমণ্ডল ততই সমাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। রাত্রি নয়টার পর হইতে প্রবল বেগে ঝড় আরম্ভ হইল। মধ্যে মধ্যে দুই এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়িতে লাগিল।

সেই দুর্য্যোগের সময় ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া, দুইজন লোক হাণ্টার সাহেবের বাটীর নিকট উপস্থিত হইল এবং প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া, উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিল।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, হাণ্টার সাহেব অদ্য বাড়ীতে নাই। এমিলা তাহার নিজের কক্ষে শয়ন করিয়াছিল। দুর্ব্বৃত্তদ্বয় তাহার কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইয়া, দ্বারে মৃদু করাঘাত করিল। এমিলার তখনও নিদ্রা আসে নাই—মনে করিল, তাহার মাতা ডাকিতেছে, সেই জন্য তাড়াতাড়ি উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। কিন্তু একি!—[redacted]

কিন্তু একি! সম্মুখে বিকটাকার দুই মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। যুবতী যেমন চীৎকার করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিতে যাইবে, অমনি হিঙ্গুল খাঁ তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল এবং ক্ষিপ্রহস্তে তাহার মুখে একখানা রুমাল পুরিয়া দিল। অপর পাষণ্ড একখানা রুমালে খানিকটা ক্লোরাফর্ম্ম ঢালিয়া, হতভাগিনীর নাসিকার উপর চাপিয়া ধরিল। দ্রব্যগুণে অবিলম্বে তাহার সংজ্ঞা লোপ পাইল।

একজন লুপ্তচেতনা সুন্দরীর নিকট দাঁড়াইয়া রহিল, অপর নিঃশব্দে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, মূল্যবান যাহা সম্মুখে পাইল, একখানা কাপড়ে বাঁধিয়া লইয়া বাহিরে আসিল। তখন পাষণ্ডদ্বয় যুবতীকে বাটীর বাহিরে লইয়া যাইবার জন্য যেমন, পুনরায় তাহাকে ধরিতে গেল, অমনি কে একজন তাহাদের পশ্চাৎ হইতে জীমূতমন্দ্ররবে কহিল, "খবরদার পাষণ্ডেরা! যুবতীকে স্পর্শ করিলেই মরিবি!"

ভীত চকিত হিঙ্গুল খাঁ এবং গোপলা কামার শশব্যস্তে যুবতীকে ত্যাগ করিয়া, পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল। কক্ষ মধ্যস্থ আলোকরশ্মি মুক্ত দ্বারপথে দালানের সেই স্থানে আসিয়া পড়িয়াছিল এবং সেই মুহূর্ত্তে চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া, কঠোররবে দিগ্বলয় কাঁপাইয়া একবার চপলা চমকিয়া উঠিল। পাষণ্ডদ্বয় দেখিল, সেই কালা ভিক্ষুক—তাহার দুই হাতে কালান্তকের সহচর তুল্য বজ্রাগ্নিবর্ষী দুই পিস্তল।

হিঙ্গুল খাঁ সভয়ে বলিয়া উঠিল, "গোপলা! সেই কালা বুড়!"

কালা বুড় প্রত্যুত্তরে কহিল, "সকল সময়ে আমি কালা থাকি না,— এক এক সময়ে আমার শ্রবণশক্তির তীক্ষ্ণতা আবার খুব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়—ঐ দেখ কে আসিতেছে!"

বৃদ্ধ মুখ ফিরাইয়াই ঐ কথা বলিল। বাস্তবিকই তাই—পরমুহূর্ত্তে একটী বালক আসিয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইল। এই সময়ে কথাবার্ত্তার শব্দ পাইয়া, আলোক হস্তে হাণ্টার পত্নী বাহির হইলেন এবং ঐ সকল লোককে তথায় সমবেত দেখিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। সেই চীৎকারে এমিলা চেতনা পাইয়া, উঠিয়া বসিল এবং সেও ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। বৃদ্ধ স্বাভাবিক স্বরে কহিল, "এমিলা চুপ কর এবং তোমার মাতাকে নিরস্ত হইতে বল—ভয় নাই, আমি আসিয়াছি।"

"কে তুমি? পালিত!"—বলিয়া এমিলা উঠিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ কহিল, "হাঁ! তুমি সরিয়া দাঁড়াও। যাও রঙ্গু! হিঙ্গুল খাঁর হাতে বালা যোড়াটা পরাইয়া দাও!"

প্রভুভক্ত রঙ্গজান দ্বিরুক্তি না করিয়া, প্রভুর আদেশ পালন করিল। গোপলা কামার অবসর বুঝিয়া পলায়ন করিল—পালিত তাহাকে কিছু বলিল না।

এমিলার মাতা বিবি হাণ্টার কহিলেন, "তুমিই না সন্ধ্যার সময় আসিয়াছিলে? এ সব ব্যাপারখানা কি? আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

পালিত। আপনার স্বামী আসিলে, কালই এমিলাকে লইয়া, আপনারা দুই চারি দিনের জন্য স্থানান্তরে সরিয়া যান। আপাততঃ এ স্থান আপনার কন্যার পক্ষে নিরাপদ নয়।"

বিবি। আমার যে চারিদিকে বিপদ। ইহারা কে?

পালিত। রায় সাহেবের নিয়োজিত গুণ্ডা। এখন এমিলার স্বাধীনতা এবং জীবন তাহাদের লক্ষ্যস্থল।

বিবি। সাহেব আসিলে, কালই থানায় সংবাদ দিব।

পালিত। আর কিছুদিন অপেক্ষা করিবেন, সে সময় এখনও আসে নাই।

বিবি। কেন, তোমার আমার স্বাক্ষ্যে কি কোন ফল হইবে না?

পালিত। না। প্রথমতঃ আমি জেলভাঙ্গা আসামী—দ্বিতীয়তঃ আপনারা দত্ত সাহেবের আত্মীয়। এরূপ স্থলে আমাদের সাক্ষ্য প্রবল পরাক্রান্ত রায় সাহেবের বিরুদ্ধে টিকিবে না।

বিবি। তবে এখন উপায়?

পালিত। স্থান ত্যাগ।

বিবি। কোথায় যাইলে নিরাপদ হইব?

পালিত। কাল সাহেবের সহিত দেখা করিয়া বলিয়া দিব।

এমিলা এতক্ষণ নীরবে ছিল। এ সকল কথাবার্ত্তা কিছু অন্তরালে হইতেছিল। রসুজান হিঙ্গুল খাঁর হাতে হাতকড়া লাগাইয়া, তাহার ললাটের নিকট পিস্তল ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এমিলা পালিতের নিকট আসিয়া কহিল, "পালিত! তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? এদিকের কি কোন সংবাদ পাও নাই?"

পালিত। এমিলা আমি তোমাদের নিকটেই ঘুরিতেছি—তবে সকল সময়ে আমায় চিনিতে পার না। কোন সংবাদ আমার অজ্ঞাত নাই।

এমিলা। তবে কি আর তাঁহার উদ্ধার হইবে না?

পালিত। আমি নিশ্চিন্ত নাই—নিশ্চয় হইবে!

বিবি সাহেব পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, "পালিত! গলিতে গলিতে মাতলামি করিয়া তুমি সামান্য লোকের মত বেড়াইতে—

তোমার এত গুণ—তোমার এত বুদ্ধি—স্বপ্নেও কেহ অনুভব করিতে পারে নাই। তোমার কি সত্য পরিচয় দিবে না? তুমি কে?"

পালিত। যদি দত্ত সাহেবকে উদ্ধার করিতে পারি—আবার আমি আত্মপ্রকাশ করিব—নচেৎ যে পালিত, সেই পালিতই থাকিব।

বিবি। তুমি যেই হও—তুমি যে একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা এবং মহৎচেতা মহাপুরুষ, তাহার আর সন্দেহ নাই।

পালিত। আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি—এখন আমি চলিলাম

বিবি। যদি আবার শত্রুরা আসে?

পালিত। না, তাহারা আর পুনরাক্রমণ করিতে সাহস করিবে না।

অতঃপর পালিত ও রামজান উভয়ে হিঙ্গুল খাঁকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

একখানি ফটো।

পরম পুরের উত্তরাংশে সাহেব কোয়ার্টার—এ অঞ্চলে দিশী বিলাতী অনেক সাহেব বিবির বাস। এই স্থানের একটী সাধারণ পাঠাগারে উক্ত ঘটনার পরদিবস সন্ধ্যার পর কয়েকজন সাহেব বসিয়া সংবাদপত্রাদি পাঠ করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে একজন

তরুণ যুবক একখানা কাগজ হাতে করিয়া বসিয়া আছেন, আর মধ্যে মধ্যে দ্বারের দিকে চঞ্চল দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান অষ্টাদশবর্ষ। শ্মশ্রুগুম্ফ এখনও কিছুই বাহির হয় নাই। মুখখানি বড়ই সুন্দর। দেখিলেই ইউরেশিয়ান বলিয়া বোধ হয়।

উক্ত যুবকের সম্মুখে, অদূরে আর একটী যুবক উপবিষ্ট। তাঁহাকেও দেখিতে বেশ সুশ্রী—বয়স আন্দাজ কুড়ি কি বাইস। অল্প অল্প গোঁফের রেখা দেখা দিয়াছে মাত্র—মুখখানি বেশ মনোজ্ঞ। তিনি নিবিষ্টমনে কাগজ পড়িতেছেন। মধ্যে মধ্যে অন্যের অলক্ষিতে কিন্তু তাঁহার চঞ্চল দৃষ্টি ১ম যুবকের মুখের উপর স্থাপিত হইতেছে। সহসা দ্বিতীয় যুবক পকেটের মধ্য হইতে একখানি ফটো: চিত্র বাহির করিয়া, করতলের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। পাঠে মনোসংযোগ ভাণমাত্র। তাঁহার তীক্ষ্ণ চঞ্চল দৃষ্টি একবার ১ম যুবকের মুখের উপর—আরবার করতলে লুকায়িত ফটোচিত্রের উপর স্থাপিত হইতেছে। চিত্রখানি একটী নবীনা যুবতীর।

কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে প্রথম যুবক কাগজ রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ইতস্ততঃ একবার দৃষ্টি সঞ্চালন পূর্ব্বক কক্ষ হইতে বাহির হইয়া চলিলেন। দ্বিতীয় যুবকও উঠিলেন এবং নিঃশব্দে তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

প্রথম যুবক বরাবর * * * থিয়েটারের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং একখানা টিকিট কিনিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দ্বিতীয় যুবকও একখানা টিকিট কিনিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক

অকস্মাৎ তাঁহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িলেন। সে স্থানে লোকের জনতা কিছু বেশী ছিল। বৃদ্ধ সাহেব ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া চলিয়া গেলেন।

ঐক্যতান বাদন আরম্ভ হইয়াছিল। দ্বিতীয় যুবক তাড়াতাড়ি থিয়েটারের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে করিতে প্রথম যুবকের পার্শ্বে গিয়া বসিয়া পড়িলেন।

অভিনয় আরম্ভ হইল। দ্বিতীয় যুবক প্রথমের সহিত আলাপ করিবার অভিপ্রায়ে কহিলেন, "আজ দেখিতেছি, তেমন বেশী লোক হয় নাই!"

প্রথম পার্শ্বস্থ ব্যক্তির দিকে না চাহিয়াই কেবল কহিল, "না।"

কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে দ্বিতীয় আবার জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়! ঐ অভিনেত্রীর নাম কি বলিতে পারেন?"

প্রথম কিছু বিরক্ত হইয়া কহিল, "না।"

এই সময়ে এক অঙ্ক অভিনীত হইয়া গেল। ঐক্যতান বাদন আরম্ভ হইল। দ্বিতীয় পুনরায় আলাপ করিবার চেষ্টা পাইলেন। প্রথম বিরক্ত হইয়া উঠিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন। কহিলেন, "আপনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত—নিশ্চয় কোন ভ্রমে পড়িয়াছেন। কেন আমায় জ্বালাতন করিতেছেন!"

সহসা দ্বিতীয় পকেট হইতে একখানা ফটোগ্রাফ বাহির করিয়া, প্রথমের সম্মুখে ধরিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "এ মুখখানা আর কোথাও দেখিয়াছেন কি?"

প্রথম ফটোখানা হাতে করিয়া লইয়া, অনেকক্ষণ দেখিল, তাহার পর ফিরাইয়া দিয়া কহিল, "না।"

প্রথমের স্বর আবিকম্পিত, দৃষ্টি অচঞ্চল। দ্বিতীয়ের মুখ মুহূর্ত্তের জন্য মলিন হইল। প্রথম উঠিয়া চলিয়া গেলেন। দ্বিতীয় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় বসিয়া রহিলেন। সহসা কে পশ্চাৎ হইতে তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিল। তিনি ফিরিয়া দেখিলেন, সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী—থিয়েটারে প্রবেশ করিবার সময় যিনি তাঁহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিলেন।

যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইমাত্র একটী লোক আমার নিকট হইতে উঠিয়া গেল, দেখিয়াছ কি?"

বৃদ্ধ। হাঁ কিন্তু মুখখানা লক্ষ্য করি নাই।

যুবক। বড়ই অন্যায় করিয়াছ!

বৃদ্ধ। কেন?

যুবক তাঁহার সম্মুখে ফটোখানা ধরিয়া নিম্নস্বরে কহিলেন, "পুরুষের বেশে!"

মুহূর্ত্তে বৃদ্ধের মুখভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল। বিস্ময় দমন করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বড়ই আশ্চর্য্য!"

নিকটে তখন আর কেহ ছিল না। যুবক কহিলেন, কিছুই বুঝিলাম না পালিত! বড়ই গোলযোগে ফেলিয়া সরিয়া পড়িয়াছে!"

বৃদ্ধ সাহেব ছদ্মবেশে পালিত। যুবক হীরামন।

পালিত কহিল, "আমি একবার দেখিলে, বুঝিতে পারিতাম। আমায় ফাঁকি দিতে পারিত না।"

তাঁহারা উভয়ে তন্ন তন্ন করিয়া প্রত্যেক দর্শকের মুখপ্রতি চাহিলেন কিন্তু কোন স্থানে সে মুখখানা দেখিতে পাওয়া গেল না। তখন হীরামন কহিল, "আশ্চর্য্য বটে! একি হাওয়ায় উবিয়া গেল না কি?"

পালিত। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে—যাহা তুমি দেখিয়াছ, তাহা অভ্রান্ত!

হীরা। এখন কোথায় যাইবে?

পালিত। তুমি এই স্থানে অপেক্ষা কর। আমি চলিলাম। রায় আবার জুয়া খেলিতে ধরিয়াছে! এখানে দেখা না পাও—সেইখানে সাক্ষাৎ হইবে।

অভিনয় চলিতে লাগিল। পালিত প্রস্থান করিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

উদ্যান মধ্যে—মিলন।

ধরমপুরের একটী বিখ্যাত আড্ডায় রীতিমত জুয়া খেলা চলিতেছিল। সেখানে অপর কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। সবই সাহেব বিবি। দিবসের কর্ম্মশ্রান্ত ব্যবসায়ী সাহেব সওদাগর হইতে বড় বড় রাজকর্ম্মচারীর পর্য্যন্ত সেখানে গতিবিধি আছে। কথায় কথায় এখানে হাজার দশ হাজার উড়িয়া যায়। দুইশত পাঁচশতের ত কথাই নাই।

কেহ খেলিতেছে, কেহ দেখিতেছে। এই দলের মধ্যে মিষ্টার রায়ও আছেন। তিনি প্রথম প্রথম জিতিয়াছিলেন কিন্তু এখন ক্রমাগত হারিতেছেন—তাঁহার ভারি কু-পড়তা পড়িয়াছে।

এই সময়ে কৃষ্ণ সওদাগরবেশী পালিত আসিয়া সেই দলে যোগ দিল এবং একখানা চেয়ার টানিয়া, রায় সাহেবের পার্শ্বে বসিয়া পড়িল এবং মনোযোগের সহিত খেলা দেখিতে লাগিল।

রায়ের পড়তা আর ফিরিতেছে না। ক্রমাগত তাঁহার হার হইতেছে। এই সময়ে একটী কৃশাঙ্গ যুবক আসিয়া, ধীরে ধীরে রায়ের পার্শ্বে দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিলেন। পালিত যুবকের আগমন লক্ষ্য করে নাই। রায় মুখ ফিরাইয়া চাহিবামাত্র, পালিতও সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিল এবং যুবককে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। হীরামন এই যুবককেই থিয়াটারে দেখিয়াছিলেন।

যুবক অনুচ্চস্বরে কহিলেন, "আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ করিবার কথা ছিল, তুমি না যাওয়াতে আমি তোমায় খুজিতে আসিয়াছি।"

রায় কতকটা উদ্বিগ্ন, কতকটা বিরক্ত হইয়া কি বলিলেন। যুবক তাহার কি উত্তর করিলেন, পালিত তাহা শুনিতে পাইল না কিন্তু যুবকের কথায় রায়ের মুখভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল। তিনি কক্ষ ত্যাগ করিয়া, যুবকের সহিত বাহির হইয়া চলিলেন। পালিতও উঠিল।

তাঁহারা বহির্দ্বারে আসিবামাত্র হীরামনের সহিত সাক্ষাৎ হইল। হীরামন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন,—তাঁহারা বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন।

পালিত হীরামনকে কহিল, "ভাল হইল না—আমাদিগকে সন্দেহ করিয়াছে—দেখিতেছ না—ঠিক যেন ছুটিতেছে।"

হাসিয়া হীরামন কহিলেন, "তুমি না হয় বুড় মানুষ—আমি ত যুবা—কোন্ না ছুটিতে জানি!"

যুবক এবং রায় সাহেব অনেক রাস্তা ঘুরিয়া ফিরিয়া, অবশেষে একটা বাগানের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের যে কেহ অনুসরণ করিতেছে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল, সেই জন্য এই সতর্কতাবলম্বন।

বাগানে তখন একটীও লোক ছিল না। মিষ্টার রায় একখানা বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িলেন, যুবক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব। অবশেষে রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুলদা! তোমার অভিপ্রায় কি?"

যুবকের রাগে তখন সর্ব্বশরীর ফুলিতেছিল। জড়িত-স্বরে কহিলেন, "মিথ্যাবাদী—খুনে—ঘাতুক—এখনও আমার প্রতি সংব্যবহার কর—নচেৎ আমি তোর সর্ব্বনাশ করিব।"

রায়। তুমি কি আমায় ভয় দেখাইতে আসিয়াছ? আমাকে কি এখনও চিনিতে পার নাই?

যুবক। খুব চিনিয়াছি—তুমি আমাদের না করিয়াছ কি—আমাদিগকে ধনে প্রাণে মারিয়াছ—এখনও কি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই—আমাদের সব বুঝাইয়া দাও—কে কোথায় আছে বল?

রায়। সব যমের বাড়ী গিয়াছে—তোদের আর আছে কি, তাই দিব। বেশী বাড়াবাড়ি করিলে—অন্য সকলের যে গতি হইয়াছে—তোমাওর হইবে।

যুবক। খবরদার ঘাতুক! আমি আর তোকে ভয় করি না।

আমি এখন তোর সব জানিয়াছি—প্রকাশ করিলে, তোকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে।

রায়। তাহা হইলে, তুই কি আমার সহিত শত্রুতাচরণ করিতে আসিয়াছিস! যাহারা আমার অন্তরায় হয়—যাহারা আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে দাঁড়ায়—তাহাদিগের কি দশা হয়, এখনও বুঝি তুই জানিতে পারিস নাই?

যুবক। তোরও মরণের ঔষধ যে আমার করগত, তাহা এখনও তুই বুঝিতে পারিস নাই।

রায়। পারিয়াছি। দেখ কুলদা! এখনও সাবধান। রাত্রি নিশীথ—বাগানে কেহ নাই—চারিদিকে বৃক্ষচ্ছায়ায় অন্ধকার—কেহ এখানে তোকে সাহায্য করিবার লোক নাই।

যুবক। একটা চীৎকারে এখনি পাঁচশত লোক জড় হইবে। আর কেহ না আইসে - যাহারা, তোকে ধরিবার জন্য ঘুরিতেছে—তাহারা আসিবে।

রায়। আমি জন্মের মত তোর চীৎকার করা বন্ধ করিতেছি।

এই কথা বলিয়া, বিদ্যুৎগতিতে উঠিয়া পাষণ্ড রায় উভয় করে যুবকের গলা টিপিয়া ধরিল। যুবক আত্মরক্ষা করিবার বা চীৎকার করিবার অবসর মাত্র পাইল না।

এই সময়ে দুই জন দুইদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া, মিষ্টার রায়কে চাপিয়া ধরিল। কুলদার গলা টিপিয়া ধরাতে, তাঁহার নিশ্বাস রোধ হইয়াছিল। এক্ষণে রায় ছাড়িয়া দিবামাত্র তাঁহার সংজ্ঞাহীন দেহ মাটীতে পড়িয়া যাইতেছিল, পালিত ক্ষিপ্রহস্তে বাহু প্রসারিত করিয়া ধরিয়া ফেলিল!

হীরামন রায়ের হাতে হাতকড়া পরাইতে লাগিলেন। রায় বাধা দিয়া কহিলেন, "তোমরা কে? কি জন্য এ অত্যাচার!"

হীরামন কহিলেন, "পুলিসকর্ম্মচারী—অত্যাচার নয়—অপরাধ নারীহত্যা।"

কুলদার জ্ঞানের সঞ্চার হইতেছে দেখিয়া, পালিত ইঙ্গিত করিল। হীরমন রায়কে লইয়া একটু অন্তরালে প্রস্থান করিলেন।

পালিত কোমলস্বরে যুবকবেশী যুবতীকে ডাকিল, "কুলদা!"

কুলদা চক্ষু উন্মীলন করিল এবং সভয়ে কহিল, "কে তুমি? কে আছ এখানে, আমায় রক্ষা কর!"

পালিত পুনরায় কহিল, "ভয় নাই—তুমি রক্ষা পাইয়াছ!"

যুবতী তাড়িতাহতের ন্যায় চমকিয়া, তীরবেগে দণ্ডায়মান হইল এবং সবিস্ময়ে কহিল, "এ কাহার কণ্ঠস্বর! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি!"

পালিত। না, কুলদা স্বপ্ন নয়—সত্য ঘটনা!

কুলদা। কে তুমি? সত্য করিয়া বল—

পালিত। এডওয়ার্ড সামুয়েল!

কুলদা। না—না মিথ্যা কথা বলিও না! যদি তুমি সামুয়েল, তোমার এ পাকা চুল কেন?

পাগলা পালিত বা বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ এডওয়ার্ড সামুয়েল সাহেব তাঁহার ছদ্মবেশ ঈষৎ অপসারিত করিয়া, হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন। যুবতী কুলদা তাঁহার বক্ষে পড়িয়া, বালিকার ন্যায় রোদন করিতে লাগিল।

কাঁদিতে কাঁদিতে কুলদা কহিল, "সামুয়েল আমি

শুনিয়াছিলাম তুমি মরিয়াছ—এখন দেখিতেছি সমস্তই চক্রান্ত! সমস্তই মিথ্যা কথা!”

সামুয়েল। আমার যখন চৈতন্য হইল, আমি যখন সম্পূর্ণ নীরোগ হইলাম, শুনিলাম তুমি মারা গিয়াছ—বিশ্বাস হইল না। ভাবিলাম, উহার অনুসরণ করিয়া ঘুরিতে পারিলে, একদিন না একদিন তোমার সাক্ষাৎ পাইব। আজ পাঁচবৎসর ছায়ার মত উহার পশ্চাতে আছি। হঠাৎ মাস ছয় সাতের জন্য আমার নজরছাড়া হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার পর, এই মাণিক গঞ্জে আসিয়া এক কীর্ত্তি করিয়া বসিয়াছে।

কুলদা। আমাকে একটা স্থানে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছিল। আমি সেখানে চারি বৎসর ছিলাম। হঠাৎ সে লোকটার মৃত্যু হওয়ায়, সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়ি এবং পুরুষের বেশ ধরিয়া, নানা স্থান ঘুরিতে ঘুরিতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হই। আসিয়াই শুনিলাম জ্ঞানদা খুন হইয়াছে—দত্ত সাহেব—বারিষ্টার একজন—তাহাকে খুন করিয়াছে।

সামুয়েল। জ্ঞানদা তোমার কে?

কুলদা। যমজ ভগ্নী—

সামুয়েল। সে এখন কোথায়?

কুলদা। ঠিক বলিতে পারি না—বোধ হয় সত্যই খুন হইয়াছে।

সামুয়েল সাহেব শিহরিয়া উঠিলেন। কহিলেন, “আশ্চর্য্য নয়! তোমাদের দুই ভগ্নীর চেহারায় কিছুমাত্র পার্থক্য নাই—আমি সম্ভবতঃ ঐ সাদৃশ্য দেখিয়া ভুল বুঝিয়াছিলাম। আচ্ছা কুলদা! আজি প্রায় তিন মাস পূর্ব্বে, এক দিন প্রাতঃকালে

কি তুমি মিষ্টার হারিসের সহিত নদীর তীরে "সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলে?"

কুলদা। হাঁ।

সামুয়েল। তোমার সহিত আর কে ছিল?

কুলদা। হেক্টর সাহেব। আমরা নৌকা করিয়া গিয়াছিলাম।

সামুয়েল সাহেব কিছু চিন্তিত হইয়া কহিলেন, "তবে জ্ঞানদা কি সত্য সত্য খুন হইয়াছে? দেখা যাউক!"

তিনি হীরামনকে ডাকিলেন। হীরামন মিষ্টার বিমল কৃষ্ণ রায়, ওরফে হারিশ সাহেবকে লইয়া আসিলেন।

হারিশ দেখিল, কুলদা মরে নাই। তখন কহিল, "কে বলে আমি খুন করিয়াছি?"

সামুয়েল। আমি বলিতেছি।

হারিশ। কাহাকে খুন করিয়াছি? কুলদা ত বাঁচিয়া রহিয়াছে। তবে সামান্য বচসা বা গায়ে হাত তোলার অভিযোগ আনিতে পার।

সামুয়েল। আর কাহাকেও খুন কর নাই?

হারিশ। না।

সামুয়েল। তোমার মনে না থাকিতে পারে—আমি স্মরণ করাইয়া দিতেছি। * * * বীরগড়ে থাকিতে, কুলদার সহিত একটা লোকের প্রণয় সঞ্চার হয়। সে লোকটার নাম এডওয়ার্ড সামুয়েল—একজন তোমারই মত বাঙ্গালী খৃষ্টান। তুমি উভয়ের বিবাহে বাধা দাও। তোমার নিষেধ সত্ত্বেও সে কুলদাকে একটা গির্জ্জায় লইয়া গিয়া, গোপনে বিবাহ করে। তাহারা বিবাহ করিয়া গির্জ্জা হইতে যেই স্বামী

স্ত্রীতে বাহির হইয়া আসিবে, অমনি তুমি পাঁচ ছয় জন গুণ্ডা লইয়া গিয়া উভয়কেই প্রহার কর। প্রহারে সামুয়েল সাহেব রক্তাক্ত কলেবরে মাটীতে পড়িয়া যায়—তুমি তাহাকে মৃত ভাবিয়া, সে অঞ্চল হইতে পলাইয়া আইস। তাহার পর এখানে আসিয়া, মিষ্টার রায় সাজিয়াছ। তোমার অনন্ত লীলা মিষ্টার হারিশ!

হারিশ চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সকল কথা শুনিল, কোন প্রতিবাদ করিতে তাহার ক্ষমতা হইল না। এক্ষণে চমক ভাঙ্গাতে সহসা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

সামুয়েল সাহেব মাথার পরচুল গুলা দূরে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "আমিই সেই সামুয়েল—ডিটেক্‌টিভ! মাণিকগঞ্জে আসিয়া পালিত সাজিয়াছিলাম।"

হারিশ দেখিল, আর নিস্তার নাই। তাহার বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল।

সামুয়েল। আমি আজ পাঁচ বৎসর ছায়ার মত তোমার পশ্চাৎ ঘুরিতেছি। তোমার কোন দুষ্কর্ম্ম আমার নিকট ছাপা নাই। এখন বল জ্ঞানদা কোথায়?

ইতস্ততঃ করিয়া হারিশ কহিল, "কেন সে ত খুন হইয়াছে। পরশ্ব প্রাতঃকালে আসামীর ফাঁসি হইবে!"

সামু। তথাপি তুমি কারাবাস হইতে অব্যাহতি পাইবে না। কেন একটা নির্দ্দোষীকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইবে?—তোমার লীলা সাঙ্গ হইয়াছে,—দত্ত সাহেবের ঐশ্বর্য্যের লোভেই এত চক্রান্ত—তাহা যখন পাইবে না—অথচ কারাদণ্ড ভুগিতে হইবে, তখন অনর্থক কেন মহাপাপের ভাগী হইবে।

হারিশ। আমি বলিব না তুমি পার বাহির করিয়া লও।

সামুয়েল। তাহাই লইব। এতক্ষণ হেক্টার গ্রেপ্তার হইয়াছে, সে স্বীকার করিবে।

সামুয়েল সাহেবকে দেখিয়াই, হারিশ আশা ভরসা ছাড়িয়া দিয়াছিল। দেখিল আর বৃথা চেষ্টা। তখন জ্ঞানদাকে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়া ছিল, বলিয়া দিল।

সকলে মিলিয়া পুলিস হেড কোয়াটরের দিকে অগ্রসর হইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

যে স্থানে জ্ঞানদাকে গোপনে রাখা হইয়াছিল, সে স্থান মাণিকগঞ্জ হইতে প্রায় দশ মাইল দূরবর্ত্তী। পর দিবস অতি প্রত্যূষে সামুয়েল সাহেব, জ্ঞানদাকে তথা হইতে বাহির করিয়া আনিলেন।

যথাসময়ে এ সকল সংবাদ কর্ত্তৃপক্ষের গোচরীভূত করা হইল। রহস্যময় ভয়ঙ্কর চক্রান্তের মর্ম্মোদ্ঘাটিত হওয়াতে, দত্ত সাহেব সসম্মানে খালাস পাইলেন।

ষড়যন্ত্রের প্রধান চক্রী হেক্টর ও হারিস সাহেবের অপরাধ সপ্রমাণ হওয়াতে, তাঁহারা উপযুক্ত দণ্ড পাইলেন। সহায্যকারী গোপলা কামার ও হিঙ্গুল খাঁরও জেল হইল।

সামুয়েল সাহেবের উপরোধে এবং কৌশলে জ্ঞানদা সে যাত্রা নামমাত্র দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া, অব্যাহতি লাভ করিল।

এই স্থানে জ্ঞানদা এবং কুলদা সম্বন্ধে দুই চারিটী বিষয় বলিব। তাহারা যমজ সহোদরা। তাহাদের পিতার বিপুল বিষয় ছিল। তাঁহার সহসা মৃত্যু হইলে, খুল্লতাত হারিশ সাহেব তাহাদের বিষয়ের তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত হন। তখন ভগ্নীদ্বয় নিতান্ত বালিকা। চারি বৎসর পরে তাহাদের মাতারও মৃত্যু হয়। পাষণ্ড হারিশ নাবালিকা ভগ্নীদ্বয়ের বিষয় সম্পত্তি জুয়াখেলায় ধূলার মত উড়াইতে থাকে।

হারিস সাহেব ভগ্নীদ্বয়কে লইয়া অপর স্থানে গিয়া বাস করিতে থাকে এবং তাহাদিগকে আপনার কন্যা বলিয়া পরিচয় দেয়।

ক্রমশঃ ভগ্নীদ্বয়ের বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকে। সেই সময়ে কুলদা বয়োধর্ম্মে সামুয়েল সাহেবের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়ে। হারিশ সাহেব তাহা জানিতে পারিয়া, কুলদাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করে। কুলদা কিন্তু অভিভাবকের আপত্তি এবং তিরস্কার সত্ত্বেও তাঁহাকে গোপনে বিবাহ করে—সেই বিবাহের কি বিষময় ফল ফলে পাঠক পূর্ব্বেই জ্ঞাত হইয়াছেন।

ঐ সময়ে হেক্টর সাহেবের সহিত হারিশের আলাপ হয়। তাহারই পরামর্শে হারিশ দত্ত সাহেবের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য মানিকগঞ্জে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে।

শুভদিনে ব্যারিষ্টার এন্ কে দত্তের সহিত এমিলার শুভ পরিণয় কার্য্য সমাহিত হইয়া গেল।

সে বিবাহে অপরাপর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মিষ্টার

সামুয়েল, তাঁহার পত্নী কুলদা, রঙ্গজান এবং হীরামন বিবিও স্বামীর সহিত উপস্থিত ছিলেন।

সামুয়েল সাহেবও লক্ষপতি—তাঁহার অর্থের অভাব ছিল না। দত্ত সাহেব তাঁহাকে পুরস্কৃত করিতে যাইলে, তিনি এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিলেন না। তখন তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া পঁচিশ হাজার টাকা হীরামন বিবিকে দিলেন। হীরামন সেই টাকা পাইয়া, পুলিসের কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক, স্বামীর সহিত নির্ব্বিঘ্নে শান্তিসুখে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

রঙ্গু বা রঙ্গজান পিতৃ মাতৃহীন বালক। সামুয়েল সাহেবের সহিত হঠাৎ একদিন তাহার সাক্ষাৎ হয়—সেই অবধি তিনি তাহার সমস্ত ভার গ্রহণ করেন। এক্ষণে সে তাঁহারই আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতে লাগিল।

সমাপ্ত।

ম্যানেজার শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী

সংসার সর্ব্বরী।

[ভব সংসারের গুপ্তকথা]

মূল্য ২৲ কিন্তু সম্প্রতি কিছুদিনের জন্য মাশুল সহ ১॥• দেড়টাকা।

এরূপ অপূর্ব্ব গুপ্তকথা, এমন অদ্ভুত রহস্যময় বিচিত্র সংসার-চিত্র আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই। ইহা বর্ণনার অতীত, কল্পনার বহির্ভূত, সর্ব্বসাধারণের মনঃপূত এক অত্যুৎকৃষ্ট আদিরস প্রধান রহোন্যাস। যিনি একবার ইহা পাঠ করিয়াছেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। এই পুস্তকই "হরিদাসীর গুপ্তকথা" নামে সাধারণে পরিচিত।

হরিদাসীর শিশুকাল হইতে আজীবনের ঘটনা লইয়া, এই গুপ্তকথার সৃষ্টি। হরিদাসীর জীবনী বড়ই বৈচিত্রময়ী। তাঁহার জীবনে অনেক ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি সরলপ্রাণে সকলের সম্মুখে জীবনের সুখদুঃখের কথা কহিতে বসিয়াছেন। সেই সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে অনেকের অনেক গুপ্তকথা ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে।—সমাজের সর্ব্বপ্রকার লোকের পাপ-পুণ্যের চিত্র বিশদভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ অপূর্ব্ব জীবন-কাহিনী অবসরে পাঠকের সুখদা-সঙ্গিনী, লোক চরিত্র শিক্ষায়, সংসার পরিচয়ে সুনিপুণা শিক্ষয়িত্রী। এমন মুখরোচক, সুখপাঠ্য সুন্দর উপন্যাস পাঠে বঞ্চিত থাকিবেন না। যাঁহারা সত্যকথা শুনিতে চাহেন, সমাজের গুপ্তকাণ্ড দেখিতে চাহেন—দেখিয়া শুনিয়া সাবধান হইতে চাহেন—কুলটার কুটিলতা হইতে, প্রলোভনের প্রসারিত পাশ হইতে রক্ষা পাইতে চাহেন—তাঁহাদেরই জন্য এই পুস্তক।

ইহা নারীপাঠ্য। অবাধে আপন আপন প্রণয়িনীর কর-কমলে উপহার দিতে পারেন। পড়িয়া অঙ্কলক্ষ্মী গৃহলক্ষ্মী গৃহিণীপনা শিখিবেন—পথভ্রষ্টা পাপিনীর পরিণাম দেখিয়া

আত্মদমন করিবেন—সতীর সুখ দেখিয়া জীবনের আদর্শ গড়িবেন। বিরক্তা, অনুরক্তা হইবেন। মুগ্ধা উন্মাদিনী হইয়া সংসারে স্বর্গের সুখ আনিবেন। এতদ্ব্যতীত রায় মহাশয়ের কাণ্ডকারখানা, মাষ্টার বাবুর কিষ্কিন্ধকলাপ, মহিলা নিগ্রহ, শ্মশান-ভূমে কাপালিক হস্তে হরিদাসীর নির্য্যাতন, গুমখুন, ছাদ হইতে লম্বিত রজ্জুবদ্ধ বাক্সের সাহায্যে নাগর তুলিতে গিয়া তন্মধ্যে রক্তাক্ত মৃতদেহ দর্শনে নাগরীর হৃৎকম্প প্রভৃতি অত্যদ্ভুত অপরূপ চিত্রে পুস্তকখানি পরিপূর্ণ। এমন রহস্যের উপর রহস্যে সৃষ্টি আর কোন পুস্তকে নাই। লেখকের লিপিকৌশলে ঘটনাবলী ঐন্দ্রজালিক মায়ালীলার ন্যায় পাঠকের হৃদয়ে এমন একটা তন্ময়তা আনয়ন করিবে যে, পাঠক মাত্রকেই আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় পড়িয়া যাইতে হইবে। যতক্ষণ না পুস্তকখানি শেষ হইবে, ততক্ষণ কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন না।

উপহার—প্রভাত কুমারী।

শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ প্রণীত।

প্রতাপচাঁদ।

(বিস্ময়কর হত্যা রহস্যপূর্ণ অপূর্ব্ব ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।)

মূল্য ১৲ টাকা স্থলে ॥০ আট আনা ভিঃ পিঃ ৵০।

মল্লিক বাড়ীতে চুরি, রামেশ্বরের রহস্যপূর্ণ আত্মহত্যা, সন্দেহ বশে নবীনের কারাবাস, কুটিলা বিজলীবালার পৈশাচিক ষড়-যন্ত্র, নারকীয় প্রেমের উন্মাদকর বিকাশ, প্রতিভাবান ডিটেক-টিভ প্রতাপচাঁদের বুদ্ধিবলে সকল রহস্যের উদ্ভেদ, রামেশ্বরের গ্রেপ্তার, মেয়ে-গোয়েন্দা বামার বিপদ প্রভৃতি অতি আশ্চর্য্য অশ্চের্য্য ঘটনায় পুস্তকখানি পূর্ণ। কভারিংএর উপর একখানি সুন্দর চিত্র আছে।

M. ঘোষ

 M. R Chood

ম্যানেজার শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী।

পঞ্চম অংশ—জ্যোতিষ তত্ত্ব—গ্রহশান্তি স্বপ্নদর্শন ও তাহার ফল, তিথি গণনা, জন্মনক্ষত্রানুসারে অদৃষ্ট ফলাফল গণনা।

ষষ্ঠ অংশ। পাগলের ফিলজফি—নানাবিধ শিক্ষার বিষয় ইহাতে আছে।

সপ্তম অংশ।—তীর্থ তত্ত্ব—কালীঘাট, তারকেশ্বর, কাশী, গয়া, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা, অযোধ্যা, শ্রীক্ষেত্র গঙ্গাসাগর, ঘোষপাড়া, প্রভৃতি যাবতীয় হিন্দুর তীর্থ এবং পেড়ো মক্কা মদিনা প্রভৃতি মুসলমান তীর্থ ইত্যাদি যাবতীয় তীর্থ স্থানের বিবরণ, কর্ত্তব্য কার্য্য ও তাহার ব্যয়, যাইবার ভাড়া প্রভৃতি সমস্ত বিবরণ ইহাতে লেখা আছে। এই পুস্তকখানি সঙ্গে থাকিলে তীর্থে যাইয়া কোন বিষয় জানিয়া লইবার জন্য পাণ্ডার আবশ্যক হয় না।

অষ্টম অংশ।—ব্রততত্ত্ব ইহাতে ফলসংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় ব্রত, তাহার আবশ্যকীয় দ্রব্য, তাহার ব্যয় এবং কোন কোন ব্রতের কি ফল প্রভৃতি সমস্ত বিষয় লেখা আছে।

নবম অংশ।—পারত্রিক তত্ত্ব—একালে পাপ করিলে পরকালে কি শাস্তি হয়। সেই পাপের ভোগাভোগ সকল চিত্র দ্বারা দেখান হইয়াছে।

দশম অংশ।—শান্তিকুঞ্জ—ইহা একটী অপূর্ব্ব জিনিষ যিনি একবার দেখিবেন, তিনি আর জন্মে ভুলিবেন না।

সচিত্র গুপ্তচিঠি।

বা

দম্পতীর পত্রালাপ।

চতুর্থ সংস্করণ। (পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত)

ডাকমাশুল ও ভিঃ পিঃ সহ ৸৹ বার আনা মাত্র।

এই পুস্তকখানি দাম্পত্য সোহাগের আদর্শ লিপি ও প্রণয়ের আর নানা প্রকার গদ্য ও পদ্যছন্দে পতি পত্নীকে এবং পত্নী পতিকে পত্র লিখিবার উপযুক্ত।

উপহার – সচিত্র রতি শাস্ত্র।

M